২৭ জুন ২০২৫

আনন্দলোক



‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’
ছবির সেট থেকে

সাবিত্রীর আত্মজীবনীতে
তাঁর ভালবাসার মানুষ

বাংলা সিনেমার ব্যবসা:
নেপথ্যের আসল গল্প

EXCLUSIVE

দেব-রুক্মিণীর বিচ্ছেদ সত্যি vs মিথ্যে

রুক্মিণী মৈত্র শিফট করেছেন মুম্বইতে। আর তার পর থেকেই তীব্র হচ্ছে দেবের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের জল্পনা! রুক্মিণীর সঙ্গে ‘বিচ্ছেদ’ প্রসঙ্গে যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দিলেন দেব, একমাত্র আনন্দলোক-কে। এই প্রথমবার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত কথা বললেন সুপারস্টার নায়ক

ফ্রেমবন্দি

Dear মা

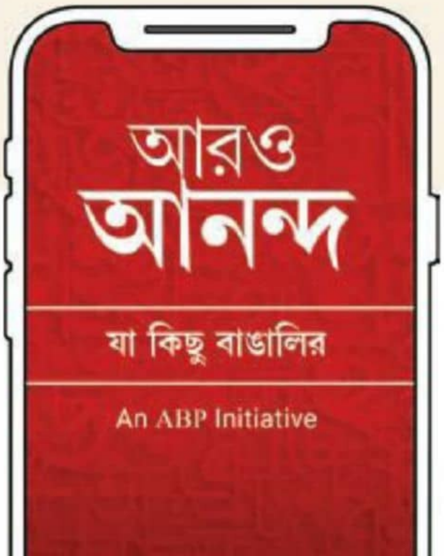
মুহূর্ত!



আপনার মা অথবা যিনি আপনার মায়ের মতো, তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্তের ছবি বা ভিডিয়ো তুলে পাঠিয়ে দিন।

বিজেতাদের ছবি অথবা ভিডিয়ো দেখানো হবে 'Dear মা'-এর জন্য তৈরি গানের দৃশ্যায়নে।

ছবি অথবা ভিডিয়ো পাঠাতে ইমেল - abp@abp.in অথবা ওয়টস্যাপ - 8981009054 শেষ তারিখ - ৩০ জুন, ২০২৫



QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন

AARO ANANDA available on

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

https://www.facebook.com/aaroananda ওয়েবসাইট aaroananda.com

sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২৭ জুন ২০২৫

কভার ড্রাইভ



৬

দেব-রুক্মিণীর বিচ্ছেদ কি তাহলে সত্যিই আসন্ন? এই 'বিচ্ছেদ'কাহিনিকে ঘিরে উড়তে থাকা যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন দেব স্বয়ং। এক্সক্লুসিভলি আনন্দলোক-কে।

সাবিত্রীর ভালবাসার মানুষ



আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** ফিরলেন জীবনের দ্বিতীয় প্রেমে। সেই স্মৃতি সুমধুর নয় ১৮

জুম ইন





নেপথ্য কথা

প্রচ্ছদ: দেব ও রুক্মিণী

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

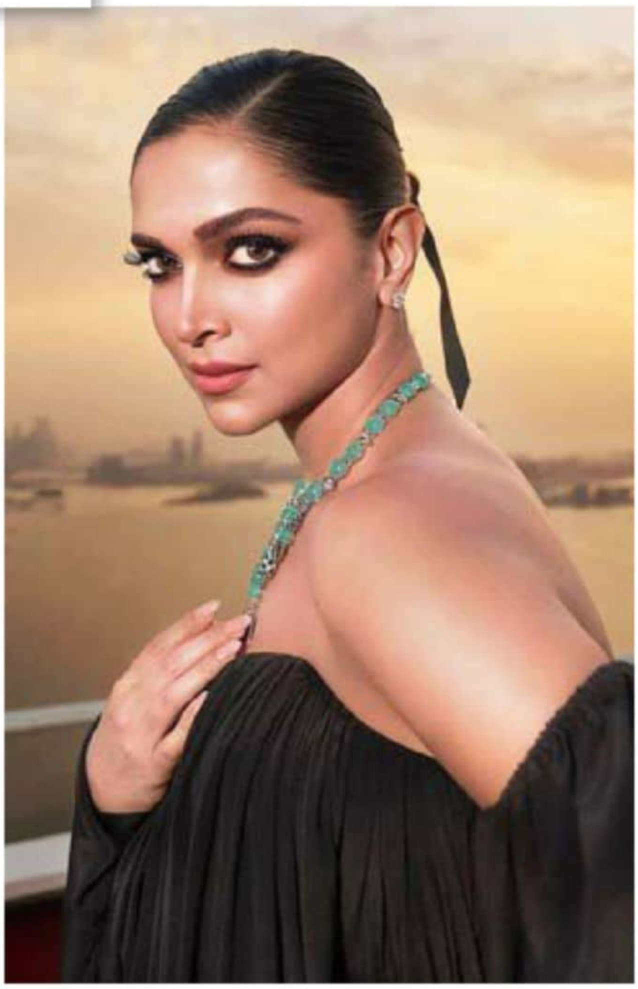
Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 11th

RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন **www.anandalok.in**-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ দীপিকা পাড়ুকোন

বেশ প্রাসঙ্গিক

সাম্প্রতিক কালে বলিউডের বিভিন্ন প্রতিবেদন আনন্দলোকে পড়তে ভাল লাগছে। এবারেও কাজের সময়সীমা প্রসঙ্গে বলিউডের নায়িকাদের অবস্থান নিয়ে প্রতিবেদনটি পড়ে ভাল লাগল। বেশ কিছু দিকে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রদীপ ভট্টাচার্য, বারাসত

যথাযথ

বাংলায় নতুন ধারাবাহিকের প্রোমো দেখলেও, তা নিয়ে বিস্তারিত খবর পাচ্ছিলাম না। প্রোমো দেখানোর পর ধারাবাহিক সম্প্রচার হতে সাধারণত বেশি সময় নেয় না। এবারের সংখ্যায় টেকনিশিয়ানদের বিষয়টি জানলাম। বেশ তথ্যপূর্ণ লেখাটি।

রঞ্জনা ভৌমিক, দুর্গাপুর

অন্যতম আকর্ষণ

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর প্রতিটি পর্ব পড়ছি আর অপেক্ষায় থাকছি পরেরটার জন্য। তাঁর কৈশোরের স্মৃতি পড়লাম এবারের সংখ্যায়। ভাল লাগল।

রত্না ঘোষাল, যাদবপুর

না জানা কথা

প্রদীপকুমারের জীবনে সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ছিল, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সুযোগ না পাওয়া, যা অনেকেই জানেন না। তবে তাঁর বাড়ির সব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ থাকত সত্যজিতের। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন প্রদীপকুমার। সত্যজিৎ তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, "আপনার 'ভুলি নাই' ভোলা যায় না। এই দিকগুলো আলোচনা করলে ভাল হত।

শুভায়ু সাহা, মুর্শিদাবাদ



■ রাজনন্দিনী পাল



■ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।



রাজরানি শুভশ্রী

অভিনয়ের পাশাপাশি সংসার, সন্তান প্রতিপালন... সব ক্ষেত্রেই দক্ষ ও অনন্যা হয়ে উঠেছেন শুভশ্রী। কেরিয়ারের তুঙ্গে থেকেও ওঁর জীবনদর্শন মুগ্ধ করে। সত্যিই রাজরানি হয়ে উঠেছেন শুভশ্রী। প্রচ্ছদচিত্রেও রাজকীয় ভঙ্গিতে ধরা দিয়েছেন তিনি।

সায়ন তালুকদার, বরাহনগর



■ প্রদীপকুমার

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in





দেব-রুক্মিণীর বিচ্ছেদ সত্যি vs মিথ্যে

রুক্মিণী 'শিফট' করেছেন মুম্বইতে! তার পরেই দ্রুত ছড়িয়েছে জল্পনা, **দেব-রুক্মিণী**র বিচ্ছেদ কি তাহলে সত্যিই আসন্ন? এই 'বিচ্ছেদ'কাহিনিকে ঘিরে উড়তে থাকা যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন দেব স্বয়ং। এক্সক্লুসিভলি আনন্দলোক-কে। সুপারস্টারকে অপ্রিয় প্রশ্নগুলি করলেন **কৌশিক পাল**

মনে রে আজ কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবিগুরু সেই কবে লিখে গেছেন! কিন্তু সব সত্যি কি আর সহজে গ্রহণ করা যায়? নাকি তা করা উচিত? আসলে যাচাই না করে কোনও কিছু গ্রহণ করতে গেলেই গোল বাধে। আর তাতেই জগৎ-সংসার এলোমেলো হওয়ার উপক্রম।

তার উপর মানুষটি যদি হন এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে প্রভাবশালী নায়ক, যাঁর কাঁধে ভর করে মহরত হয় সবচেয়ে বড় বাজেটের ছবিগুলির, রাজনীতির ময়দানেও যাঁর প্রভাব নেহাত কম নয়... তা হলে তো কথাই নেই। কথা হচ্ছে দ্য মানিস্পিনার অফ দিস ইন্ডাস্ট্রি—দেবকে নিয়ে। একটু ভুল হল, শুধু তো দেব নন, এই কাহিনির আধার, তাঁর দীর্ঘ ১২ বছরের বান্ধবী রুক্মিণী মৈত্রও

বটে। আসলে এই গল্প তাঁদের 'বিচ্ছেদ'-এর জল্পনার। আর কি অনেকটা কল্পনার? প্রচ্ছদ কাহিনির শিরোনামেই স্পষ্ট, এই প্রতিবেদনে উঠে আসবে এমন কিছু 'তথ্য', যা হয়তো পরিবেশন শেষে নিজেই বলে বসবে, 'আসলে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'! দেব-রুক্মিণীর সম্পর্ক আসলে ঠিক কী রকম, তা নিয়ে জনমানসে, বিশেষত ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলে কৌতূহলের শেষ নেই। সেটাই স্বাভাবিক। এক দশকের বেশি সময় ধরে তাঁরা সম্পর্কে আছেন, অথচ বিয়ে করছেন না (যদিও এই উদাহরণ ইন্ডাস্ট্রিতে আরও আছে) কেন, এই প্রশ্ন বারবার উঠছে। দেব বরাবরই বলে এসেছেন, "দু'জন মানুষের একসঙ্গে ভাল থাকাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাতে তাঁরা বিয়ে করে ভাল আছেন নাকি বিয়ে না করে, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।" একেবারেই। তবে এবার আর বিয়ে নিয়ে কোনও প্রশ্ন নয়। কারণ ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে



দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে বাবা-মা-বোনের সঙ্গে দেব

যে মানুষটি পারেন সমস্ত জল্পনার উপর থেকে যাবতীয় পর্দা সরিয়ে দিতে, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকেই। হ্যাঁ, এই প্রথমবার রুক্মিণীর সঙ্গে নিজের বিচ্ছেদের জল্পনা নিয়ে মুখ খুললেন দেব স্বয়ং।

আলোচনাটা এসে দাঁড়িয়েছে দেব-রুক্মিণীর 'বিচ্ছেদ'-এ! নানান মানুষ বলছেন বহুবিধ কথা। কী সেই কথা? বলব সে-সব। তবে তার আগে পাঠককে আশ্বস্ত করা যাক, শুধুমাত্র শোনা কথার উপর নির্ভর করে এই প্রতিবেদন নয়। যে মানুষটি পারেন সমস্ত জল্পনার উপর থেকে যাবতীয় পর্দা সরিয়ে দিতে, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকেই। হ্যাঁ, এই প্রথমবার রুক্মিণীর সঙ্গে নিজের বিচ্ছেদের জল্পনা নিয়ে মুখ খুললেন দেব স্বয়ং। প্রবল ব্যস্ততার মধ্যেও, দিলেন যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর, প্রত্যেকটি পয়েন্ট ধরে-ধরে। একমাত্র আনন্দলোক-কে। একই প্রশ্নগুলি হোয়াটসঅ্যাপে করা হয়েছিল রুক্মিণীকেও। তিনি অবশ্য হোয়াটসঅ্যাপে লেখেন, 'ট্র্যাভেলিং, উইল কানেক্ট নেক্সট উইক প্লিজ়।'

বিচ্ছেদ গল্পের আগুন যেখান থেকে

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ। 'খাদান'-এর



হোলির দিন সবান্ধবে

৫০ দিনের সাকসেস পার্টি ক্যামাক স্ট্রিটের একটি পাবে। রাত প্রায় বারোটা দশ। পাবের লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে রুক্মিণী, ঢুকছেন নাক টানতে-টানতে (সম্ভবত এলার্জিতে কিছুটা কাবু)। পরিচিত সাংবাদিক বন্ধুকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেক কাটিং কি হয়ে গিয়েছে গো?' সেই সংবাদিক তখন পার্টি থেকে বেরিয়ে, পা বাড়িয়েছেন বাড়ির পথে। জানালেন, 'সে তো জাস্ট পাঁচ মিনিট আগেই হল! তুমি এত দেরি করলে কেন?' নাক টানতে-টানতেই রুক্মিণী ঢুকে গেলেন লিফটের ভিতর, বললেন, "আসলে শরীরটা তেমন ভাল নেই..."

সেই সাংবাদিক পরে আমাকে বলেছিলেন, "দেব-রুক্মিণীর মধ্যে যদি সব কিছু স্বাভাবিকই থাকত, তাহলে কি কেক কাটিংয়ের জন্য আর পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করা যেত না? এমন নয় যে রুক্মিণী কেক কাটিংয়ের ঘণ্টাখানেক পরে ঢুকছেন..."

সেই সময় 'কিশোরী' ঝড়ে মাতোয়ারা সারা বাংলা। খাদান-কন্যা ইধিকা পালের সঙ্গে দেবের সম্পর্ক নিয়ে তুমুল চর্চা। এদিকে 'খাদান'-এর তুঙ্গ সাফল্যের পর, দেবের



■ 'খাদান'-এর ৫০ দিনের সাকসেস পার্টিতে কেক কাটিং সেরিমনি। তখনও পৌঁছননি রুক্মিণী

'খাদান'-এর ৫০ দিনের সাকসেস পার্টি ক্যামাক স্ট্রিটের পাবে। রাত প্রায় বারোটা দশ। লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে রুক্মিণী, ঢুকছেন নাক টানতে-টানতে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেক কাটিং কি হয়ে গিয়েছে গো?'



■ জিতের সঙ্গে 'বুমেরাং' করার কথা নাকি রুক্মিণীকে বলেছিলেন দেব-ই



■ রুক্মিণীর দাদার মেয়ে আমাইরার সঙ্গে



নেক্সট বিগ প্রজেক্ট, 'রঘু ডাকাত'-এও ইধিকা জায়গা করে নিয়েছেন। তাই দেব-ইধিকার সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ছড়াচ্ছে দাবানলের মতো। এমতাবস্থায় দেব-ইধিকার কেমিস্ট্রি নিয়ে রুক্মিণীর মনের অবস্থা খুব সহজেই অনুমেয়। নিন্দুকদের কথায়, ইধিকাকে নিয়ে দেবের সঙ্গে রুক্মিণীর অশান্তি যে হয়েছিল, তার প্রমাণ 'প্রজাপতি ২' থেকে আচমকাই ইধিকার বাদ পড়া! রুক্মিণীর আপত্তিতেই নাকি সেই ছবি থেকে কাটা গিয়েছে ইধিকার নাম? স্বাভাবিক ভাবে সেই প্রসঙ্গটাই উঠল প্রথমে।

দেব বললেন, “কে বলেছে ইধিকা বাদ পড়েছে? ‘প্রজাপতি ২’-এর কাস্টিং কি এখনও লক হয়েছে নাকি? ওয়েট করুন, দেখুন কী হয়... (দেবের গলায় সেই চিরাচরিত দুষ্টুমির হাসি)”। তারপর একটু থেমে বললেন, “এটুকু বলতে পারি, সব কিছু ঠিক-ঠিক জায়গায় আছে। আরে যখনই কোনও সিনেমা হিট হয়, সেই ছবির নায়িকার সঙ্গে আমার নাম জুড়ে দেয় কিছু মানুষ। কখনও সেটা সৌমিতৃষা (কুণ্ডু), কখনও ইধিকা কখনও অন্য কেউ। দেখুন, আমিও জানি, বাজারে অনেকের মাথায় প্রশ্ন ঘুরছে, ইধিকা পরের পর আমার ছবিতে কেন। আসলে কী জানেন, সবাই নিজের-নিজের কপাল নিয়েই জন্মায়। আমি সিনেমার জন্য কতটা কী করতে পারি, সেটা আজ বাংলার দর্শক জানেন। আমার মনে হয় না সেটা আমাকে নতুন করে প্রমাণ করতে হবে। আজ অবধি আমি এমন কোনও কাজ করিনি, যাতে আমার সিনেমা শিল্পটা ছোট হয়। আর এমন কথাও কেউ কখনও বলতে পারবেন না যে, আমার ‘দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স’-এ যাঁরা চাকরি করেন বা যাঁরা আমাদের সঙ্গে ছবি করেন, তাঁদের কখনও কোনও রকম কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমিও তো স্ট্রাগল করে বড় হয়েছি। তাই জানি, যদি আমাকে কেউ এক্সপ্লয়েট করত, তাহলে আমি কখনও বড় হতে পারতাম না। আমিও সেই ডিগনিটিটা মেন্টেন করে চলি। আমি তো সবাইকে বলছি, ‘রঘু ডাকাত’ দেখুন, তারপর বলুন, কেন ইধিকা নয়! আরে বাবা, শ্রীকান্ত মোহতার (এসভিএফ-এর অন্যতম কর্ণধার) মতো

আমিও জানি, বাজারে অনেকের মাথায় প্রশ্ন ঘুরছে, ইধিকা পরের পর আমার ছবিতে কেন? আসলে কি জানেন, সবাই নিজের-নিজের কপাল নিয়েই জন্মায়। ‘রঘু ডাকাত’ দেখুন, তারপর বলুন, কেন ইধিকা নয়!

প্রযোজক, যিনি এত বড় বড় ব্লকবাস্টার দিয়েছেন, এত বড় বড় হিরোইনকে লঞ্চ করেছেন, তিনি যখন ইধিকার ব্যাপারে গ্রিন সিগনাল দিয়েছেন, তখন বাকিদের কথার আর কী উত্তর দেব! আর যারা এই বাজে কথাগুলো বলছে, আমি তো তাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি। ওরা নিজের নাম নিয়ে বলুক,



দেবের অফিসে খাদান-কন্যা ইধিকা পাল



দেবের এইট প্যাক অ্যাবস ঝড় তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়



■ 'ধূমকেতু' নিয়ে মিটেছে যাবতীয় জল্পনা। এক ফ্রেমে রানা, দেব, সৌমিক, কৌশিক ও অন্যান্যরা

'আমার নাম অমুক, আমি সাক্ষী দিচ্ছি, দেব-রুক্মিণীর জীবনে এই-এই সমস্যাগুলো চলছে।' আমি তখন তাদের কাউন্টার করব। আসলে, মানুষগুলো নিজেদের জীবনে সমস্যায় জর্জরিত, তাই ওদের এটা নিয়ে গা জ্বালা যে, কেন দেব-রুক্মিণী ভাল আছে বা কেন ওরা এতটা বিন্দাস আছে? কেন দেবের প্রোডাকশনে ইধিকা আছে, কেন শুভশ্রী ঢুকল! কেন রুক্মিণী কলকাতায় নেই, কেন দেব ইধিকাকে নিয়ে ব্যাঙ্কক গেল 'রঘু ডাকাত'-এর গান শুট করতে!"

তবে এতগুলো নামের পাশে, একটি নাম দেব উচ্চারণ করলেন না। যাঁকে দেখা গিয়েছিল 'খাদান'-এর প্রিমিয়ারের দিন, প্রিয়া সিনেমা হলে। যাঁর হাত ধরে দেব স্বয়ং বসিয়ে দিচ্ছিলেন আসনে। সে তো দেব অনেককেই হাত ধরে আসনে বসিয়ে দেন। তাহলে এই ঘটনাটিতে প্রতিবেদকের চোখ আটকাল কেন? কারণ, সেদিন যে নায়িকাকে দেব আসন গ্রহণে সাহায্য করছিলেন, তিনি না কখনও দেবের সঙ্গে কোনও ছবিতে কাজ করেছেন, না দেবের আগামী কোনও প্রোজেক্টে তাঁর কাজ করার কথা শোনা গিয়েছে। দেবের কোনও পার্টিতেও তাঁকে কখনও দেখা যায়নি। তার চেয়েও বড় কথা, টলিউডের নায়িকাদের প্রসঙ্গ উঠলে, এক মুহূর্তে এই নায়িকার নাম মাথায় আসবে না। তাহলে কি... প্রশ্নটা শেষ করার আগেই দেব জবাব দিলেন নিজস্ব কায়দাতে, "আমি তো সবাইকেই হাত ধরে নিয়ে এসেই বসাই। কারণ আমার ছবির প্রিমিয়ারে, সকলেই আমার অতিথি। আমার হসপিট্যালিটি নিয়ে অন্তত আজ আর কারও কোনও প্রশ্ন নেই। আমার পার্টিতে প্রত্যেকটা মানুষ যেন এনজয় করেন, সেই খেয়াল রাখি। আপনি দেখেওছেন, বহু সময় আমি নিজে হাতে পানপাত্র এগিয়ে দিই। এটাই আমার স্বাভাবিক আচরণ।"

আরব সাগর পাড়ে নতুন কাহিনি

রুক্মিণী পাকাপাকি ভাবে মুম্বইতে শিফট করতে চলেছেন!

এই খবর পাওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছিল, অঙ্কটা যেন ঠিক মিলছে না। ২০১৭ সালে 'দেব ইন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স'-এর হাত ধরে যিনি মডেলিংয়ের দুনিয়া থেকে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছেন এবং পরবর্তী আট বছরে ১২ টি ছবির মধ্যে মাত্র তিনটি ছবি ('সুইটজ়ারল্যান্ড', 'সনক' ও 'বুমেরাং') করেছেন অন্য প্রোডাকশন হাউজ়ের সঙ্গে, তিনি এত সহজে



■ 'রঘু ডাকাত'-এর শুটিংয়ে ধ্রুব, দেব, প্রীতম, সৌমিক (ডান দিক থেকে)



■ 'বিনোদিনী'র প্রিমিয়ারে

বাংলা ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে যাবেন? দেবের মতো একজন প্রভাবশালী পার্টনার এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা সত্ত্বেও, কে-ই বা চায় মুম্বইয়ের চূড়ান্ত কমপিটিটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে পড়তে!
তার মানে কি সত্যিই রুক্মিণী বেরিয়ে আসতে চাইছেন দেবের ছত্রছায়া থেকে? সেই কারণেই কি 'খাদান'-এর দুবাই বা তাইল্যান্ড প্রিমিয়ার, 'রঘু ডাকাত'-এর লম্বা আউটডোর এমনকি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন... কোথাওই দেবের সঙ্গে দেখা যায়নি রুক্মিণীকে?
কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে দেব কেন স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে রুক্মিণীর জন্য মুম্বইতে ফ্ল্যাট খুঁজে দেবেন? নতুন শহরে রুক্মিণীর জন্য কিনবেন নতুন গাড়ি! নাকি কবির ভাষায় এটাই তাঁদের 'বিচ্ছেদ'-এর 'বোঝাপড়া'?
অনেকেই একথা বলছেন, স্বভাবগতভাবে রুক্মিণী খুবই ডমিনেটিং। নিজের প্রত্যেকটি ছোটখাটো বিষয়েও তিনি দেবকে ইনভলভ করেন, তা সে দেব কোনও কাজে যত ব্যস্তই থাকুন না কেন। এই অতিরিক্ত 'আবদার'-ই নাকি দেবের মানসিক বিড়ম্বনার কারণ হয়ে

> তাই যদি হয়, তাহলে দেব কেন স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে রুক্মিণীর জন্য মুম্বইতে ফ্ল্যাট খুঁজে দেবেন? নতুন শহরে রুক্মিণীর জন্য কিনবেন নতুন গাড়ি! নাকি কবির ভাষায় এটাই তাঁদের 'বিচ্ছেদ'-এর 'বোঝাপড়া'?

দাঁড়িয়েছে ক্রমাগত। এবং সেই কারণেই 'শান্তি' বজায় রাখতে নিজেদের মধ্যে দুই শহরের দূরত্ব রচনা!
কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনলেন দেব। তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, "যারা এই কথাগুলো বলছে, তারা তো রাত্রিবেলা আমার সঙ্গে থাকে না। তাহলে আমার আর রুক্মিণীর মধ্যে কী চলছে, সেটা ওরা জানছে কী করে? দেখুন, শেষ ১২ বছর ধরে একটা সম্পর্কে আছি। আমি কি কোনওদিনও সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি? তাহলে আজকে কেন আমাকে এত উত্তর দিতে হবে? গোটা ইন্ডাস্ট্রি আমাদের সম্পর্ক নিয়ে যা খুশি বলতে পারে। তার জন্য আমি তো আনসারেবল নই!"
আনসারেবল নিশ্চয়ই নন। কিন্তু রুক্মিণীর মুম্বই শিফট করার বিষয়টাকে তাঁর পার্টনার হিসেবে কীভাবে দেখছেন? আট বছরে ১২টা ছবি করার পরে, কোনও নায়িকা কি



'খাদান'-এর দুবাই প্রিমিয়ারে ভক্তদের মাঝে দেব



'খাদান'-এর হাত ধরে এই প্রথম তাইল্যান্ডে হল কোনও বাংলা ছবির প্রিমিয়ার

মুম্বইতে শিফট করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন একা-একা শিফট করার সাহসটা পাচ্ছিল না। দেখুন, আমার কোথাও যেন মনে হয়, শি ইজ় মেড ফর ন্যাশনাল। আই অ্যাম নট, আই বিলিভ। তাই এখন আমার মনে হয়েছে, রুক্মিণীর বন্ধু হিসেব, শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমি যদি ওকে পুশ না করি, তা হলে সেটা অন্যায় হবে। ও বলল, 'আমি একা-একা ওখানে কী করব?' আমি বললাম, 'ওকে, আমি চলে আসছি।' আমার যখন ফ্রি সময় থাকবে, আমিও চলে আসব মুম্বইতে, থাকব দিন দশেক। আরে আমারও তো এখন মুম্বইতে অনেক কাজ। সিনেমা বিক্রি করতে হলে মুম্বইতে যেতে হয়, ফাইট মাস্টার মুম্বইতে, কোরিয়োগ্রাফার মুম্বইতে, ইকুইপমেন্ট আসছে মুম্বই থেকে, আমার মিউজ়িক রাইটস বিক্রি করতে হলেও মুম্বইতেই যেতে হয়... সব মিলিয়ে এমনিতেই এখন মাসের মধ্যে ১০টা দিন আমাকে মুম্বইতে থাকতে হয়। আমাদের বেশিরভাগ কাজ এখন মুম্বইতেই হচ্ছে। এই যে এখন আমরা প্ল্যান করছি, 'রঘু ডাকাত' ছবিটা ডলবি অ্যাটমস করব, সেটা করতে গেলে তো আমাকে মুম্বইতে থাকতে হবে। কালার কারেকশনটাও ইচ্ছে আছে মুম্বই থেকে করানোর। আই অ্যাম নট ওনলি অ্যান অ্যাক্টর, আই অ্যাম দ্য ক্রিয়েটিভ হেড অফ দিস ফিল্ম। এই তো জিৎদা (গঙ্গোপাধ্যায়) আমাদের 'প্রজাপতি ২'-এর মিউজ়িক করছেন, তার মিক্সিং তো





■ 'শি ইজ় মেড ফর ন্যাশনাল। আই অ্যাম নট, আই বিলিভ,' রুক্মিণীকে নিয়ে এতটাই কনফিডেন্ট দেব

"শুধু রুক্মিণী মুম্বইতে শিফট করছে না। রুক্মিণীর সঙ্গে-সঙ্গে দেবও শিফট করছে মুম্বইতে," দেবের কথাগুলো যেন বজ্রপাতের মতো শোনাল! কী বলছেন তিনি! ইচ্ছে করেই লাইনগুলো রিপিট করলাম...

খুব সহজে ইন্ডাস্ট্রি শিফট করেন? তা-ও যে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি শুধু একজন সুপারস্টার নন, একজন অত্যন্ত সফল প্রযোজকও বটে! "শুধু রুক্মিণী মুম্বইতে শিফট করছে না। রুক্মিণীর সঙ্গে-সঙ্গে দেবও শিফট করছে মুম্বইতে," দেবের কথাগুলো যেন বজ্রপাতের মতো শোনাল। কী বলছেন তিনি! ইচ্ছে করেই লাইনগুলো রিপিট করলাম, বললাম, এ তো সাংঘাতিক এক্সক্লুসিভ দিলেন! দেব অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, "লিখবেন, 'দেব মুম্বইতে শিফট করার চেষ্টা করছে। প্ল্যান করছে, ওখানে একটা ফ্ল্যাট কেনার। কারণ দেবেরও এখন অনেক অফার আসছে মুম্বই থেকে।' এখন থেকে মাসে অন্তত ১০ দিন করে আমি ওখানে থাকব," তারপর একটু থেমে যোগ করলেন, "রুক্মিণী যখন 'সনক' করছে (২০২১, হিন্দি ছবি। বিদ্যুৎ জামওয়ালের বিপরীতে), সেই সময় থেকেই ও মাসে চার-পাঁচ দিনের জন্য মুম্বই যায়, অডিশন দেয়, মিটিং করে, কলকাতায় ফিরে আসে। আসলে অনেকদিন ধরেই রুক্মিণী



■ রুক্মিণীর মায়ের সঙ্গে দেব



■ বছর নয়েক আগে। দেব-শুভশ্রী-রুক্মিণী এক ফ্রেমে। সঙ্গে শ্রীকান্ত, কৌশিক, সৌমিক, রুদ্রনীল, রানা...

এটা কারা বলছে? তাদের নাম ছাপার অক্ষরে আসুক। তারপর আমি তাদের কাউন্টার করব। কে কী বলছে, সেটা নিয়ে আমি তো নিজের জীবনটা বাঁচতে পারব না! দেখুন, আমি সেলেবল। তার মানে এই নয়...

মুম্বইতে বসেই হচ্ছে। আমি যদি মুম্বইতে এসে ওঁর সঙ্গে বসতে পারি, তাহলে তো কাজের সুবিধেই হয়। কিন্তু সেটা করতে গেলে মুম্বইতে এসে হোটেলে থাকতে হয়। সেটাও তো একটা বিরাট খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার! এবার সেই ভাবনা থেকে যদি আমি মুম্বইতে একটা প্রপার্টি কেনার প্ল্যান করি, আর মার্কেটে সেই খবরটাকে অন্য ভাবে ছড়ানো হয়, তাহলে আমার আর কী-ই বা বলার থাকে!”

রুক্মিণীকে সঙ্গ দেওয়া, তাঁকে ন্যাশনাল লেভেলে আরও একটু পুশ করা এবং পাশাপাশি নিজের কাজ, ‘রুক্মিণীর মুম্বই পর্ব’ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটানোর চেষ্টা করলেন দেব। কিন্তু রুক্মিণীর ওই ক্রমাগত ‘আবদার’, যা নাকি আপনার মানসিক বিড়ম্বনার কারণ?

“আদ্যন্ত বাজে কথা,” কথাটা জাস্ট উড়িয়ে দিলেন সুপারস্টার। বললেন, “দেখুন, ছোটখাটো জিনিসে রুক্মিণী আমাকে ফোন করে, ডিসকাস করে, এটা তো খুবই সাধারণ



■ মায়ের সঙ্গে রুক্মিণী

ব্যাপার! এই তো, কাল ‘ধূমকেতু’র টিজ়ার লঞ্চ হবে। আমি সেটা রুক্মিণীকে পাঠিয়েছি। জানতে চেয়েছি কেমন লাগছে ওর। এটাই তো স্বাভাবিক। আপনি তো বিবাহিত, আপনার স্ত্রী কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেন না কোনও ডিসিশন নেওয়ার আগে? নাকি আলোচনা করেন না! এটা তো আজকে বলে নয়, ১২ বছর ধরেই আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা এরকমই। ও কোন ছবি করবে, কার সঙ্গে করবে, এই কাজটা করা উচিত কিনা, কত টাকা নেওয়া উচিত... সব কিছু নিয়েই আমার সঙ্গে আলোচনা করে।”

আপনার বেশ কিছু ‘শুভানুধ্যায়ী’র কথায়, ‘ভালবেসে কারও জন্য কোনও কিছু করা, আর কাউকে গান পয়েন্টে রেখে তাকে দিয়ে কিছু করানো, এক নয়। রুক্মিণী নাকি... কথাটা শেষ করার আগেই দেব বলে উঠলেন, “এটা কারা বলছে? তাদের নাম ছাপার অক্ষরে আসুক। তারপর আমি তাদের কাউন্টার করব। কে কী বলছে, সেটা নিয়ে আমি তো নিজের জীবনটা বাঁচতে পারব না! দেখুন, আমি সেলেবল। তার মানে এই নয় কোনও থার্ড পার্টি নিয়ন্ত্রণ করবে আমার জীবন। হাতে গোনা দু’-তিন জন ছাড়া আমার



■ সৌমিতৃষা কুণ্ডুর সঙ্গে দেব

তো কোনও বন্ধু-বান্ধবও নেই। আর আপনি তো আমাকে এত বছর ধরে দেখছেন, আমার লাইফে কী চলছে, ভাল-খারাপ বা খুব কঠিন কিছু, আমি তো সেটা কারও সঙ্গে শেয়ারও করি না। আমি এমনিতেই খুব ইন্ট্রোভার্ট। এই যে সবাই এখন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আমি বুঝতে পারছি, ভগবানের আশীর্বাদে আমার কাজকর্ম ভাল হচ্ছে, সিনেমাগুলো



পুরনো দিনের কথা। একফ্রেমে শুভশ্রী ও রুক্মিণী



‘বিচ্ছেদ জল্পনা’র মাঝে দেবের ইনস্টা স্টোরি

বক্স অফিসে পারফর্ম করছে, সেটাই হয়তো এই আক্রমণের কারণ। তবে সেই সব আক্রমণকারীদের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্যই জীবনে প্রথমবার নিজের পার্সোনাল লাইফ নিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে এতগুলো কথা বললাম। যেটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।”

‘ধূমকেতু’র মুক্তি এবং...

প্রায় ন’ বছর পরে (২০১৬ সালে শুরু হয়েছিল শুটিং) মুক্তি পেতে চলেছে দেব-শুভশ্রী জুটির বহুপ্রতিক্ষীত ছবি, ‘ধূমকেতু’। ইন্ডাস্ট্রির ওয়াকিবহাল মহলের মত, ‘দেব-রুক্মিণীর বিচ্ছেদ’ গুঞ্জনের আবহে দাঁড়িয়ে, ‘ধূমকেতু’র মুক্তিকে শুধুমাত্র একটা বিশেষ ছবির মুক্তি হিসেবে দেখলে হবে না, এটা নাকি আসলে দেবের একটা ‘স্টেটমেন্ট’। দেব-শুভশ্রীর বিচ্ছেদের পর, এটিই তাঁদের একসঙ্গে করা শেষ ছবি। স্বভাবতই এই ছবিটি ঘিরে জনমানসে আগ্রহ প্রবল। কিন্তু কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত, রানা সরকার প্রযোজিত এই ছবিটি শুরুর দিন থেকে বারংবার আটকে গিয়েছে নানা আইনি জটিলতায়। কখনও সেই জটিলতা এসে দাঁড়িয়েছে দেব ভার্সেস রানা সরকারে, আবার কখনও তা রানা সরকার ভার্সেস দু’টি প্রখ্যাত টেলিভিশন চ্যানেল তথা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে। তবে এর বাইরেও আর একটি অভিমতের কথা ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলেই শোনা যায়।



এক ফ্রেমে দেব-শুভশ্রী। আর কি কখনও দেখা যাবে এই দৃশ্য, নতুন কোনও ছবির মহরতে?

তা হল, দেবের বান্ধবী রুক্মিণী নাকি চাননি, প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে দেবের এই ছবিটি মুক্তির আলো দেখুক। কারণ তাহলেই যে দেব-শুভশ্রীর আবার কাছাকাছি আসা, একসঙ্গে প্রচার, হল ভিজ়িট... সত্যিই কি নানা আইনি জটিলতার পাশাপাশি, রুক্মিণীর ‘অনিচ্ছা’ ‘ধূমকেতু’র মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ? দেবের কথায়, “আমি একটা জিনিসই বলতে চাই, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের মধ্যে ওই প্রফেশনাল প্রবলেমটা কোনওদিনও নেই। কেন ও জিতের সঙ্গে কাজ করবে, কেন আমি ‘ধূমকেতু’ রিলিজ় করব... উই হ্যাভ দ্যাট স্পেস। কারণ, রুক্মিণী গোড়া থেকেই দেবকে ‘সুপারস্টার’ হিসেবেই পেয়েছে আর আমিও রুক্মিণীকে পেয়েছি ‘সুপারমডেল’ হিসেবেই। এমন নয় যে, ও ঘরের কোণে পড়ে ছিল আর আমি ওকে তুলে লাইমলাইটে নিয়ে এলাম, বড় তারকা বানিয়ে দিলাম। এমনও নয় যে, রুক্মিণী দেবকে বড় সুপারস্টার বানিয়েছে। উই হ্যাভ গট ইচ আদার, মেট ইচ আদার, নোয়িং হোয়াট উই আর। দেব-জিতের রাইভ্যালরি নিয়ে তো আপনারা কত কথা বলেন, কিন্তু একথা ক’জন জানেন যে আমিই রুক্মিণীকে বলেছিলাম, জিতের সঙ্গে কাজ করতে? ইন ফ্যাক্ট, ‘বুমেরাং’ আমি যেভাবে প্রমোট করেছি, মনে হয়নি ছবিটার সঙ্গে যুক্ত লোকজন ছাড়া আর কেউ তা করেছে! ‘ধূমকেতু’ নিয়ে সমস্ত আইনি জট কেটেছে। বলা ভাল, আমি দায়িত্ব নিয়ে টানা ১০ দিন মুম্বইতে পড়ে থেকে সেই জট কাটিয়েছি। আর তাই অগস্টে মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি। এখানে রুক্মিণী কোনও ফ্যাক্টরই নয়।”

তাহলে এটা বলুন, কোন কারণে এত বছর ধরে আটকে ছিল ছবিটা? “দেখুন, ছবিটাকে ঘিরে রানা সরকারের সঙ্গে আমার একটা ঝামেলা তো ছিলই। কারণ আমাকে না জানিয়েই রানা ভায়াকম ও জিও হটস্টারকে অনবোর্ড করেছিল ছবিটার মধ্যে!” বলতে শুরু করলেন দেব, “কিন্তু সেই ঝামেলাটা ২০১৯ সালেই মিটে যায়। কিন্তু তারপর

ভায়াকম ও রানার মধ্যে একটা দীর্ঘ আইনি লড়াই শুরু হয়। সেটা কিন্তু যথেষ্ট বড় অ্যামাউন্টের জন্য মামলা। তার মধ্যে আবার এল জিও হটস্টারও। এগজ্যাক্ট ফিগার আমি বলতে চাইছি না, তবে এটা জেনে রাখুন, যে টাকার মামলা, তা দিয়ে অনায়াসে ৮-১০টা বাংলা ছবি হয়ে যেতে পারে। সেই কেসটা সেটল করে, থ্রি পার্টি এগ্রিমেন্ট বানিয়ে



■ 'রঘু ডাকাত'-এর গানের শুটে ব্যাঙ্ককের পথে দেব (উপরে) ও ইধিকা (নীচে)



এই অগস্টে ছবিটা রিলিজ় করতে চলেছি। কোর্টের পেপার যদি ডকুমেন্ট হিসেবে লাগে, তাহলে সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবেন, ছবিটা আটকে ছিল নট বিকজ় অফ দেব অর নট বিকজ় অফ রুক্মিণী। সেখানে শুভশ্রী গাঙ্গুলি কোথা থেকে আসে! এবার কেউ যদি এটাকে বাজারে



■ 'রঘু ডাকাত'-এর শুটিং শেষের পর ফিরলেন পুরনো লুকে



■ পারিবারিক অনুষ্ঠানে অধিকারী পরিবারের সঙ্গে রুক্মিণী

অন্য ভাবে ছড়ায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে আমার দু' সেকেন্ড সময় লাগবে। তবে যে-কোনও বিষয়কে লোকে যদি আমার পার্সোনাল লাইফের সঙ্গে জুড়ে দেয়, তা হলে তো সেটা তাদের সমস্যা!" একটু থেমে দেব যোগ করলেন, "এটা তো কেউ জানে না, 'ধূমকেতু'র মহরতের দিন রুক্মিণী ওয়াজ় দ্য ফার্স্ট পার্সন, যে শুভশ্রীকে শাড়ি গিফট করেছিল। দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের পক্ষ থেকে রুক্মিণী ওই শাড়িটা শুভশ্রীকে উপহার দেয়। কারণ, ওটাই ছিল আমার প্রোডাকশনের প্রথম ছবি।"

যদিও ২০ জুন ২০২৫-এ 'ধূমকেতু'র রিলিজ় ডেট ঘোষণার ভিডিয়োতে দেব-শুভশ্রীকে একফ্রেমে দেখা যায়নি। এই ঘোষণা উপলক্ষে যে ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেব এবং শুভশ্রী বাইট দিয়েছেন আলাদা-আলাদা। তারপর সেটি জোড়া হয়েছে। এবং সেই এডিটেড ভিডিয়োটিই নিজের-নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন তাঁরা। কলকাতার মিডিয়া আশাবাদী, ছবি মুক্তির আগে নিশ্চয়ই দেব-শুভশ্রী আসবেন এক

"এটা তো কেউ জানে না, 'ধূমকেতু'র মহরতের দিন রুক্মিণী ওয়াজ় দ্য ফার্স্ট পার্সেন, যে শুভশ্রীকে শাড়ি গিফট করেছিল। দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের পক্ষ থেকে রুক্মিণী ওই শাড়িটা শুভশ্রীকে উপহার দেয়।"



■ একসঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেব-রুক্মিণী। ছবিটি দেব পোস্ট করেন গত বছর রুক্মিণীর জন্মদিনের দিন

সঙ্গে। কারণ এটা তো শুধু একটা ছবি নয়। অসংখ্য দেব এবং শুভশ্রী ভক্তদের সম্মিলিত আবেগের গণ বিস্ফোরণ হতে চলেছে ছবিটিকে ঘিরে।

দেব যখন আনন্দলোক-কে এই সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, তখন বাজে রাত সাড়ে আটটা (২২ জুন)। তিনি তখন সবে 'ধূমকেতু'র ডাবিং থেকেই বেরোলেন। বললেন, "আবার কাল সকাল আটটা থেকে ডাবিং আছে। এর পর আছে 'রঘু ডাকাত'-এর ডাবিং। ২ জুলাই লন্ডন যাওয়ার আগে ('প্রজাপতি ২'-এর শুটিং উপলক্ষে) আমাকে এই দুটো ছবির ডাবিং শেষ করে, পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ লক করে যেতে হবে। তার মানে বুঝতেই পারছেন, চাপটা কী রকম।"

সত্যি, একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এত প্রবল কাজের চাপের মধ্যে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে এই টানাপড়েন দেব কী করে সামলাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন! আসলে, তিনি যে সফল। তাই তাঁর দিকে কুৎসার তির একটু বেশিই ধেয়ে আসবে। কথায় বলে না, যে গাছ ফল দেয়, সেই গাছেই ঢিল পড়ে সব চেয়ে বেশি? কথাটা শুনে দেব হেসে বললেন, "ঢিল খেয়ে-খেয়েই তো এই শক্ত শরীরটা বানিয়েছি!"

তাই কবির কথা ধার করে আবারও বলতে হয়, 'মনে রে তাই কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে'।



■ ফোটোশুটে রুক্মিণী



সর্বেন্দ্র, মদ ও আমি

উত্তমকুমারের পরে তাঁর জীবনে আর এক পুরুষের নাম সর্বেন্দ্র সিংহ। কিন্তু সর্বেন্দ্রও ছিলেন বিবাহিত। তার উপর সর্বেন্দ্রর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল মদ। আনন্দলোক-এর জন্য লেখা আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** ফিরলেন তাঁর প্রেমজীবনে। এবার **পঞ্চম পর্ব**

উত্তমদা আর সৌমিত্রদার বন্ধুত্ব দিয়ে শেষ করেছিলাম গত সংখ্যার লেখা। দু'জনেই দিকপাল ছিলেন এবং দু'জনের থেকেই অভিনয় সংক্রান্ত আমি অনেককিছু শিখেছি। রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকলেও, এই দু'জনের মধ্যে আর কোনও বিষয় নিয়ে রেষারেষি ছিল না। অনেকেই বলে

থাকেন তাঁদের মধ্যে প্রফেশনাল রাইভালরি ছিল, কিন্তু আমার সেটা কখনও মনে হয়নি। আমি তো দু'জনেরই ক্লোজ় ছিলাম। বরং এরকমও শুনেছি যে সৌমিত্রদা যেহেতু সত্যজিৎ রায়ের বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, উনি নিজেই সত্যজিৎ রায়কে বলতেন উত্তমদাকে নিয়ে কাজ করতে। তবে যাঁরা সত্যজিৎ বাবুকে চেনেন তাঁরা জানেন, উনি নিজের মন ছাড়া আর কারও কথা শুনতেন না। ওঁর যেটা মনে হবে সেটাই ঠিক। তাই তো আমার সঙ্গে একাধিক আলাপের পরেও আমাকে নিয়ে উনি কখনও কাজ করেননি। হয়তো ওঁর মনে হয়েছিল আমি ওঁর ছবিতে ফিট করব না। যদিও উনি আর ওঁর স্ত্রী আমার খুব প্রশংসা করতেন। যখনই দেখা হত তখনই বলতেন আমার মতো নাকি অভিনেত্রী হয় না। অথচ আমাকে কাজে নিতেন না! আর এক দিকপাল পরিচালক মৃণাল সেন। ওঁর সঙ্গে আমি দুটো ছবি করেছিলাম কিন্তু তারপর থেকে উনি আর আমাকে কাস্ট করেননি। আর একজন ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। অতিরিক্ত মদ্যপান করে



উত্তমকুমারের সঙ্গে স্টুডিয়ো রুমে

> সর্বেন্দ্র তো রাগ প্রকাশ করে রাতে বাড়ি চলে যেতেন কিন্তু পরেরদিন ভোরবেলায় ঠিক চলে আসতেন। তারপর আমার হাত-পা ধরে বাচ্চাদের মতো ক্ষমা চাইতেন। ওঁর আমাকে মারের মধ্যে একটা স্নেহ লুকিয়ে ছিল।

নিজের জীবনটা শেষ করে দিলেন। আমার সঙ্গে একটা ছবিতে কাজের কথা হয়েছিল কিন্তু তার আগে উনি মারা গেলেন। মদ্যপান করে নিজের জীবনটা শেষ করেছিলেন আর একজনও, আমার মনের মানুষ সর্বেন্দ্র সিংহ।

সর্বেন্দ্রর মারের মধ্যেও ছিল স্নেহ

সর্বেন্দ্রর কথা আপনাদের আগেই বলেছি। উত্তমদার পাশাপাশি উনিই ছিলেন আমার ভালবাসার মানুষ। ওঁর সঙ্গে আলাপ, প্রেমপর্ব, এগুলো নিয়ে আগেই বলেছি। ওঁকে উত্তমদাও কীরকম হিংসে করতেন সেই গল্পও শুনিয়েছি। আসলে সর্বেন্দ্রর উপর মানসিকভাবে পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম। সর্বেন্দ্র বিবাহিত ছিলেন। উনি কিন্তু প্রথমেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন উনি আমাকে কখনও বিয়ে করতে পারবেন না। আর আমিও যেরকম মেয়ে, আমি কখনও কারও সংসার ভাঙতে চাইতাম না। না হলে তো উত্তমদার সঙ্গেই বিয়েটা করে নিতাম! সর্বেন্দ্র আমাকে সবরকমভাবে সামলাতেন। আমার ট্যাক্সের কাগজ ঠিক করা থেকে শুরু করে পুজোতে কাকে কী উপহার দেব, সব সর্বেন্দ্রর তদারকিতেই হত। বাবা মারা যাওয়ার পর ওঁর উপর আমার নির্ভরশীলতা আরও দশগুণ বেড়ে যায়। তবে সর্বেন্দ্রর সঙ্গে ঝগড়াও হত। এক তো আপনাদের আগেই বলেছি, উনি প্রচণ্ড পরিমাণে মদ্যপান করতেন। সকাল, বিকেল, রাত, মদ খাওয়ার জন্য ওঁর আলাদা কোনও সময় ছিল না। আর এই নিয়ে আমি খুব রেগে যেতাম। এছাড়া ওঁর সঙ্গে আমার আর একটা সমস্যা হত আমাদের লাইফস্টাইল নিয়ে। উনি ছিলেন ব্যবসায়ী বাড়ির ছেলে। আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির আদব-কায়দার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। আমাদের ইচ্ছে না থাকলেও অনেক পার্টিতে যেতে হয়। মুখ দেখানোর জন্য হলেও যেতে হয়। আমি কিন্তু সর্বেন্দ্রকে বারবার বলতাম আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সর্বেন্দ্র একটু লাজুক স্বভাবের ছিলেন। উনি বাড়িতে বসে আমার সঙ্গে গল্প করতে পছন্দ করতেন। এটা বুঝতেন না যে ওই পার্টিগুলো অ্যাটেন্ড করা আমার কাজের অংশ। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব ঝামেলা হত। উনি নিজেও পার্টিতে যেতে চাইতেন না আবার আমাকে একাও ছাড়তেন না। এমন কিন্তু নয় যে আমি কোনওদিন পার্টিতে গিয়ে অতিরিক্ত মদ্যপান করেছি বা মাতলামো করেছি। তাই আমার খুব রাগ হত। আমার বাবা বেঁচে থাকতেও অতটা শাসন করতেন না যতটা সর্বেন্দ্র করতেন। ঝগড়া থেকে শুরু হত মার। পার্টিতে যেতে চাইতাম বলে ওঁর হাতে যে কত মার খেয়েছি! আমার যে নবম দিদি ছিলেন যাঁকে আমি সোনাদি বলতাম, তিনি তো আমার সঙ্গেই থাকতেন। সর্বেন্দ্রকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু সর্বেন্দ্র যখন আমার গায়ে হাত তুলতেন তখন দিদি ওঁর উপর খুব রেগে যেতেন। আর আমি শুধু কাঁদতাম। সর্বেন্দ্র তো রাগ প্রকাশ করে রাতে নিজের বাড়ি চলে যেতেন কিন্তু পরেরদিন ভোরবেলায় ঠিক চলে আসতেন। তারপর আমার হাত-পা ধরে বাচ্চাদের মতো ক্ষমা চাইতেন। আমি উপলব্ধি করতাম যে ওঁর আমাকে মারাটা ঠিক নয়, কিন্তু আসলে ওঁর মারের মধ্যে একটা স্নেহ লুকিয়ে ছিল। উনি হয়তো ভাবতেন পার্টিতে কেউ যদি আমার দিকে খারাপভাবে তাকান বা



আসা সম্ভব ছিল না। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল মা হওয়ার। সন্তানকে কোলে করে মানুষ করার। কিন্তু আমার ভাগ্য, উত্তমদা আর সর্বেন্দ্র দু'জনেই বিবাহিত ছিলেন! সর্বেন্দ্রর এক দিদি থাকতেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে। উনি একজন বাঙালিকে বিয়ে করেছিলেন। জামাইবাবুকে আমরা বঙ্কিদা বলে ডাকতাম। একমাত্র এই দিদি-জামাইবাবু-ই আমার আর সর্বেন্দ্রর সম্পর্কের কথা জানতেন। ওঁরা খুবই ভাল মানুষ ছিলেন এবং আমাদের সম্পর্কটা মেনেও নিয়েছিলেন। আমরা প্রায়ই একে-অপরের বাড়িতেও যাতায়াত করতাম। সর্বেন্দ্রর অতিরিক্ত মদ্যপান যখন কিছুতেই কন্ট্রোলে আনতে পারছিলাম না, তখন আমি দিদি-জামাইবাবুর দ্বারস্থ হই। কিন্তু ওঁদের বারণও সর্বেন্দ্র শুনতেন না। একদিন পার্ক স্ট্রিট হয়ে ফিরছিলাম। আমার একটা শো

■ 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এ মনোজ মিত্রের সঙ্গে

> সর্বেন্দ্র বলতেন আমাকে উনি আগলে রাখবেন কিন্তু সংসার করতে পারবেন না। কারণ ওঁর পক্ষে স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে আসা সম্ভব ছিল না।

খারাপভাবে আমাকে স্পর্শ করেন। আর সত্যি তো উনি তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মানুষ ছিলেন না, তাই ওঁর পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব ছিল না যে পার্টিতে যাওয়াটা আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে।

মদের নেশায় এক অন্য মানুষ হয়ে যেতেন সর্বেন্দ্র

সর্বেন্দ্রর মতো মানুষ হয় না। ওঁর মন যেরকম উদার ছিল ঠিক সেরকমই ছিল ওঁর কথার দাম। উনি একবার যেটা বলে দিতেন তার অন্যথা হত না। আমার নবমদি মানে সোনাদি আমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর উনি ছাড়া আমার আর তেমন কেউ নিজের ছিলেন না। উনি তাই একাধিকবার সর্বেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে আমাকে নিয়ে উনি সংসার করেন। কিন্তু সর্বেন্দ্র বরাবর বলতেন আমাকে উনি সবসময় আগলে রাখবেন কিন্তু সংসার করতে পারবেন না। কারণ প্রথমদিনেই উনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ওঁর পক্ষে স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে



■ নাটকের মঞ্চে অনুপকুমারের সঙ্গে



■ ভানু বন্দোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে শুটিং ফ্লোরে

> আমি উপলব্ধি করি, সর্বেন্দ্রকে সঠিক রাস্তায় ফেরাতেই হবে। আমি সর্বেন্দ্রকে খুব শান্তভাবে বলি ওঁকে মদ ছাড়তেই হবে, না হলে আমি ওঁর সঙ্গে থাকব না। সেই সময় উনি আমার সঙ্গে ওঁর জীবনের কিছু সিক্রেট শেয়ার করেন।

ছিল আর সর্বেন্দ্র আমাকে পিকআপ করতে গিয়েছিলেন। গাড়ির মধ্যেই উনি মদ্যপান শুরু করেন। আমি ওঁকে অনুরোধ করি বাড়ি ফিরে তারপর খেতে। কিন্তু মদ সামনে থাকলে উনি পাগলের মতো হয়ে যেতেন। আমার কথা অগ্রাহ্য করে উনি বোতল থেকে সোজা জলের মতো ঢকঢক করে মদ খেতে থাকেন। আমি জোর করে সর্বেন্দ্রর হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিই। সেই রাগে উনি চলন্ত গাড়ি থেকে দরজা খুলে ঝাঁপ দেন! আমি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে রাস্তায় নেমে সর্বেন্দ্রকে ডাকতে থাকি। পার্ক স্ট্রিটের মাঝরাস্তায় এই ঘটনা ঘটছে। কিন্তু সর্বেন্দ্র যেন আমার ডাক শুনতেই পেলেন না। উনি পিছন ফিরে রাস্তা দিয়ে সোজা হেঁটে চলে গেলেন। সেদিন আমি উপলব্ধি করি, সর্বেন্দ্রকে সঠিক রাস্তায় ফেরাতেই হবে। আমি পরেরদিন বাড়িতে সর্বেন্দ্রকে খুব শান্তভাবে বলি ওঁকে মদ ছাড়তেই হবে, না হলে আমি ওঁর সঙ্গে থাকব না। সেই সময় উনি আমার সঙ্গে ওঁর জীবনের কিছু সিক্রেট শেয়ার করেন। ওঁর জীবনে কাছের কিছু মানুষ ওঁকে ঠকিয়েছিলেন। সেই সমস্ত দুঃখ ভুলতেই নাকি মদের সাহায্য নেন সর্বেন্দ্র। আমি ওঁকে বোঝাই যে অতীতের জন্য বর্তমানটা উনি নষ্ট করতে পারেন না। আর আমি ছিলাম ওঁর বর্তমান। হতে পারে আমি ওঁর স্ত্রীর জায়গা নিতে পারব না, কিন্তু দ্বিতীয় নারী হিসেবে তো আমার একটা জায়গা ছিল। ওঁকে এও বলি, উনি যদি এরপরও মদ্যপান করেন তাহলে আমি খাবার খাব না। উনি আমাকে সিরিয়াসলি নেননি। আমিও টানা পাঁচদিন শুধু জলপান করেই ছিলাম। পঞ্চমদিনে শুটিং ফ্লোরে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সর্বেন্দ্র আমাকে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন মদ আর স্পর্শ করবেন না। এরপর থেকে উনি আমার থেকে আড়াল করে মদ খেতে শুরু করেন। এরইমধ্যে ওঁর শরীর খারাপ হতে লাগল। অসহ্য পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। প্রথমে আমাকে কিছু জানাননি, কিন্তু একদিন ওঁর সেই দিদি-জামাইবাবুর থেকে আমি জানতে পারি। সর্বেন্দ্রকে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। যদিও উনি গোঁ ধরে বসেছিলেন যে ডাক্তারের কাছে যাবেন না, আমি আমার মাথার দিব্যি দিয়ে ওঁকে নিয়ে যাই। আর ডাক্তারখানায় গিয়ে আমি জানতে পারি সর্বেন্দ্রর... .

ক্রমশ...



স্বামী কুণালের সঙ্গে পূজা

প্রযোজককে অপহরণ নায়িকার!

প্রযোজক **শ্যামসুন্দর দে**-কে নাকি অপহরণ করেন নায়িকা **পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়**! সত্যিটা কী? জানার চেষ্টায়

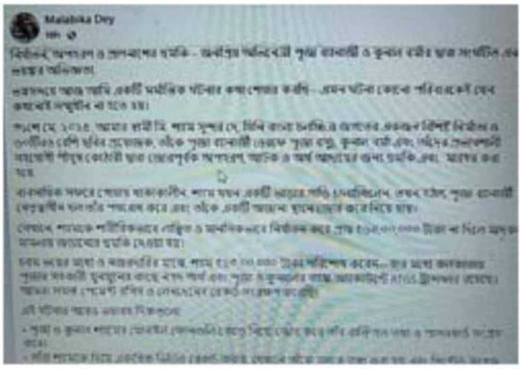
আসিফ সালাম

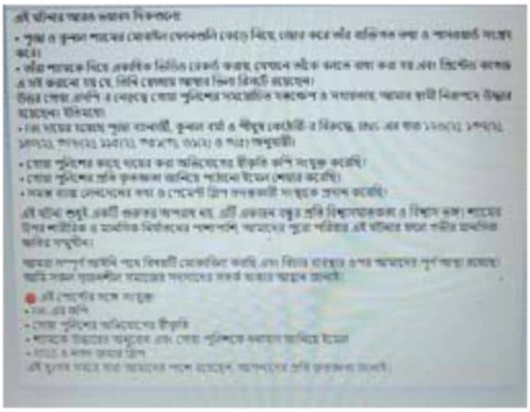
মে মাসের মাঝামাঝি ব্যবসায়িক সফরে গোয়া গিয়েছিলেন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠিত প্রযোজক শ্যামসুন্দর দে। 'যদি লভ দিলে না প্রাণে', 'হারকিউলিস', 'কাট মুন্ডু', 'আসছে বছর আবার হবে'-সহ একাধিক ছবি প্রযোজনা করেছেন শ্যামসুন্দর। ৩১ মে গোয়াতে একটি ভাড়ার গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছিলেন তিনি আর সেই সময়ই নাকি তাঁকে অপহরণ করা হয়। অভিযোগ, যিনি এই অপহরণ করেন, তিনি বাংলা সিনেমার একসময়কার জনপ্রিয় নায়িকা পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়! সঙ্গে নাকি ছিলেন পূজার স্বামী কুণাল বর্মা ও তাঁর প্রভাবশালী বন্ধু পীযূষ কোঠারি। এতক্ষণ অবধি শুনে মনে হবে এটা হয়তো নতুন কোনও বাংলা ছবির প্লট। তবে আদতে এটা কোনও সিনেমার গল্প নয়, এমন অভিযোগ এনেছেন শ্যামসুন্দর দে-র স্ত্রী মালবিকা দে। কয়েকদিন আগে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মালবিকা লেখেন: '৩১শে মে ২০২৫, বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এক অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত নাম, প্রযোজক শ্যামসুন্দর দে-কে জঘন্যভাবে অপহরণ, অবরুদ্ধ ও আর্থিকভাবে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে। যাঁরা এই অপরাধের পিছনে রয়েছেন, তাঁরা আর কেউ নন—অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায় (অর্থাৎ পূজা বসু), তাঁর স্বামী কুণাল বর্মা এবং পীযূষ কোঠারি।' এই ঘটনাটি সমগ্র টলিউডকে নাড়িয়ে দেয়। একটা সময় 'মাচো মস্তানা', 'চ্যালেঞ্জ ২', 'হইচই আনলিমিটেড', 'বিবাহ অভিযান'-এর মতো জনপ্রিয় বাংলা ছবিতে দেখা গিয়েছে পূজাকে। এছাড়া 'পাপ' ও 'ক্যাবারে'র মতো বাংলা ওয়েবসিরিজ়েরও প্রধান মুখ ছিলেন তিনি। তাই সেই নায়িকা যে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন, এটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরপর মাঠে নামেন পূজা। জানা যায়, অনেকদিন ধরে শ্যামসুন্দর নাকি পূজা ও তাঁর স্বামীকে ঠকিয়ে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নেন। তাঁরা নাকি শ্যামসুন্দরের জন্য সর্বস্ব হারিয়েছেন। তাই কি এই অপহরণ? সদুত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে যেটা জানা গিয়েছে তা হল স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে গোয়াতে ঘুরতে গিয়েছিলেন শ্যামসুন্দর। স্ত্রী এবং মেয়ে ফিরে আসেন এবং শ্যামসুন্দর কাজের জন্য থেকে যান। প্রযোজকের স্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, পূজা ও কুণালের সঙ্গে তাঁর স্বামীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল ঠিকই, কিন্তু



শ্যামসুন্দর দে

ওঁরা নাকি শ্যামসুন্দরের কাছে কোনও টাকা পান না। মালবিকার কথা অনুসারে, গোয়াতে তাঁর স্বামীকে অপহরণ করার পরে পূজারা নাকি শ্যামসুন্দরের কাছে ৬৪ লাখ টাকা চেয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নাকি একাধিক ভাড়াটে গুন্ডাও ছিল। টাকা না দিলে তাঁকে মাদক মামলায় ফাঁসানো হবে এমন হুমকিও নাকি দেওয়া হয়। তাঁকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনাও করা হয়। শ্যামসুন্দরকে নাকি জোর করে তাঁর ফোন ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেস করানো হয়। চরম ভয় ও মানসিক





■ শ্যামসুন্দরের স্ত্রী মালবিকার বক্তব্য

চাপে পড়ে তিনি ২৩ লক্ষ টাকা কলকাতায় পূজার সহকারী মুনমুনের কাছে RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে পাঠান। মালবিকা গোয়া পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরে, এসপি নর্থ গোয়ার নেতৃত্বে শ্যামসুন্দরকে নাকি উদ্ধার করা হয়। শোনা যাচ্ছে, পূজা, কুণাল ও পীযূষের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় (১২৬(২), ১৩৭(২), ১৪০(২), ৩০৮(২), ১১৫(২), ৩৫১(৩), ৬১(২), ৩(৫)) অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, হতে পারে শ্যামসুন্দর পূজাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু তাই বলে



From: Malabika Dey <malabika28dey@gmail.com>
Date: 4 June 2025 at 10:24:26 PM IST
To: spn-pol.goa@nic.in
Cc: dgpgoa@goapolice.gov.in
Subject: Re: " MISSING PERSON COMPLAINT" of my Husband SHYAM SUNDER DEY

Respected Rahul Gupta Sir ,
SP North Goa
Goa

Dear Sir,

Further to the email below, I would like to thank you for your intervention. My husband has been rescued by your team and now kept at Hotel Casa De Kaston, north Goa under your surveillance till we arrive tomorrow morning.

Also please note, **my husband's one of the mobile phone which was taken away by the accused(s) has still not been returned. As per Mr Kunal Verma's statement in front of your enforcement officer, the phone is travelling with Mrs Puja Banerjee in Mumbai.** I am conscious that the data in the phone may be misused against my husband. I would like to keep this on record for any future reference and arrange the return of the same asap.

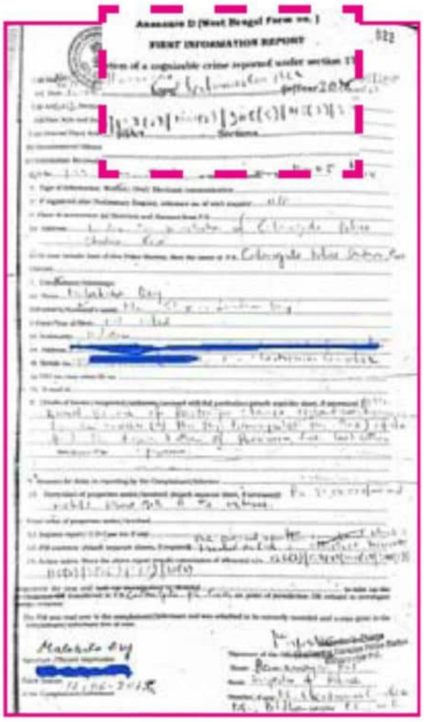
An online complaint (FIR) has been lodged at the Saligaon PS, Goa under reference no 38246376352. The hard copy and other formalities will be completed by us and our legal advisor tomorrow.

Do let me know if I could personally come and meet you along with my husband at your convenience tomorrow.

Once again thank you for your support.

Kind Regards
Malabika Dey

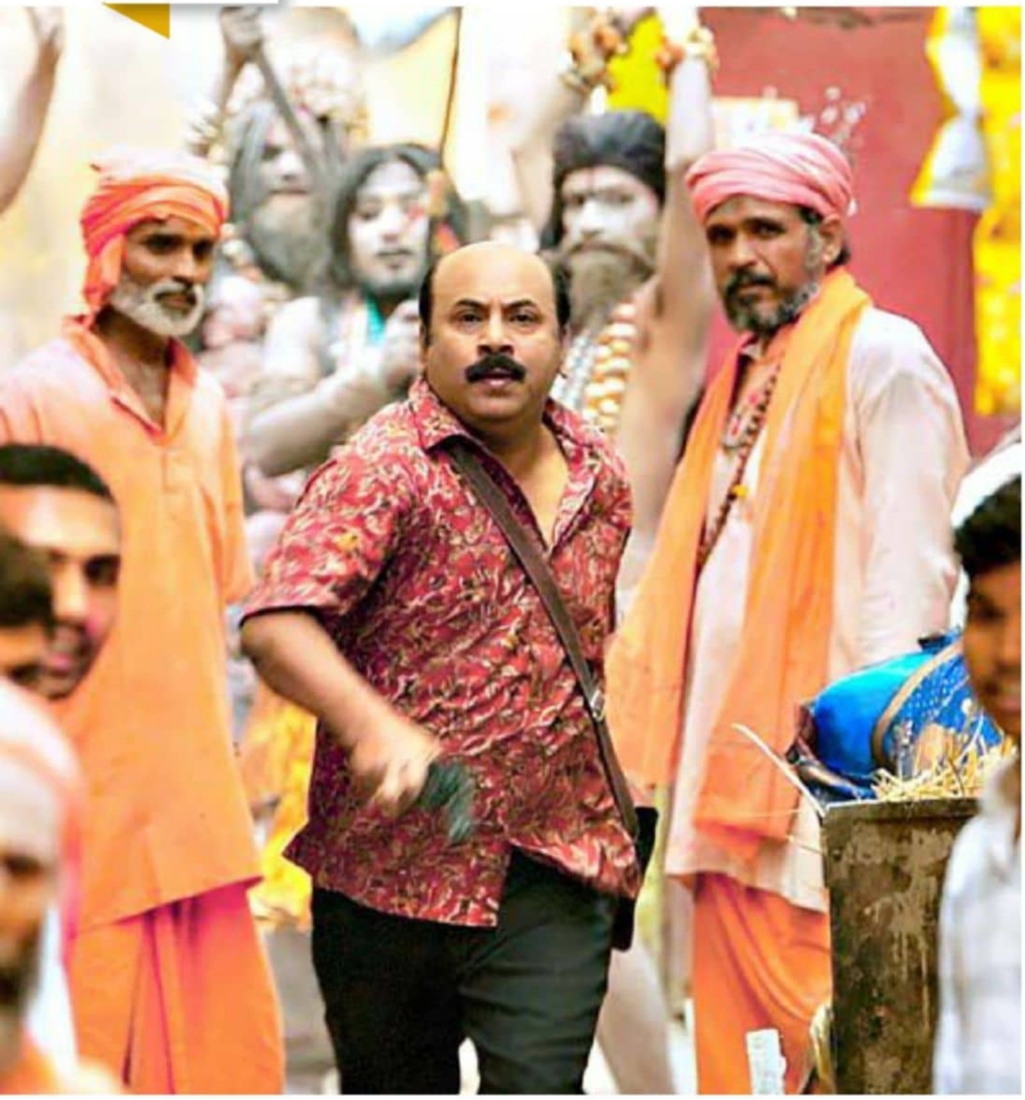
■ এসপি নর্থ গোয়াকে মালবিকার পাঠানো ইমেল



■ অভিযুক্তের নামে এফআইআর কপি

কি পূজা অভিযুক্তকে অপহরণ করতে পারেন? তিনি তাঁর নামে পুলিশে অভিযোগ করলেন না কেন? এমনিতে শ্যামসুন্দরের নামে ২০১৯-এ একটি মামলা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের মথুরায় লগ্নি সংস্থার ব্যবসা ফেঁদে লোক ঠকানোর অভিযোগ করা হয় শ্যামসুন্দরের নামে। সেই সময় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, মথুরার

আদালত থেকে যে দু'জনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর মধ্যে অন্যতম শ্যামসুন্দর। তারপর থেকেই তিনি নাকি বেপাত্তা হয়ে যান! তবে শ্যামসুন্দরের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়, "আমি আইন মেনে চলি। আমার বিরুদ্ধে যা-যা অভিযোগ উঠেছে আমি উচ্চ আদালতে তা নিয়ে লড়াই করছি। সব মিলিয়ে দু'লক্ষ ১২ হাজার টাকা ফেরত না-দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আমি যাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম, তাঁদের ৯৯ শতাংশ টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি।" ২০১৯-এর এই ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা সময়ই বলবে। তবে জানা যায়, শ্যামসুন্দর একটা সময় ঠান্ডা পানীয় এবং রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা করেছেন এবং সেই টাকাই নাকি ছবি প্রযোজনায় বিনিয়োগ করতেন। সেই সময় প্রায়ই বড় হোটেলে পার্টি দিতেন শ্যামসুন্দর যেখানে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির এক নায়িকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথাও শোনা যেত সেই সময়। লন্ডনে বিশ্বকাপ ক্রিকেট দেখতে যাওয়া, বিজ়নেস ক্লাসে বিদেশ ঘুরতে যাওয়া, শ্যামসুন্দর পরিচিত ছিলেন তাঁর রাজকীয় মেজাজের জন্য। গোটা বিষয়টা আদালতে মামলাধীন, তাই আপাতত পূজা ও শ্যামসুন্দর দুই পক্ষেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন।



■ এখনও অবধি এবছরে মুক্তি পাওয়া বাংলা ছবির মধ্যে এগিয়ে 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'

বাংলা ছবির রিপোর্ট কার্ড

বছরের প্রায় মাঝামাঝি পর্বে এসে দাঁড়িয়েছি। এখনও অবধি মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলো কেমন পারফর্ম করল? ছবির মুক্তি ঘিরে উঠে এল একাধিক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। রিপোর্ট করছেন **আসিফ সালাম**

দৃশ্য ১: শহরের এক মাল্টিপ্লেক্সে একটি বাংলা ছবি চলছে। বাংলার প্রথম সারির তারকা জুটি ও এক কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছবির মুখ্য চরিত্রে। কিন্তু খটকা লাগল, হলের ভিতর ঢুকে। প্রথমত, ওই শো-টি ছাড়া শহরের বাকি সব মাল্টিপ্লেক্স এবং সিঙ্গল স্ক্রিনে ওই ছবির শো প্রায় জনবিহীন! তাহলে হঠাৎ একটি শো-তে এত ভিড় কেন? অবশ্য, খটকা লাগার বোধহয় আরও কিছুটা বাকি ছিল। হলের ভিতরে গিয়ে বোঝা গেল, যাঁরা হল ভরিয়েছেন, তাঁরা মোটেও মাল্টিপ্লেক্স ক্রাউড নয়। যদিও 'মাস' ও 'ক্লাস' দর্শকের বিভাজন ক্রমেই ঘুচছে, তবুও খরচের নিরিখে মাল্টিপ্লেক্স এখনও অনেক মধ্যবিত্তেরও ধরাছোঁয়ার বাইরে! ছবির হাফ টাইমে ওয়াশরুমে গিয়ে দু'-তিনজন দর্শকের কথাবার্তা কানে আসতেই আশঙ্কা সত্যি হল। তাঁরা বলাবলি করছেন, রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর অফিস থেকে নাকি বিনামূল্যে টিকিট বিলি করা হয়েছে! যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বিনামূল্যেই ছবি দেখতে এসেছেন। জনৈক দর্শক নাকি একাধিক দিন সিনেমাটি দেখতে আসছেন। কোনওদিন মা-কে নিয়ে, কোনওদিন বান্ধবীকে নিয়ে। কাঠফাটা গরমে মাল্টিপ্লেক্সে বসে খানিক আরাম, সঙ্গে ছবি দেখা...দুই-ই হচ্ছে।

দৃশ্য ২: দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত সিঙ্গল স্ক্রিনের পাশেই ঝুপড়ি অঞ্চল। খেয়াল করলে দেখা গেল, একটি বাংলা ছবি চলাকালীন প্রায় প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ের



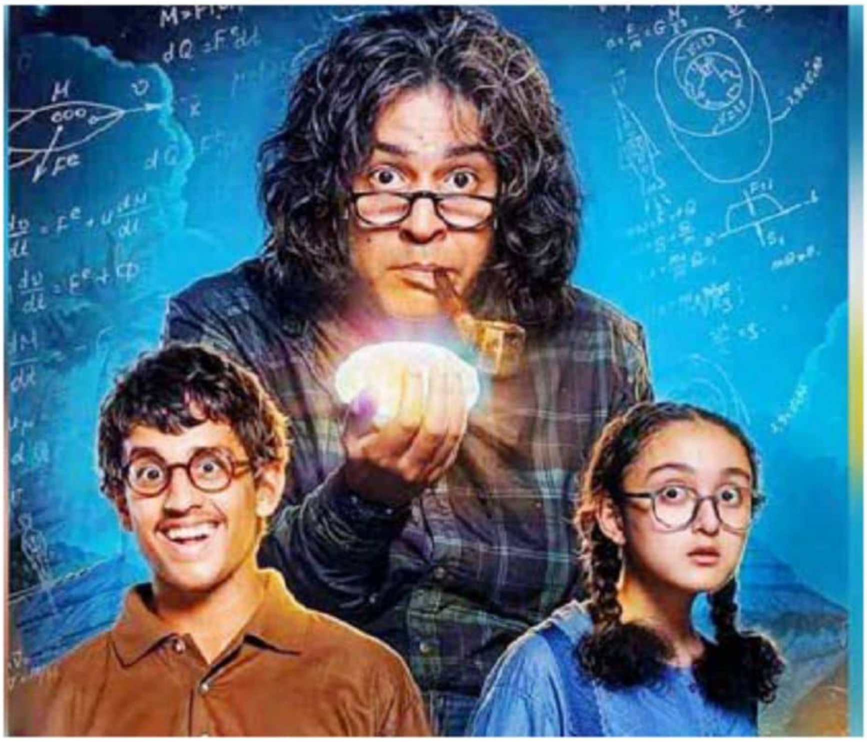
■ 'আমার বস'

পর সেই অঞ্চলটি খালি হয়ে যেত। এবং সেখানকার বাসিন্দারা ভিড় জমাতেন ওই হলে। জানা গেল, সেই অঞ্চলেও নাকি বিনামূল্যে টিকিট বিলি করা হয়েছে, যাতে দেখানো যায় ছবিটি হাউজ়ফুল। এমনকি তাঁদের হাতে টিকিটের সঙ্গে চিপস-সফট ড্রিঙ্কস খাওয়ার জন্য হাতখরচাও দেওয়া হয়!

দৃশ্য ৩: একটি মাল্টিস্টারার বাংলা ছবির সাকসেস পার্টি ঘটা করে আয়োজিত হল শহরে। ধরেই নেওয়া যায়, যে ছবির সাকসেস পার্টি হচ্ছে, সেই ছবি দেখতে হল ভরাবেন দর্শক। কিন্তু ঠিক তার দু'দিন পরেই দক্ষিণ কলকাতার একটি সিঙ্গল স্ক্রিন হলের বাইরে দেখা গেল একদম উল্টো চিত্র! জনা পাঁচেক লোক হলের বাইরে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের বিনা টিকিটেই নাকি হলে ঢুকতে বলা হয়। বলা হয়, মিনিট দশেক মতো সিনেমা চলবে। তারপর আর দু'জন মতো এলে ছবিটি পুরো চালানো হবে, না হলে তাঁদের দশ মিনিট পরে বেরিয়ে যেতে হবে। একদিকে ছবির সাফল্য উদ্‌যাপনের সাকসেস পার্টি হচ্ছে, অন্যদিকে সেই ছবি দেখতেই হলে নাকি পাঁচ জন দর্শক। মেলানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

দৃশ্য ৪: এটি বেশ কমন দৃশ্য একাধিক বাংলা ছবির ক্ষেত্রে। অনলাইন সাইটে টিকিট বুক করতে গেলে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ সিট ফুল, অথচ হলে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সব সিট ফাঁকা! সিঙ্গল স্ক্রিনের বাইরে হাউজ়ফুল বোর্ড ঝুললেও ভিতরে দর্শক কই? সাম্প্রতিককালে বহু চর্চিত সাহিত্য নির্ভর একটি তারকাখচিত ছবির ক্ষেত্রেও এমন অভিযোগ উঠেছিল।

প্রতিবেদনের শুরুটা পড়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, বাংলায় একাধিক ছবি তো দিব্যি ভাল ব্যবসা করছে বলে খবর। নেটমাধ্যম অনুযায়ী, গত বছরের শেষে মুক্তি পাওয়া 'খাদান'-এর গ্রস কালেকশন ২৫ কোটি (সত্যি-মিথ্যে ভগবানই জানেন)। এ বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা' ব্লকবাস্টার, এখনও অবধি গ্রস কালেকশন ন' কোটির উপরে। 'আমার বস' এর গ্রস ৪ কোটি ১৬ লাখ টাকা মতো। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে কিছু ছবি নিশ্চয়ই ব্যবসায়িকভাবে সফল। কিন্তু তার সঙ্গে উপরের চারটি ঘটনা ও আরও বেশ কিছু খবরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে, যে ছবিকে সফল বলা হচ্ছে, আদৌ তা মানুষ হলে গিয়ে দেখছেন কি? দক্ষিণ ও বলিউডের মতো বাংলা ছবিতেও ক্রমেই বাড়ছে ব্লক বুকিং ও 'ফেক' কালেকশনের রমরমা! টিকিট বিক্রি না হলে খাতায়-কলমে ছবির ব্যবসা বাড়িয়ে



আশা জাগিয়েছে খুদেদের জন্য তৈরি 'পক্ষীরাজের ডিম'



'সোনার কেল্লায় যকের ধন' নিয়ে দর্শকের মধ্যে আগ্রহ ছিল বেশ

এ বিষয়ে সংশয় নেই যে কিছু ছবি নিশ্চয়ই ব্যবসায়িকভাবে সফল। কিন্তু তার সঙ্গে বেশ কিছু খবরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে, যে ছবিকে সফল বলা হচ্ছে, আদৌ তা মানুষ হলে গিয়ে দেখছেন কি? দক্ষিণ ও বলিউডের মতো...

দেখানোয় আখেরে লাভ হচ্ছে কাদের?

বলিউডের ছকেই বাংলাতেও হচ্ছে ব্লক বুকিং?

এ বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আমার বস', 'মায়ানগর', 'পুরাতন', 'গৃহপ্রবেশ', 'অঙ্ক কী কঠিন', 'সোনার কেল্লায় যকের ধন', 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা', 'কিলবিল সোসাইটি', 'এই রাত তোমার আমার', 'দুর্গাপুর জাংশন', 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই,', 'আড়ি', 'শ্রীমান ভার্সেস শ্রীমতী' ইত্যাদি। ডিস্ট্রিবিউটর শতদীপ সাহার মতে, "ছবিগুলির মধ্যে 'আমার বস', 'দ্য একেন' ও 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' সবচেয়ে ভাল চলেছে।" সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ছবিগুলির মধ্যে 'পক্ষীরাজের ডিম', 'রবীন্দ্র কাব্য রহস্য' প্রশংসিত। কিন্তু প্রশ্ন এখানে শুধু বাণিজ্যিক সাফল্যের নিরিখে নয়। প্রায় সব ছবিকেই এখন 'সফল' বলে দাবি করা হয়। ছবি মুক্তির দিন দুয়েক যেতে



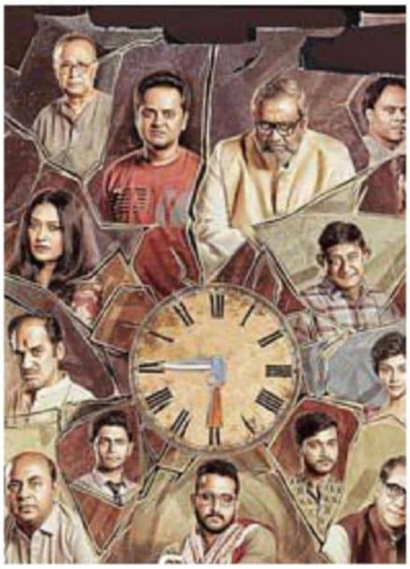
■ ‘শ্রীমান ভার্সেস শ্রীমতি’-তে মিঠুন চক্রবর্তী ও অঞ্জন দত্তের মতো তারকা থাকলেও ছবির ব্যবসা অ্যাভারেজ



■ ‘এই রাত তোমার আমার’-এ জুটি বাঁধেন অপর্ণা সেন ও অঞ্জন দত্ত

বলিউড ও প্যান ইন্ডিয়ান একাধিক বড় ছবির প্রযোজক নাকি ট্রেড অ্যানালিস্টদের ‘প্রভাবিত’ করেন তাঁদের ছবি সম্পর্কে ‘ভাল’ রিভিউ দিতে। প্রযোজক ও ট্রেড ফিগার যেমন মাঝে মাঝে আলাদা হয়, তেমনই একাধিক ট্রেড অ্যানালিস্টের দেওয়া বক্স অফিস ফিগারও আলাদা হয়েছে।

না যেতেই আয়োজিত হয় সাকসেস পার্টি। কিন্তু সবক’টি ছবি আদতে টিকিট কেটে দেখতে যাচ্ছেন কতজন তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এ প্রসঙ্গে অনেকেই তুলনা টানছেন দক্ষিণী ও বলিউড ইন্ডাস্ট্রির। বছর সাত-আটেক আগেও দক্ষিণে তেলুগু ছাড়া বাকি তিনটি ইন্ডাস্ট্রির কোনও অথেন্টিক বক্স অফিস কালেকশন দেওয়ার চল সেভাবে ছিল না। তবে এখন সেই প্রথা বদলেছে। এখন চারটি ইন্ডাস্ট্রিই বক্স অফিস কালেকশন প্রকাশ্যে আনে। দক্ষিণের অনেক ছবিই ব্যবসার অঙ্ক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখায়। একই প্রথা রয়েছে বলিউডেও। শোনা যায়, করণ জোহর বলিউডে ব্লক বুকিংয়ের স্রষ্টা! তবে, দক্ষিণের একটি ছবি যদি ১০০০ কোটির ব্যবসা করে, তা ‘ফেক’ হলেও কতটা কম হবে? ব্লক বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজক ছবির বাজেটের একটি অংশ নাকি ধরেই রাখেন বেশ কিছু শোয়ের সব টিকিট কেটে নেওয়ার জন্য। অতএব, বাইরে হাউজ়ফুল বোর্ড ঝুললেও হলের ভিতর খালি। বলিউড ও প্যান ইন্ডিয়া ছবির ক্ষেত্রে দু’ধরনের ব্যবসার অঙ্ক সামনে আসে: প্রডিউসারস ফিগার ও ট্রেড ফিগার। অর্থাৎ, ছবির প্রযোজকরা প্রতিদিনের নিরিখে ছবির মোট (গ্রস ও নেট) ব্যবসার বক্স অফিস অঙ্ক শেয়ার করেন। আর ট্রেড বিশেষজ্ঞরা দেন আর একটি অঙ্ক। ‘স্যাকনিল্ক’ বলে একটি বক্স অফিস মাপক সংস্থা রয়েছে যারা প্রতিদিনের নিরিখে, প্রতিটি অঞ্চলের নিরিখে বক্স অফিসের তথ্য তুলে ধরে। শোনা যায়, বলিউড ও প্যান ইন্ডিয়ান একাধিক বড় ছবির প্রযোজক নাকি ট্রেড অ্যানালিস্টদের ‘প্রভাবিত’ করেন তাঁদের ছবি সম্পর্কে ‘ভাল’ রিভিউ দিতে। প্রযোজক ও ট্রেড ফিগার যেমন মাঝে মাঝে আলাদা হয়, তেমনই একাধিক ট্রেড অ্যানালিস্টের দেওয়া বক্স অফিস ফিগারও অনেক বড় ছবির ক্ষেত্রে আলাদা হয়েছে। দু’জন ট্রেড বিশেষজ্ঞের মধ্যে ব্যবসায়িক অঙ্কের ফারাক



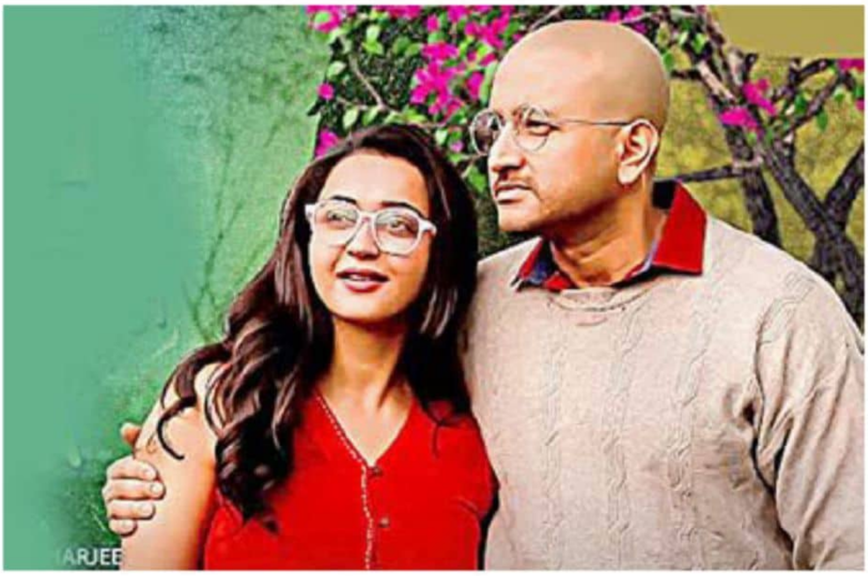
■ ‘সত্যি বলতে সত্যি কিছু নেই’-এর পোস্টার

হবেই বা কেন? বক্স অফিসের হিসেবকে প্রভাবিত করার মূল উদ্দেশ্য কী? দ্বিতীয়টির উত্তর অবশ্যই দর্শকের মনে ধারণা তৈরি করে দেওয়া যে ছবিটি দারুণ ব্যবসা করছে। এবং, প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা। ‘পুষ্পা ২’এর সাফল্যের পর রাম চরণের ‘গেম

চেঞ্জার' প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়ে যে অবাস্তব বক্স অফিস ফিগার সামনে এনেছিল, তা মোটামুটি সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন। একই ভাবে, হিন্দিতে সাম্প্রতিক 'ভুল চুক মাফ' থেকে 'ছাওয়া', 'হাউজ়ফুল ৫'-সহ একাধিক ছবি নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। ম্যাডক ফিল্মসের 'ভুল চুক মাফ' নিয়ে তো রীতিমতো পিভিআর মামলা করেছিল প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে। ছবিটি প্রাথমিক ভাবে হলে মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও, অপারেশন সিঁদুরের আবহে সরাসরি ওটিটি-তে রিলিজ় করানোর কথা বলে ম্যাডক ফিল্মস। পিভিআর অভিযোগ করে, অত্যন্ত খারাপ অগ্রিম বুকিংয়ের কারণেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজকদের। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে শেষমশ আবারও হলে মুক্তি পায় ছবিটি, এবং মোটামুটি ভাল ব্যবসাও করে। প্রশ্ন হল, যে ছবি দু'দিন আগেও দুর্বল অ্যাডভান্স বুকিংয়ে ধুঁকছিল, সে ছবি রাতারাতি ভাল ব্যবসা করল কী করে? মুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কীভাবে কোনও ছবিকে হিট বা সুপারহিটের তকমা দিয়ে দেওয়া সম্ভব, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। বাংলাতেও গত কয়েক বছরে ব্লক বুকিং ও ফেক কালেকশনের অভিযোগ উঠছে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে। ফেক কালেকশনের অভিযোগ থেকে রেহাই পায়নি 'খাদান'ও। ছবির টিমের তরফ থেকে দেওয়া ব্যবসার হিসেব অনুযায়ী, দু'দিন অন্তর নাকি ছবির কালেকশন এক কোটি টাকা করে বেড়ে যাচ্ছিল! বাংলার হলসংখ্যার নিরিখে এই অঙ্ক বিশ্বাস করা কঠিন।

ফ্রি টিকিটে হল ভরাচ্ছেন ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা?

টলিউডের একাধিক ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হল ভরাতে নাকি ছবির তারকাদের ফ্যান ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে আসেন তাঁরা। এবার কেউ কেউ বলতে পারেন, ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা সারা বছর তাঁদের প্রিয় তারকার জন্য গলা ফাটান। একটা ছবি তাঁরা না হয় টিকিট না কেটেই দেখলেন! কিন্তু সমস্যা হল, যেদিন যে শোয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা হল ভরাচ্ছেন, সেদিন ছবির তারকাদের হল ভিজ়িট করান নির্মাতারা। আর তারপর তারকা ও ফ্যানেদের উচ্ছ্বাসে ভরপুর 'হাউজ়ফুল' হলের ভিডিয়ো শুট করে সমাজমাধ্যমে আপলোড করা হয়। ফলে, ধারণা তৈরি হয় যে সত্যিই হল ভরাচ্ছেন দর্শক। ছবির প্রিমিয়ার, একাধিক স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং ও ফ্যান ক্লাবের জন্য শোয়ে স্বভাবতই



■ 'কিলবিল সোসাইটি'-কে সফল ছবি বলা যেতে পারে



■ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেজেন্ডারি অভিনেত্রীকে পেয়ে 'আড়ি' কি আশানরূপ সাফল্য পেল?

শোনা যায়, টলিউডে নাকি এমন একাধিক ফিনান্সার আছেন, যাঁরা প্রযোজক নন, কিন্তু আদতে টাকা ঢালছেন ছবিতে। প্রযোজকরা সামনে থাকলেও আসল এই ফিনান্সাররা নেপথ্যেই থাকেন। তাহলে কি টলিউডের...

পজ়িটিভ ফিডব্যাক পাওয়া যায়। আর এগুলোকে পুঁজি করেই ধারণা তৈরি করা হয়, ছবি দারুণ ব্যবসা করছে! এ বার প্রশ্ন হল, ছবি যদি আদতে প্রযোজকের ঘরে টাকা না তুলে দিতে পারে, তাহলে তিনি কেনই বা পরের পর ছবিতে বিনিয়োগ করবেন? শোনা যায়, টলিউডে নাকি এমন একাধিক ফিনান্সার আছেন, যাঁরা প্রযোজক নন, কিন্তু আদতে টাকা ঢালছেন ছবিতে। প্রযোজকরা সামনে থাকলেও আসল এই ফিনান্সাররা নেপথ্যেই থাকেন। তাহলে কি টলিউডের প্রযোজনায় ইদানিং বেশিরভাগই কালো টাকা ঢুকছে? কোনও প্রযোজক যদি তাঁর কষ্টার্জিত টাকা কোনও ছবিতে বিনিয়োগ করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বিনামূল্যে টিকিট দিয়ে বা ব্লক বুকিং করে হল ভরাতে চাইবেন না। কারণ, এতে আখেরে তাঁরই ক্ষতি। এবার প্রশ্ন, যিনি নেপথ্যের ফিনান্সার তিনিই বা কেন বিনিয়োগ করবেন? এখানেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিয়োর কেরামতি। বিনিয়োগকারীদের অনেকেই নাকি হলে গিয়ে বাংলা ছবি দেখেন না। অনেকে বাংলাভাষীও নন। সমাজমাধ্যমে



■ শর্মিলা ঠাকুরের নস্ট্যালজিয়া কাজ করে যায় 'পুরাতন'-এর সাফল্যের পিছনে



■ 'মায়ানগর' ছবিটি সর্বত্র প্রশংসিত হয়

পোস্ট করা ভিডিয়োয় তারকাকে নিয়ে 'ক্রেজ়' (যেটি আদতে ফ্যান ক্লাবের) দেখেই তিনিই মুগ্ধ। ফলে, তিনি পরের ছবিতেও বিনিয়োগ করেন। অবশ্য এখানে ধোঁয়াশা থেকেই যায়, নিছক কালো টাকা সাদা করতেই কি তিনি বিনিয়োগ করেন? না হলে তাঁর উপার্জনের ভাঁড়ার শূন্য হলে কেন-ই বা তিনি বিনিয়োগ করছেন?

খরা কাটিয়ে উঠছে বাংলা ছবি

ভুয়ো কালেকশন ও ব্লক বুকিংয়ের অভিযোগে বিদ্ধ হলেও কিছু ছবি কিন্তু প্রত্যাশা মতোই ভাল ফল করেছে। মূলত এপ্রিলের পর থেকে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। 'পুরাতন', 'কিলবিল সোসাইটি' নিশ দর্শকের কাছে সফল। 'আমার বস' ও 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা' উল্লেখযোগ্য সফল। 'সোনার কেল্লায় যকের ধন'ও ব্যবসা সফল। অফবিট ছবি হয়েও ভাল উপার্জন করেছে 'অঙ্ক কি কঠিন।' 'গৃহপ্রবেশ'ও ভাল ব্যবসা করছে। প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন, "আমি নিজের ছবি নিয়ে বলতে পারি, 'আমার বস' শুধুমাত্র জাতীয় মাল্টিপ্লেক্স চেন থেকে এখনও অবধি ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা রোজগার করেছে। চতুর্থ সপ্তাহের মাথায় ছবির মোট কালেকশন ৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা। আগের বছর 'বহুরূপী' জাতীয় মাল্টিপ্লেক্স চেন থেকেই রোজগার করেছিল ৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। তার চেয়ে 'আমার বস'-এর আয় কম হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায় ৯ মে, ভারত-পাকিস্তান অশান্তি শুরু হয় ওই সময়ে। একাধিক ছবি মুক্তি স্থগিত হলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিই ছবিটি রিলিজ় করার। আগের বছরই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'আমার বস'-এর। তাই, আর দেরি করতে চাইনি। ম্যাডকের 'ভুল চুক মাফ'ও প্রাথমিক ভাবে উইথড্র করে নিয়েছিল। আমাকে অনেক সিনেমা হলের মালিক বলেছিলেন, ছবিটি দেখতে দর্শক আসবে কি না, তা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান। প্রথম সপ্তাহের কালেকশন আমাদের প্রত্যাশার তুলনায় কম হয়েছিল ঠিকই, কারণ অপারেশন সিঁদুর ট্রেন্ডিং ছিল। তবে আমি যতদূর জানি, ওই সময়ে দাঁড়িয়ে সারা বছরের নিরিখে ওটাই ছিল হায়েস্ট কালেকশন। যুদ্ধের সময়েও একটা রবিবারে ১০০র উপর শো হাউজ়ফুল হলে, তা নিশ্চয়ই ভাল লাগে। 'আমার বস'-এর জন্য একাধিক হল মালিক আমাদের অনুরোধ করেন, হল ভিজ়িটের জন্য। বসুশ্রী, নজরুল তীর্থ-র মতো হল থেকে অনুরোধ করা হয়, মানুষ যেহেতু আসছেন, আমরা যদি একটু হল ভিজ়িট করি। ভাল কনটেন্ট মানুষের ভাল লাগে।" নিজের ছবির ব্যবসা নিয়ে সন্তুষ্ট পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও। বললেন, "'কিলবিল সোসাইটি' আড়াই কোটি মতো ব্যবসা করেছে। 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' দেড় কোটি টাকার মতো ব্যবসা করেছে। তবে 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' পপুলিস্ট ঘরানার ছবি নয়, নিশ দর্শকের জন্য বানানো ছবি। সেই অনুযায়ী, দেড় কোটির ব্যবসা বেশ ভাল। আর একটু প্রচার হলে আর একটু বেশি ব্যবসা হয়তো করতে পারত।" এ ধরনের ব্যবসা যেখানে আশার আলো দেখাচ্ছে, তেমনই উল্টোদিকে ব্লক বুকিং বাংলা ছবিকে প্রভাবিত করছে কি? শিবপ্রসাদ বললেন, "ব্লক বুকিংয়ের কথা আমিও শুনেছি। যদি তেমনটা হয়ে থাকে, তাহলে সিনেমার জন্য তা নিশ্চয়ই ভাল নয়। যে সিনেমা হল মালিকরা এনডর্স করছেন বিষয়টিকে, তাঁদের জন্যও খারাপ।"



■ 'দুর্গাপুর জাংশন'-এ বিক্রম চট্টোপাধ্যায়

কেন আসছেন না দর্শক?

সমস্যা হল, বাংলায় প্রযোজকের দেওয়া বক্স অফিসের অঙ্কই শেষ কথা। এখানে যেহেতু কোনও বক্স অফিস নিয়ামক সংস্থা নেই, তাই ছবির টিমের পক্ষ থেকে যে অঙ্কটি বলা হয় ও জাতীয় মাল্টিপ্লেক্স চেন থেকে যে অঙ্ক জানতে পারা যায়, তার উপর ভরসা করা ছাড়া গতি নেই। মাল্টিপ্লেক্সের কালেকশন বা অনলাইন টিকিট বিক্রির সংস্থা পরিমাপযোগ্য, কিন্তু এর বাইরে যে সিঙ্গল স্ক্রিন হল আছে শহর ও মফস্‌সল জুড়ে, সেখান থেকে ব্যবসার সঠিক হিসেব কীভাবে পাওয়া সম্ভব? প্রশ্ন হল, এতদিন পরেও কেন বাংলায় কোনও বক্স অফিস নিয়ামক সংস্থা নেই? কেন কোনও ট্রেড বিশেষজ্ঞ নেই? ধরুন, একটি ছবির মাল্টিপ্লেক্সের আয় সাত-আট লাখ টাকা। সেই ছবির মোট ব্যবসাকে যদি সাত-আটগুণ বাড়িয়ে বলা হয়, তা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য হবে না। মাল্টিপ্লেক্সের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্স অফিস ফিগার দিচ্ছে না অনেক ছবিই, এমন অভিযোগও উঠেছে। কারণ, বাংলায় সিঙ্গল স্ক্রিন হলের সংখ্যা কম। ২০২১-এর হিসেব অনুযায়ী, বাংলায় সিঙ্গল স্ক্রিনের সংখ্যা ছিল ১২০টি। সংখ্যাটি কমেছে বই বাড়েনি। দক্ষিণের সুবিধে হল, সেখানে সিনেমা হলের সংখ্যা এতটাই বেশি (সারা দেশের ৪৭ শতাংশ স্ক্রিন দক্ষিণের পাঁচটি রাজ্যে) যে মাল্টিপ্লেক্সের বাইরেও ছবির ব্যবসার বড় উৎস হল সিঙ্গল স্ক্রিন। এবং সরকারি সাহায্যও (সাবসিডি ইত্যাদি) পায় বেশিরভাগ ছবি। দক্ষিণে এমনিতেই একাধিক রাজ্যে ছবির টিকিটের দাম বেঁধে দেওয়া হয়, তা সে মাল্টিপ্লেক্স হোক বা সিঙ্গল স্ক্রিন (বড় বাজেটের ছবি ব্যতিক্রম)। এই তিনটি বিষয় অন্যতম কারণ হতে পারে দর্শক সংখ্যা কম হওয়ার জন্য। বাংলার বড় তারকাদের মফস্‌সলে ফ্যান প্রচুর। কিন্তু সেখানে সিনেমা হলই পর্যাপ্ত না থাকলে, তাঁরা ছবি দেখবেন কোথায়? দ্বিতীয়ত, মাল্টিপ্লেক্সে বাংলা ছবির টিকিটের দাম হিন্দি ছবির সমতুল্য। চেন্নাইতে যেখানে বড় বাজেটের ছবির মাল্টিপ্লেক্স মূল্য শুরু হয় ৬০ টাকার আশেপাশে, বাংলা সেখানে দামের নিরিখে অনেক এগিয়ে। 'রিজ়নেবল টিকিট প্রাইসিং' কিছু ছবির ক্ষেত্রে নিলে দর্শকও নিশ্চয়ই আসবেন। তৃতীয়ত, বাংলা ছবির অনেকগুলিই সাধারণ দর্শকের পছন্দমতো শো টাইম পায় না। বড় বাজেটের ছবিগুলি হয়তো ব্যতিক্রম, কিন্তু মধ্য বাজেটের ছবির ক্ষেত্রে হিন্দি দ্বিতীয় সারির ছবির (যেগুলি ব্যবসা সফলও হয় না) তুলনায় শো টাইম ও হল সংখ্যার নিরিখে পিছিয়েই থাকে বাংলা ছবি। আর একটি বিষয় হল, মাল্টিপ্লেক্সের আয়ের হিসেবের মধ্যে কোল্ড ড্রিঙ্ক পপকর্ন থেকে আয়ও ধরা থাকে। দেখা গিয়েছে, বাঙালি দর্শক সিনেমা দেখতে গেলেও অত খাওয়াদাওয়া করেন না। তুলনায় অবাঙালি দর্শক পরিবার নিয়ে অনেক বেশি খাওয়াদাওয়া করেন। ফলে, হিন্দি ছবিগুলির আয়ের পরিমাণও বেশি হয়।

বর্তমান পরিস্থিতি যা তাতে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দিকপালদের এগিয়ে এসে এই সমস্যার সমাধান বের করতেই হবে। বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান গোত্রের ক্লিশে স্লোগান না তুলে আগে নিজেদের ইন্ডাস্ট্রিকে স্বচ্ছ করে তুলতে হবে। সামনে পুজো, একাধিক বড় বাজেটের ছবি একে-অপরের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তার আগে রয়েছে 'মৃগয়া', 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত', 'ডিয়ার মা', 'ধূমকেতু'র মতো ছবি। আনন্দলোক-এর তরফ থেকে প্রার্থনা, বাংলা ছবি যেন তার পুরনো স্থান পুনরুদ্ধার করে।



■ রুক্মিণী মৈত্রের 'বিনোদিনী' অনেক প্রচারের আলো কুড়িয়েও আশানুরূপ সাফল্য পেল কি?



■ 'অঙ্ক কি কঠিন' মন্দ ব্যবসা করেনি



■ 'গৃহপ্রবেশ'-এ জিতু কমল ও শুভশ্রী



■ সেটে ঢোকার মুখে এক ফ্রেমে ব্রাত্য বসু, সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

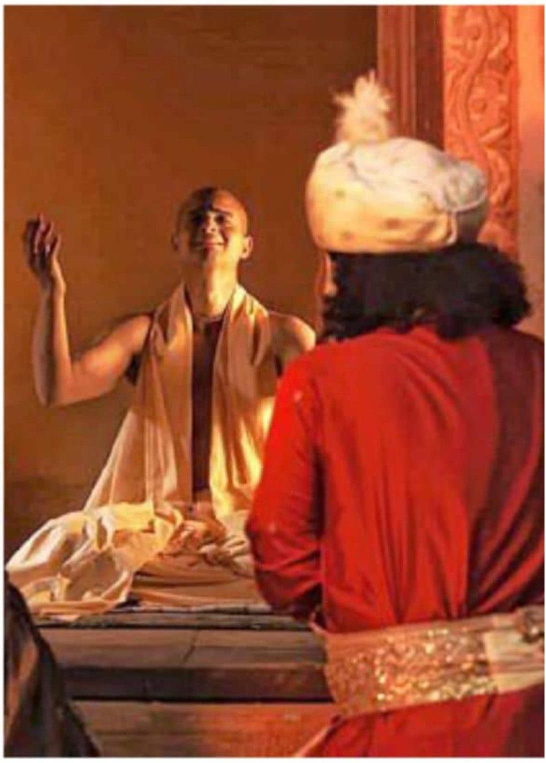
শ্রীচৈতন্যদেব, বিনোদিনী ও গিরিশের সঙ্গে এক সন্ধ্যায়

এবছর জানুয়ারি মাসে আনন্দলোক পুরস্কারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৃজিত মুখোপাধ্যায় দিয়েছিলেন এক্সক্লুসিভ খবর, 'শুভশ্রীই আমার বিনোদিনী'। ছবির নাম, 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। সৃজিতের ড্রিম প্রোজেক্ট। সেই ছবির শুটিং ফ্লোরের এক্সক্লুসিভ গল্প শোনাচ্ছেন **কৌশিক পাল**

চার ঘণ্টার তফাত। ক্যামেরায় ধরা পড়ল প্রায় ৪০০ বছরের ব্যবধান! সন্ধে সাড়ে সাতটায় যে সেটের সামনে দাঁড়িয়ে 'হরে কৃষ্ণ' নাম সংকীর্তন করছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, রাত সাড়ে এগারোটায় চার শতক পেরিয়ে সেই একই সেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন গিরিশ ঘোষ, সঙ্গে নটী বিনোদিনী। 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির সেটে এসে সত্যিই অবাক হতে হল! মুম্বইয়ের নামী প্রোডাকশন ডিজ়াইনাররাও কি পারতেন এত কম সময়ের ব্যবধানে এই অসাধ্য সাধন করতে?

পুরীর গজপতি মহারাজের রাজপুরোহিত কাশী মিশ্রর যে বাড়িতে ষোড়শ শতকে এসে উঠেছিলেন মধ্য কুড়ির শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তারই আদলে 'গম্ভীরা'র অনবদ্য সেট তৈরি করেছেন শিল্প নির্দেশক তন্ময় চক্রবর্তী। সন্ধেবেলা বাইপাসের ধারের প্রখ্যাত আবাসনের পিছনে অবস্থিত স্টুডিয়োতে যখন পৌঁছই, তখন সেখানে 'শ্রীচৈতন্য' বেশে শট দিচ্ছেন 'অনুরাগের ছোঁয়া' খ্যাত ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ দিব্যজ্যোতি দত্ত। নেড়া মাথা। মেক আপ নয়, কামিয়ে ফেলেছেন সাধের চুল। তাঁর সঙ্গে আছেন দেবদূত ঘোষ-সুজন চক্রবর্তীর মতো পোড় খাওয়া অভিনেতারা। আছেন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটের সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যাবে তাঁদের চরিত্রগুলিও। এগিয়ে যাবেন কয়েক শতক।

শুটিং শেডিউল শুনে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। কারণ জানা গেল, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (পর্দার নটী বিনোদিনী) ও ব্রাত্য বসুর (পর্দার গিরিশ ঘোষ) কলটাইম রাত সাড়ে আটটা। আর তাঁরা তৈরি হয়ে সেটে এসে দাঁড়াবেন রাত এগারোটা নাগাদ। কিন্তু এর মধ্যে এই সেটের রং বদলাবে, ইতি-উতি গজিয়ে উঠবে গাছপালা (ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে গল্প যে এগিয়ে যাবে বিংশ শতকে)। সময়



■ শ্রীচৈতন্যরূপে দিব্যজ্যোতি দত্ত

তো লাগবে! অন্তত সেটের রংটুকু শুকনোর... ‘‘আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সেই বিলাসিতা আছে নাকি!’’ বললেন তন্ময়। তবে এ তো শুধু বিলাসিতার বিষয় নয়, শিল্পদক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন।

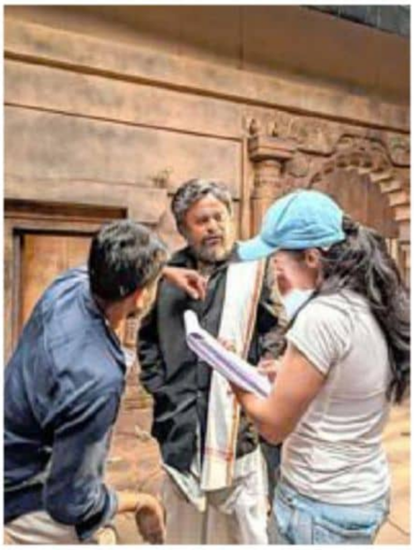
শুট চলছে দু’টি ক্যামেরায়। মনিটরে বসে চৈতন্যদেবের শট পর্যবেক্ষণ করছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সেই ছোট স্ক্রিনে চোখ রেখে দেখলাম, ক্যামেরায় যা ধরা পড়ছে, তার সবই কেমন যেন ঝাপসা! পরিচালক ইচ্ছাকৃত ভাবে আউট অফ ফোকাস শট নিচ্ছেন নাকি! নাকি আমারই চোখ গড়বড়? চশমার কাচ মুছে ফের চোখে দিতে বুঝলাম, ঠিক ঝাপসা নয়, কেমন যেন একটা ধোঁয়াশা। শট শেষ হতে ধরা গেল পরিচালককে। আলো পরিবর্তন হবে, সুতরাং কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে... ‘‘ভেরি সরি, আপনাকে আগেই দেখেছি, কিন্তু কথা বলার অবকাশ ছিল না,’’ বললেন চূড়ান্ত ব্যস্ত পরিচালক। আমার মনে মনিটরের ঝাপসা ভাব নিয়ে ধোঁয়াশা। কাটালেন পরিচালক, ‘‘ওটা একটা বিশেষ ফিল্টার ব্যবহার করছি আমরা। আসলে ষোড়শ শতকের সেই অর্থে কোনও ছবি বা রেফারেন্স তো আমাদের কাছে নেই। তখন সব কিছু কেমন দেখতে হত, আমরা জানি না। সেই না জানার ব্যাপারটাই ধরতে চেয়েছি ক্যামেরায়। গল্প যত এগোবে, ক্যামেরা তত ঝকঝকে হবে।’’



ফিল্টার নির্বাচন নিয়ে জল্পনায় সৌমিক হালদার ও সৃজিত



মনিটরে গিরিশ ও বিনোদিনীর শট দেখছেন পরিচালক



গিরিশ ঘোষের চরিত্রে ব্রাত্য, ঝালিয়ে নিচ্ছেন সংলাপ



শুভশ্রীর মেক আপ দেখে নিচ্ছেন সোমনাথ কুণ্ডু

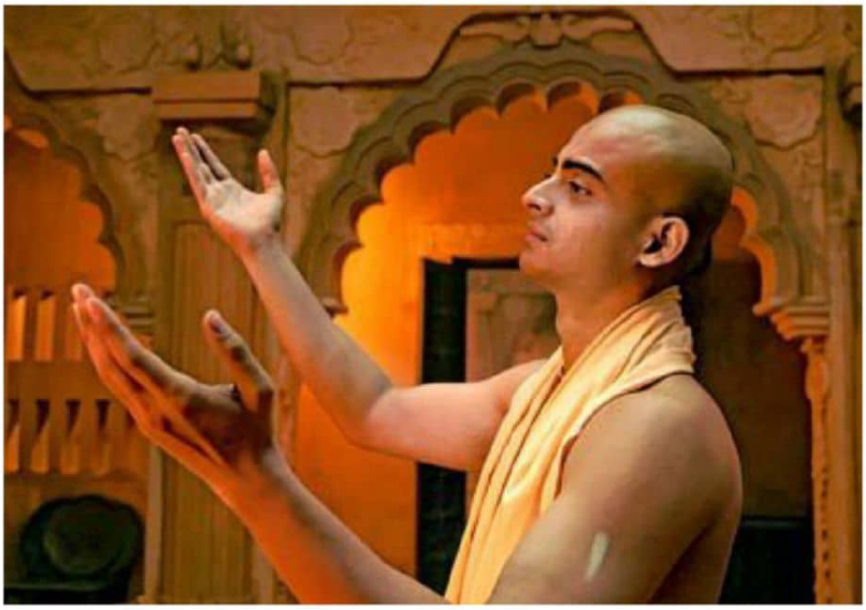
ছোট স্ক্রিনে চোখ রেখে দেখলাম, ক্যামেরায় যা ধরা পড়ছে, তার সবই কেমন যেন ঝাপসা! পরিচালক ইচ্ছাকৃত ভাবে আউট অফ ফোকাস শট নিচ্ছেন নাকি! নাকি আমারই চোখ গড়বড়? চশমার কাচ মুছে ফের চোখে...

জানতে চাইলাম, ছবির শেডিউল কতদিনের? এমনিতে গড়পড়তা বাংলা ছবির শুটিং শেষ করতে হয় ১২ থেকে ১৪ দিনে। কিন্তু এই ছবির কাজ তো মনে হয় না ২৫ দিনের কমে শেষ হবে... পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন প্রযোজক রানা সরকার। তাঁকে টেনে এনে সৃজিত বললেন, ‘‘২২ দিন চেয়েছিলাম। এই ভদ্রলোক সেটাও দেননি। ২০ দিনের শেডিউলে বেঁধে দিয়েছেন সবটা...’’ আর আপনি সেটা মেনে নিলেন? বলিউড হলে তো এই মাপের ছবি ১০০ দিনের কমে সম্ভবই হত না! ‘‘১০০ দিন কী বলছেন! তারও অনেক বেশি। ওরা তো সত্যি-সত্যিই আমাদের শুটিং শেডিউল শুনে ঘাবড়ে যায়,’’ বললেন সৃজিত। কথাটার মধ্যে কি কোথাও লুকিয়ে আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীদের নিয়ে অপার গর্ব, নাকি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সময়ে কাজ শেষ করতে হওয়ার আক্ষেপ? ঠিক বোঝা গেল না।

ইতিমধ্যে সেটে ঢুকে পড়ছে স্প্রে পেন্টিং

মেশিন। শুরু হয়ে গেল ওয়েদারিংয়ের কাজ। এদিকে প্রযোজকের ঘাড়েই এক গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন প্রোডাকশন টিমের একটি ছেলে। জোগাড় করতে হবে আইফোন-এর লেটেস্ট ভার্শন। কারণ পরের দিন সকাল সাড়ে ন'টায় এই সেটে শট দেবেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। এই সময়কালে দাঁড়িয়ে। বলা বাহুল্য, রাতে বিনোদিনী-গিরিশ ঘোষের দৃশ্যগ্রহণ শেষ হলে এই 'গম্ভীরা'র সেটে আবার পড়বে রংয়ের পোচ। গল্প এগিয়ে যাবে আরও প্রায় ১২৫ বছর! ইউনিটের প্রত্যেকটি সদস্য যে এই প্রোজেক্টের সঙ্গে কতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তার একটা ছোট্ট নিদর্শন পাওয়া গেল আইফোন জোগাড় করতে স্বয়ং প্রযোজকের তৎপরতায়। দশ মিনিটে অন্তত গোটা চারেক জায়গায় ফোন করে, আশ্বস্ত করলেন প্রোডাকশনের ছেলেটিকে।

খটকা তৈরি হল অন্য জায়গায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এককালের বাসস্থান 'গম্ভীরা'র ভিতর কি গিরিশ ও বিনোদিনীর জুতো পরে ঢোকা উচিত, নাকি খালি পায়ে? প্রযোজক বললেন, ''পুরীতে রেকি করার সময় আমরা কিন্তু ওখানে জুতো পরেই ঢুকেছিলাম।'' তবে তাঁর এক সহকারী বললেন...





■ 'গম্ভীরা'র সামনে দাঁড়িয়ে শট দিচ্ছেন দিব্যজ্যোতি



■ আলোচনায় চার মাথা। দৃশ্যগ্রাহক সৌমিক হালদার, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক রানা সরকার এবং শিল্প নির্দেশক তন্ময় চক্রবর্তী।



■ সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে সৌমিক হালদার

প্রোডাকশন রুমে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে তেলেভাজা সহযোগে মুড়ি চানাচুর। সঙ্গে গরম-গরম চা। জমে উঠল আড্ডা। তারই মধ্যে এসে হাজির ছোট পর্দার আর এক তারকা, 'মিঠি ঝোরা' খ্যাত আরাত্রিকা মাইতি। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম স্ত্রী 'লক্ষ্মীপ্রিয়া' হিসেবে যাঁকে দেখা যাবে এই ছবিতে। তাঁকে দেখে রানা বললেন, ''আজ তো তোর শুটিং নেই এখানে, না?'' পাখির মতো চঞ্চল মেয়েটি বলতে লাগল, ''না না, আমার তো কাল শুটিং ছিল আজ এলাম যিশুদা, শুভশ্রীদি, ব্রাত্যদাদের শট দেখতে। জানো তো, কাল সৃজিতদা একমাত্র আমাকে বলেছে, 'ভেরি গুড'। আমি তো খুব ভয়ে-ভয়ে ছিলাম। ঠাকুরকে বলছি...'' যাবতীয় কথা সব এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলতে চায় যেন! বোঝা গেল, এরকম একটি বড় প্রোজেক্টে কাজ করার সুযোগ পেয়ে সে কতটা উত্তেজিত!

ঠিক যেন ততটাই শান্ত শুভশ্রী। সবুজ জমির কাঞ্জিভরম পরিহিতা বিনোদিনী রূপে তিনি যখন সেটে পা রাখলেন। মনে হল চরিত্রের মধ্যেই যেন বুঁদ হয়ে আছেন। কী অপূর্ব লাগছে তাঁকে! পরচুলা-চাপ দাড়ির গিরিশ ঘোষ রূপে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আগেই দেখা হয়েছিল তাঁর মেকআপ রুমে, ধূম্রপান নিয়ে মস্করা করছিলেন প্রযোজকের সঙ্গে। কিন্তু সেটে পৌঁছনোর পর, তিনিও যেন বদলে গেলেন নিমেষে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, পরিচালকের



■ চার ঘণ্টায় বদলে গেল দেওয়ালের রং

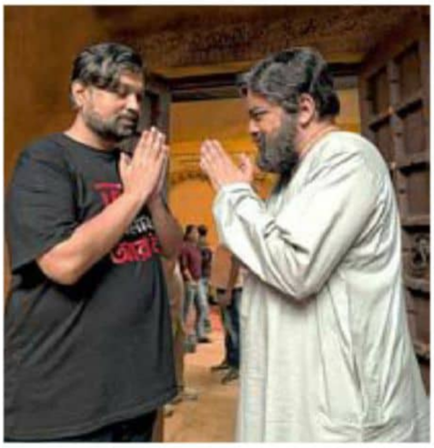


■ পরদিন সকালে সেই দেওয়ালের সামনেই দেবদূত ঘোষ

কাছে শট বুঝে নিলেন বাধ্য ছাত্রের মতো। আর শুভশ্রী তো বরাবরই 'ডিরেক্টরস অ্যাক্টর'। প্রখ্যাত রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু সেটে দাঁড়িয়েই দিচ্ছিলেন ফাইনাল টাচ। তাঁর হাতের জাদুতে জ-লাইন বেশ কিছুটা চওড়া হয়েছে শুভশ্রীর। বিনোদিনীর যে তেমনটাই ছিল।

ফাইনাল টেকে যাওয়ার আগে মুছে নিতে হবে মেঝে, তাতে যেন একটাও পায়ের ছাপ না থাকে। পরিচালক, কলাকুশলী, আর্ট ও সিনেমাটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের টেকনিশিয়ন... সকলের সৌজন্যে যা এতক্ষণ ধরে ফুটে উঠেছে ফ্লোর জুড়ে।

সিনেমাটোগ্রাফার সৌমিক হালদারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ক্যামেরার ফিল্টার মনঃপূত হল পরিচালকের। টাইম গ্যাপ যে অনেকটা। কিন্তু খটকা তৈরি হল অন্য জায়গায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এককালের বাসস্থান 'গম্ভীরা'র ভিতর কি গিরিশ ও বিনোদিনীর জুতো পরে ঢোকা উচিত, নাকি খালি পায়ে? প্রযোজক বললেন, ''পুরীতে রেকি করার সময় আমরা কিন্তু ওখানে জুতো পরেই ঢুকেছিলাম।'' তবে তাঁর এক সহকারী বললেন, ''না গো, বাইরের অংশে জুতো পরে ঘুরেছিলাম, কিন্তু ভিতরে ঢুকেছিলাম জুতো খুলে।'' সমাধান দিলেন সৃজিতই, ''খালি পায়েই ঢোকো। তাহলে অন্তত এই বলে কেউ বিতর্ক জুড়বে না, 'জুতো পরে ঢুকলে কেন?''' বোঝা গেল, এই ছবির প্রতিটি অংশ নিয়ে যে বিতর্কের অবকাশ আছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত পুরো টিম। তাই সাবধানতা অবলম্বনে



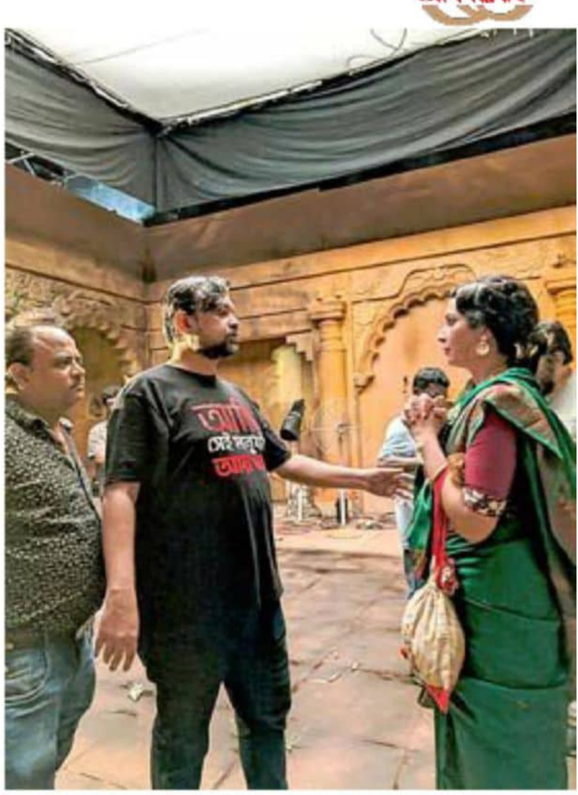
■ সৃজিত ও ব্রাত্য, শটের আগে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিনিময়



■ 'লক্ষ্মীপ্রিয়া' আরাত্রিকা এসেছেন সিনিয়রদের শট দেখতে

কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না।

ফাইনাল টেকে যাওয়ার আগে ব্রাত্য বললেন, ''একটা রিহার্সাল করে নিই?'' পরিচালকের জবাব, ''দরকার নেই, একেবারে টেকে



■ 'বিনোদিনী'র মেক আপ দেখে নিচ্ছেন পরিচালক। পাশে 'রেজাল্ট' বেরনোর অপেক্ষায় সোমনাথ কুণ্ডু

যাব।'' এত বড় একজন অভিনেতা, একবাক্যে মেনে নিলেন পরিচালকের নির্দেশ। ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ উচ্চারণ করলেন, 'রোল ক্যামেরা অ্যান্ড অ্যাকশন!' গিরিশ ঘোষ গিয়ে দাঁড়ালেন গম্ভীরার সামনে, তার পিছন-পিছন ঢুকলেন বিনোদিনী। চারিপাশ নিরীক্ষণ করলেন, এসে দাঁড়ালেন গিরিশের পাশে। গিরিশ তাঁর সংলাপ আওড়ালেন... 'কাট!' বললেন পরিচালক। শট 'ওকে' নয়। একটু আগে মেঝে মোছা হয়েছিল যে চট দিয়ে, তারই একটি অংশ ধরা পড়েছে ফ্রেমের এক কোণে। অগত্যা আর্ট ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলেকে মৃদু ভর্ৎসনা করে সৃজিত বললেন, ''চট করে চটটা সরিয়ে নিয়ে এসো বাবা।'' সেকেন্ড টেকে শট 'ওকে!' এবার আবার বদলাবে ক্যামেরার অবস্থান। শুরু হল তার তোড়জোড়।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। শুট আরও কত রাত অবধি চলবে, বলা মুশকিল। এদিকে পরের দিনের কলটাইম, সকাল ন'টা! কিন্তু কারও মধ্যে নেই ক্লান্তির ছিটেফোঁটা। কাজের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসার খোঁজে পেলে, তাহলেই বুঝি এমন তালে চলা সম্ভব। বলো, হরে কৃষ্ণ!

ছবি: লেখক

সাক্ষাতে

ম্যাথেম্যাটিক্স আমাকে মুম্বইয়ে টিকে থাকতে

প্র বাঙালি পুরুষের কাছে তো মা খুব বিশেষ একজন মানুষ। ‘ডিয়ার মা’ বলেল মা সম্পর্কে আপনার কোন কথাটা মনে পড়ে?

আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। আমার মা বাবাকে সাহায্য করার জন্য সেলসে কাজ করতেন। ডিটারজেন্ট বিক্রি করতেন বাড়ি-বাড়ি ঘুরে। আমরা দিল্লিতে থাকতাম। আমাকে মা বলে দিতেন, ‘এখানে চাল রাখা আছে, একটা সিটিতে ভাত হয়ে যাবে। ফ্রিজে ঝোল রাখা আছে, গরম করে নিতে হবে।’ তো স্কুল থেকে ফিরে আমার কাজ ছিল, ভাইকে খাবার বানিয়ে দেওয়া। মা বাড়ি ফিরে ভাইকে জিজ্ঞেস করত, সব ঠিক ছিল তো? মায়ের জন্যই ছোটবেলা থেকে রান্নাবান্না শিখে ফেলি। খুব কর্মঠ, লড়াকু মহিলা আমার মা। মায়ের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতাও বেশি। আমার মনে হয়, মহিলাদের সহ্যশক্তি ছেলেদের চেয়ে বেশি। মেয়েরা অনেক শক্তিশালী জেন্ডার।

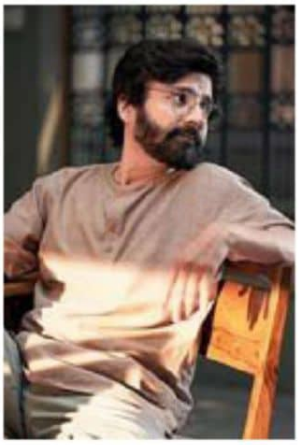
প্র মনোবিজ্ঞান বলে, নারীদের মধ্যে পুরুষসত্তা থাকে, পুরুষদেরও একটা নারীসত্তা থাকে। আপনি নিজের সেই নারীসত্তা খুঁজে পেয়েছেন?

অবশ্যই। অভিনয়ের ক্ষেত্রে ‘অর্ধনারীশ্বর’ কথাটার তাৎপর্য বিরাট। আমাদের দেশে ছেলেদের বলা হয়, ‘কেঁদো না, পুরুষালি হও...’ এগুলো ভার পুরুষদেরও বহন করতে হয়। কাঁদা বা নিজেকে এক্সপ্রেস করার ক্ষেত্রে তো জেন্ডারের কোনও ভূমিকা নেই। ‘ডিয়ার মা’-তে আমি বাবার চরিত্রে অভিনয় করছি, কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাকে ‘মা’ হতে হয় বাচ্চাটির জন্য। সেই বাবার মধ্যে অনেকটা মাতৃত্ব রয়েছে। পেলবতা রয়েছে, যেমনটা মায়েদের মধ্যে থাকে। এমনই অনেক চরিত্রের জন্য আমাকে নিজের নারীসত্তা স্পর্শ করতে হয়েছে।

প্র অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী নাকি ‘ডিয়ার মা’-এর চরিত্রটির জন্য আপনাকে নাসিরুদ্দিন শাহের পথ অনুসরণ করতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ, এটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা। টোনিদার সঙ্গে আমি প্রথম কাজ করি ‘অপরাজিতা তুমি’ ছবিতে। এই যে আপনি আমার নারীসত্তা খোঁজার কথা বলছিলেন, তার একটা উদাহরণ কিন্তু ‘অপরাজিতা তুমি’র চরিত্রটাও। সে সহনশীল, কেয়ারগিভার। জানে, স্ত্রীর অন্যত্র প্রেম রয়েছে, তাও জাজ করে না তাকে। আমার মনে হয়, এমন চরিত্র আমাদের সমাজে দেখা যায় না। টোনিদা আমার সেই অর্ধনারীশ্বরকে তুলে আনতে সাহায্য করেছিলেন। প্রচুর মহিলার কিন্তু আমার চরিত্রটি খুব ভাল লেগেছিল। যাই হোক, ‘ডিয়ার মা’ প্রসঙ্গে আসি। টোনিদা আর আমি একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলি। সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তো একদিন আমাকে ফোন করে ওই ভাষায় বললেন, এই চরিত্রটার জন্য আমার রেফারেন্স ‘মাসুম’-এর নাসিরুদ্দিন শাহ। বুঝতেই পারছেন, আমার অবস্থা। ‘মাসুম’ একটা আইকনিক ছবি। আমার পারফরম্যান্সকে উচ্চতায় নিয়ে যেতে ওই রেফারেন্সটা টোনিদা দিয়েছিলেন। তাতে আমার একটু ভয়ই করছিল। একটি মেয়ে সন্তানের বাবার চরিত্র এটা। আমার কো-অ্যাক্টর একটি বাচ্চা মেয়ে, নন-অ্যাক্টর। আমাকে নিজের মাতৃসত্তা খুঁজতে অনেক গভীরে নামতে হয়েছে। বাচ্চার সাইকোলজি বুঝতে হয়েছে। কারণ ও যা করবে, সেই মতো আমাকে রি-অ্যাকশন দিতে হবে। আমরা যদি সেই কেমিস্ট্রিটা ফুটিয়ে তুলতে না পারি, সব দৃশ্যগুলো ঝুলে যাবে। ফলে সত্যিই নিজের নারীসত্তাকে টাচ করা এই সব ক্ষেত্রে খুব জরুরি হয়ে যায়।

প্র এর আগে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল যখন আপনি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ‘উড়োজাহাজ’ (২০১৮)-এর শুট করছিলেন। ওটা প্রাক-কোভিড সময় তো ছিলই, প্রাক-ওটিটি যুগও। তখনও আপনার জীবনে ‘আশ্রম’ সিরিজের সাফল্য আসেনি। ওটিটি-পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অভিনেতা হিসেবে আপনার জীবনে কেমন সেই



‘ডিয়ার মা’ ছবিতে চন্দন

প্রবাসী বাঙালি হলেও, তিনি কলকাতার সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করেন। **চন্দন রায় সান্যাল** নিজের অংকের পড়াশোনাকে সম্বল করে কীভাবে অভিনয়ের পেশায় এলেন? কীভাবে গভীরে ডুব দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন নিজের অর্ধনারীশ্বরকে? প্রশ্ন নিয়ে তাঁর মুখোমুখি **অংশুমিত্রা দত্ত**



অনেক সাহায্য করেছে : চন্দন রায় সান্যাল



ফোটো: দেবর্ষি সরকার
পোশাক: অভিষেক দত্ত
লোকেশন সৌজন্য: হায়াত রিজেন্সি, সল্ট লেক

পরিবর্তন?

দেখুন, আমার মতো অনেক অভিনেতাই হিন্দি সিনেমায় 'সাপোর্টিং' রোল পেতেন, যাঁরা ওটিটি-তে বড় চরিত্র নিজেদের কাঁধে তুলে তরী পার করেছেন। সিরিজ় ফরম্যাট আমাদের দেশে পরে এসেছে। কিন্তু বিদেশে তো 'ব্রেকিং ব্যাড', 'গেম অফ থ্রোনস', 'সোপ্রানোস', 'নার্কোজ়'-এর মতো কনটেন্টের আলাদা একটা ফলোয়িং ছিলই। আমাদের দেশে কোভিডের সময় ওটিটি-র উত্থান হল। দর্শক, হিন্দিতে আমরা বলি 'জাগরুক', হয়ে গেছে। বাঙালিরা পঞ্জাবি ছবি দেখছে, পঞ্জাবিরা মলয়ালি ছবি দেখছে। আন্তর্জাতিক কনটেন্ট তো দেখছেই। ফলে ওটিটি-তে নতুন চিত্রনাট্যকার, গল্পকার, নির্মাতারা, অভিনেতারা সুযোগ পাচ্ছে, পরিচিতি পাচ্ছে। আমি তো ওটিটি-র জন্য, বিশেষত 'আশ্রম'-এর সাফল্যে খুবই লাভবান হয়েছি।

প্র অংকের ছাত্রের অভিনয়ের পেশায় আসাটা কী করে সম্ভব হল?

আমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম। স্কুলে পড়ার



■ 'ডিয়ার মা'র স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ে অনিরুদ্ধ ও জয়ার সঙ্গে

সময় আইআইটি-র প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, কিন্তু ক্লিয়ার করতে পারিনি। তো ভাবলাম ম্যাথেম্যাটিক্স নিয়ে পড়ি, কারণ কলেজে ওটার খুব কম ক্লাস হত। ততদিনে আমি এনএসডি (ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা) এবং আইএইচসি-র (ইন্ডিয়ান হ্যাবিটেট

সেন্টার) থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে নাটক দেখে থিয়েটারের প্রেমে পড়ে গেছি। তাই কলেজে কম ক্লাস করে এবং অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক রেখে থিয়েটার করা যায়, সেটাই ভাবতাম। তাই অংক নিই। কিন্তু এখন মনে হয়, আমার যা নম্বর ছিল, তাতে সেন্ট স্টিভেন্স কলেজে হিন্দি নিয়ে পড়লে বেশি ভাল হত। তবে অংক আমাকে জীবনে অনেক সাহায্য করেছে। আমি যখন মুম্বই যাই, ২০০৩-০৪ নাগাদ, তখন একটা কোচিং সেন্টারে ফিজ়িক্স-কেমিস্ট্রি-ম্যাথস পড়াতাম ১১-১২ ক্লাসের বাচ্চাদের। ২০০০ টাকা মাইনে পেতাম। ওটাই আমার স্ট্রাগল পিরিয়ডের মাসিক খরচ ছিল। ওই টাকায় বাড়িভাড়া, খাওয়া চলত। ৫০০ টাকা আবার সরিয়ে রাখতাম সিনেমা দেখার জন্য।

প্র সব অভিনেতারই একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। আপনার সীমাবদ্ধতা কী?

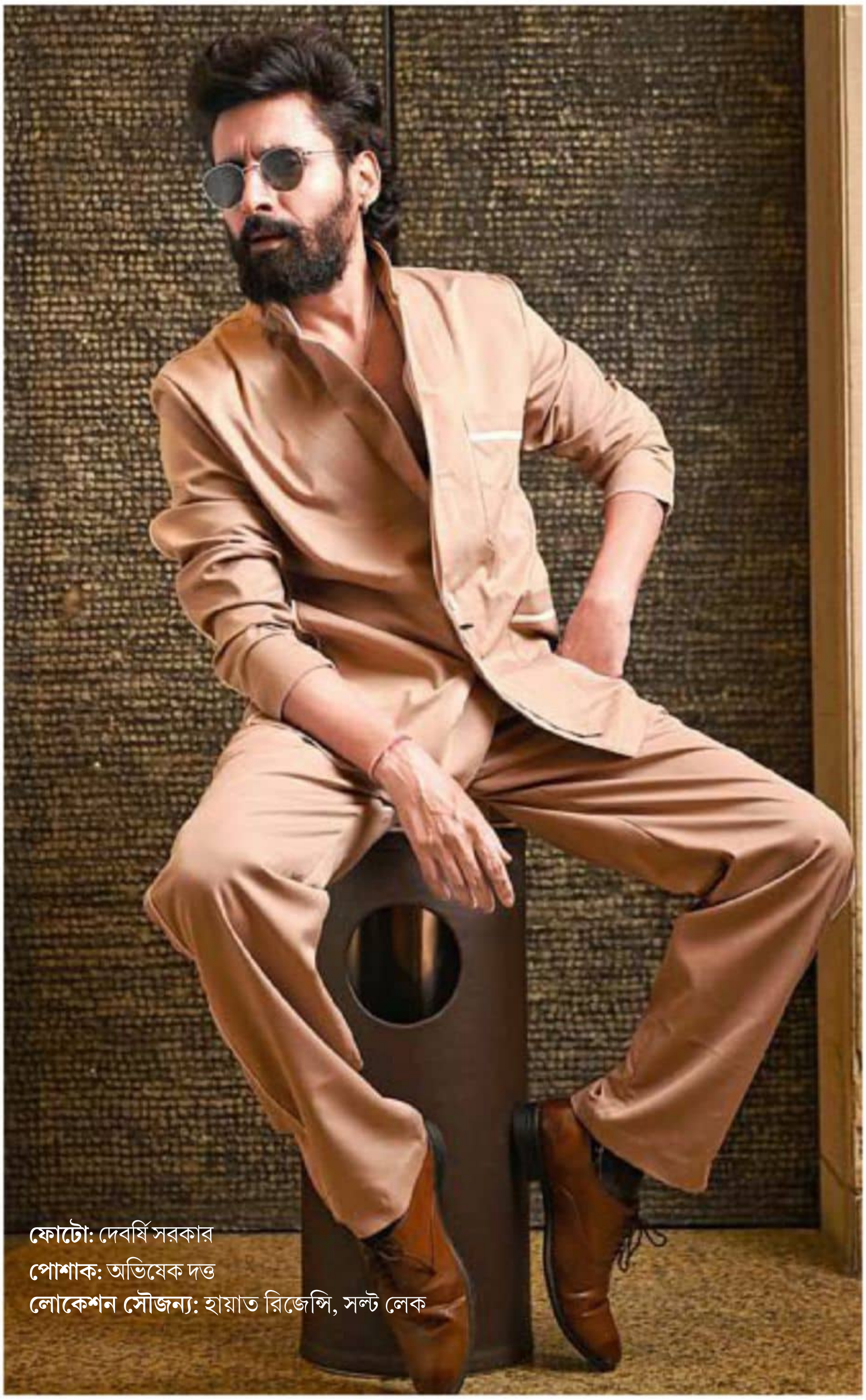
আমার কোনও লিমিটেশন নেই। অনেক রকম চরিত্রই তো করলাম, কিন্তু একটা নির্ভেজাল কমেডি ছবি এবার করতে চাই। আমার মনে হয়, আই অ্যাম আ ফানি গাই। আমি খুব রোম্যান্টিক মানুষও বটে। তাই অনস্ক্রিন রোম্যান্স করতে চাই। এই দুটো করা হয়ে ওঠেনি এখনও।

প্র প্রবাসী বাঙালি হিসেবে বাংলার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

আমি দিল্লিতে একটা বাংলা স্কুলে পড়তাম। রাষ্ট্রীয় বঙ্গীয় বিদ্যালয়। আমার



'আশ্রম' সিরিজ়টি চন্দনকে প্রবল সাফল্য দেয়



ফোটো: দেবর্ষি সরকার
পোশাক: অভিষেক দত্ত
লোকেশন সৌজন্য: হায়াত রিজেন্সি, সল্ট লেক

বন্ধুরা গরমের ছুটিতে কলকাতা আসত। আমার আসা হত না। কারণ আমার বাবার বাড়ি ছিল বিহারে। মানে বাবাও প্রবাসী বাঙালি। মায়ের কিছু তুতো ভাইবোন দমদম, ডানকুনিতে থাকত। আমার মনে আছে, ১৯৯১ সালের ২১ মে আমি কলকাতায় এসেছিলাম। দিনটা মনে আছে, কারণ সেদিন রাজীব গান্ধী অ্যাসাসিনেটেড হয়েছিলেন। মনে আছে, পুরো কলকাতা অচল হয়ে গেছিল। দিল্লিতে মায়ের সঙ্গে দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় ওপেন থিয়েটারে 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'অপুর সংসার' সব দেখেছি। মা হাত ধরে নিয়ে যেত সিনেমা দেখাতে। এখন তো আমার ভাবতেই অবাক লাগে যে আমি বাংলা ছবিতে অভিনয় করি। এখানকার বাঙালিরা আমাকে আপন করে নিয়েছেন। কলকাতায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের কলকাতা নিয়ে অনেক অভিযোগ। তাঁরা কলকাতাকে মৃতপ্রায় শহর মনে করেন। কিন্তু আমার একটা আত্মিক টান রয়েছে শহরটার প্রতি। আমি তো মনে করি, কলকাতার চার্মই আলাদা।



■ মাইলি সাইরাস

যৌনজীবন নিয়ে অকপট

একটা সময় ডিজ়নির পপস্টার হিসেবে শিশুমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। তারপর মাইলি সাইরাসের বয়স বেড়েছে। তিনি এখন লিডিং পপস্টার। কিন্তু এবার এমন সব মন্তব্য করছেন, যাতে ভক্তদের চোখ কপালে উঠছে। কিছুদিন আগে নিজের যৌনজীবন হিসেবে অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন মাইলি। তিনি জানিয়েছেন, বেডরুমে যে কোনও ধরনের যৌনকাণ্ডে রাজি তিনি, যদি সেটা আইনত সঙ্গত হয়। তাতে সঙ্গীকে বাধা দেবেন না তিনি এবং সেই সঙ্গী ছেলে হোক বা মেয়ে, তাতেও তাঁর কোনও অসুবিধে নেই। মাইলির মতে, বেডরুমে তাঁর সুখই শেষ কথা। সেখানে বাকি ব্যাপার নিয়ে তিনি ভাবতে চান না।

রাহুল-কিশোর শ্রদ্ধার্ঘ্য

এই লেখা যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন প্রস্তুতি তুঙ্গে। রাহুল দেব বর্মণের জন্মদিন। এই কিংবদন্তী শিল্পীর স্মরণে প্রতিবছরই শহরে কোনও না কোনও অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এবারের অনুষ্ঠান সব দিক থেকেই একেবারে আলাদা। কারণ আর ডি বর্মণকে এবার স্মরণ করবেন খোদ অমিতকুমার। ২৭ তারিখ অমিত প্রিয় রাহুল দেব বর্মণের সঙ্গে তাঁর পিতা কিশোরের যুগলবন্দিতে তৈরি গান গাইবেন এবং নানা অজানা গল্প বলবেন। এই অনুষ্ঠানে পিতাকেও স্মরণ করবেন অমিত। রাহুল এবং কিশোর একসঙ্গে বহু জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন। অমিতের উদ্দেশ্য সেইসব গানকেই নস্ট্যালজিয়ার মোড়কে রেখে, নতুনভাবে মানুষের সামনে আনা।



■ রাহুল দেব বর্মণ ও কিশোরকুমার



■ বাগদানের পর রিঙ্কু এবং প্রিয়া

বাগদান করলেন রিঙ্কু

শেষে সব জল্পনা সত্যি করে বাগদান সেরে ফেললেন রিঙ্কু সিংহ। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন তিনি। গত ৮ জুন লখনউয়ে বাগদান হল কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ব্যাটারের। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে প্রিয়ার সঙ্গে রিঙ্কুর সম্পর্কের কথা শোনা যাচ্ছিল। এক বন্ধুর মাধ্যমে প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ রিঙ্কুর। তাঁরা এক বছরের বেশি সময় ধরে পরস্পরকে চেনেন। বিয়ের জন্য উভয় পরিবারের সম্মতি প্রয়োজন ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্তার পর ওদের বিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে।

সোনা জয়

আইএসএসএফ বিশ্বকাপে সোনা জিতলেন ভারতের সুরুচি সিংহ। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে তিনি চ্যাম্পিয়ন হলেন। ১৯ বছর বয়সি সুরুচি এই নিয়ে তৃতীয় বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে এর মধ্যেই তিনটি ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা এবং সব মিলিয়ে চারটি সোনা পেয়েছেন। এর আগে তিনি সোনা পেয়েছিলেন এপ্রিলে বুয়েনস আইরেস এবং লিমায়। তিনি ফাইনালে স্কোর করেন ২৪১.৯। চিনের ব্রোঞ্জ জয়ী শুটার কিয়ানসুন ইয়াও-কে (২২১.৭) পেরিয়ে যাওয়ার পরে ১০.৫ শটে সুরুচি সবচেয়ে এগিয়ে যান। জয়ের পরে উচ্ছ্বসিত সুরুচি বলেছেন, "যতগুলো ফাইনাল খেলেছি বিশ্বকাপে, তার মধ্যে সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে এখানে। এবার লক্ষ্য অলিম্পিক্স।"



■ সুরুচি সিংহ



ফোকাসে তৃতীয় লিঙ্গ

তৃতীয় লিঙ্গের ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আইসিসি এবং বিসিসিআইকে অনুরোধ জানালেন অনন্যা বাঙ্গার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের সন্তান তিনি। জন্মসূত্রে ছেলে ছিলেন তিনি। নাম ছিল আরিয়ান। কিন্তু এখন লিঙ্গ পরিবর্তনের পরে তাঁর নাম হয়েছে অনন্যা। তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন, তৃতীয় লিঙ্গের ক্রিকেটারদের মহিলা দলে প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হচ্ছে না। ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ চলাকালীন আইসিসি-র বৈঠকেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু অনন্যা জানিয়েছেন, "ভয় বা দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তথ্যের ভিত্তিতে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক হোক, তৃতীয় লিঙ্গের খেলোয়াড়রা মহিলা দলে খেলার যোগ্য কি না। এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করা হোক। বিভাজনের পরিবর্তে জায়গা তৈরি করা হোক।"

■ অনন্যা বাঙ্গার



ইতিহাসের সেরা

টেনিসের ইতিহাসের সেরা প্রত্যাবর্তন? আসলে ফরাসি ওপেনে কার্লোস আলকারাজ় যে ভাবে প্রথম দু' সেটে হেরেও চ্যাম্পিয়ন হলেন, তা দেখে এই প্রশ্নটাই উঠছে। ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে এগিয়েই ছিলেন ইয়ানিক সিনার। কিন্তু কে জানত সেই লড়াই অতীতের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ফরাসি ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম ম্যাচের নজির গড়বে! এর আগে ১৯৮২ সালে ম্যাটস উইল্যান্ডার ও ইয়েরমো ভিয়াসের ৪ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের ফাইনালই ছিল ফরাসি ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম। তা ভেঙে যায় ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের এই ম্যাচে।

শুরুতে সিনারের সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে গিয়েছিলেন আলকারাজ়। কিন্তু পরক্ষণেই পাল্টা আলকারাজ়ের সার্ভিস ভেঙে ফিরে আসেন তিনি। ফের স্প্যানিশ তারকার সার্ভিস ভেঙে সেট দখল করে নেন। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে জিতে ২-০ সেটে এগিয়ে যান সিনার। তবে অবিশ্বাস্য ভাবে আলকারাজ় ফিরে আসেন তৃতীয় সেটে। শেষে সুপার টাইব্রেকারে ম্যাচ দখল করেন আলকারাজ়। ফল, ৪-৬, ৬-৭ (৪-৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭-৩), ৭-৬ (১০-২)। এটি তাঁর দ্বিতীয় ফরাসি ওপেন ট্রোফির পাশাপাশি পাঁচ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়।

■ কার্লোস আলকারাজ়



ছবি: সর্বজিৎ সেন

সৌকর্য ঘোষাল, মহাব্রত বসু, অনুমেঘা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যাজিক পৃথিবীর ওরা তিন জন

সৌকর্য ঘোষাল আবার ফিরে এসেছেন ‘পক্ষীরাজের ডিম’ নিয়ে। সঙ্গে **মহাব্রত বসু** এবং **অনুমেঘা বন্দ্যোপাধ্যায়**। তাঁদের ভাবনাচিন্তার কথা শুনলেন সায়ক বসু

প্র: প্রথমেই অনেক শুভেচ্ছা। ‘পক্ষীরাজের ডিম’ মানুষের এত পছন্দ হচ্ছে… প্রশ্ন হল, পরিচালক হিসেবে যে ভাবনা থেকে ছবিটা করেছিলেন, সেটা কি এখন তৃপ্ত হয়েছে?

সৌকর্য: আমার একটা অতৃপ্তি ছিল যে সত্যজিৎ রায় এই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে ‘এলিয়েন’ নিয়ে সিনেমা দেখিয়ে যেতে পারেননি। আমার শিল্পী সত্তার পুরোটাই যেহেতু সত্যজিতের

দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত। লেখা, আঁকা, পরিচালনা... তাই আমি চেয়েছিলাম এই বঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে সিনেমার পর্দায় ইউএফও নামাতে। সেখানে ঘোঁতন এবং পপিন্স খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। কারণ ওরা আমার সবচেয়ে আলোচিত ছবি 'রেনবো জেলি'র দু'জন আলোচিত অভিনেতা। এই দুটো ব্যাপারকে মেলাতে পেরে আমি খুব খুশি। তার চেয়েও বেশি খুশি মানুষের ভাল লাগছে বলে।

প্র মহাব্রত এবং অনুমেঘা সাত বছর আগে যখন 'রেনবো জেলি'-তে অভিনয় করেছিলেন তখন আপনারা অনেক ছোট। এতদিন পরে সেই পুরনো চরিত্রে ফিরে যেতে অসুবিধে হয়নি?

মহাব্রত: অসুবিধে ঠিক হয়নি, কারণ আমাদের বেশ কয়েকদিনের একটা ওয়ার্কশপ হয়েছিল। দাদা (সৌকর্য) 'রেনবো জেলি' আবার দেখতে বলেছিল। যাতে পুরনো চরিত্রের জায়গাগুলো ধরা যায়। তাছাড়া আমি তো সিনেমায় নিয়মিত অভিনয় করি না, তাই শুটিংয়ে দাদা যা বলেছে সেটাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে কাজ হয়ে যায়।

অনুমেঘা: একদমই তাই। বলতে বাধা নেই, 'রেনবো জেলি' মুক্তির পর এই সাত বছরের মধ্যে, মানে এই মাঝের সময়টায় মহাব্রতদার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এতদিন পরে শুটিংয়ে ফিরে বা ছবিটা দেখার পরে মনে হচ্ছে না, আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা ছিল না।

প্র এবার কি আপনারা নিয়মিত অভিনয় করবেন?

অনুমেঘা: আমার পরের বছর বোর্ড। বর্তমানে তো অন্তত অভিনয় নিয়ে ভাবব না। এখন অংক, ফিজ়িক্স, কেমিস্ট্রি... এসব নিয়ে থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, পরে যদি প্রস্তাব আসে তখন ভেবে দেখতে পারি। পপিন্সের চরিত্র এলে অবশ্য ভাবার কোনও বিষয় নেই।

মহব্রত: আমি তো স্কুলে মানে পাঠভবনে থাকাকালীন নাটক করেছি। ফলে আমি অভিনয় নিয়ে আগ্রহী। অনেক নতুন নতুন জীবন বাঁচা যায়।

প্র কী নিয়ে পড়াশোনা করতে চান আপনারা?

মহাব্রত: আমি ফাইন আর্টস নিয়ে বিশ্বভারতীতে পড়তে যেতে চাই।

অনুমেঘা: আমি অ্যাস্ট্রোফিজ়িক্স নিয়ে পড়ব বলে ঠিক করেছি।



'রেনবো জেলি' ছবিতে শ্রীলেখা মিত্র ও মহাব্রত বসু



কোয়েল মল্লিকের সঙ্গে সৌকর্য। 'রক্তরহস্য'র শুটিংয়ে

প্র 'পক্ষীরাজের ডিম' ছবিতে যে ক'টি ম্যাজিকের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। আপনাদের কাছে ম্যাজিকের তাৎপর্য কী?

সৌকর্য: আমি কিন্তু ম্যাজিকে পুরো মাত্রায় বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, ছবিতে এই রূপকথার জগতে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে কল্পনার বীজ বোনা হয়েছে বটে, কিন্তু আমার জীবনে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে, যার কোনও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নেই। যেমন এই ছবিটার স্ক্রিপ্ট লেখার পরে আমি যখন এস ভি এফ-কে শোনাতে চেয়েছিলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে ওরা শুনতে পারেনি। ব্যস্ততা কাটিয়ে ওরা যেদিন আমাকে স্ক্রিপ্ট শোনাতে ডাকল, সেদিন ২ মে ছিল। সত্যজিতের জন্মদিন। এবার বলুন যাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার এই ছবি, তার স্ক্রিপ্ট



■ মহাব্রত ও অনুমেঘা। ছবি: সর্বজিৎ সেন



■ 'পক্ষীরাজের ডিম' ছবির শুটিংয়ে অনুমেঘা ও সৌকর্য

আমাকে ওই দিনেই শোনাতে ডাকা হল কী করে? এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে?

মহাব্রত: আসলে আমাদের চারপাশেই প্রচুর ম্যাজিক হয়। শুধু চোখ কান খোলা রাখলে সেগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

প্র সৌকর্য, মাস খানেক আগেই 'বেনারসে একেন' এবং 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' মুক্তি পেয়েছে। দু'টিই সত্যজিতের সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। মূলত সত্যজিৎ এখন পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন। সেখানে আবার সত্যজিতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'পক্ষীরাজের ডিম' আলাদা করে আপনার মনে কোনও একঘেয়েমির ভয় তৈরি করেনি?

সৌকর্য: করেনি, কারণ আমার এই ছবিটা সত্যজিতের কোনও সিনেমা থেকে রেফারেন্স তুলে নয়। মানুষের ছবিটা পছন্দ হচ্ছে কারণ এখানে সত্যজিৎ যে ধরনের গল্প লিখে গেছেন ছোটদের জন্য, কল্পবিজ্ঞানের যে জগৎ তৈরি করে গেছেন, তাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। শঙ্কুর 'একশৃঙ্গ অভিযান'-এ কি আমরা ইউনিকর্ন বা ঐরাবত-এর রেফারেন্স পাইনি? শুধু সত্যজিৎই বা বলি কী করে? এই ছবির সঙ্গে লীলা মজুমদার বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জগৎও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাকে সবসময় কোনও সিনেমার চেয়ে গল্পে তৈরি জগৎ বেশি আকর্ষণ করে। কারণ সেখানে মনের মধ্যে একটা কল্পনার জগৎ ফুটে উঠতে পারে।

প্র 'ঘোঁতন' এবং 'পপিন্স'-এর অভিযান কখনও গল্প আকারে বা গ্রাফিক নভেল হিসেবে আসতে পারে না?

সৌকর্য: আসতে তো পারেই। আমার স্ত্রী পূজা অনেকবার আমাকে বলেছে, এই দু'জনের অভিযানকে গ্রাফিক নভেল হিসেবে নিয়ে আসতে। কিন্তু আমি অতটা কনভিন্সড হইনি কারণ, দুটো সিনেমা তৈরির পরে এখন যদি আবার আমি ওদের নিয়ে গ্রাফিক নভেল তৈরি করি, তাহলে অনেক আনরিয়াল জিনিসপত্র ওটার মধ্যে ঢুকতে পারে। সেটা টেক্সটের প্রতি বা এই দুটো চরিত্রের প্রতি কতটা সুবিচার হবে, আমি জানি না। বড় পর্দায় যখন মানুষের ছবিটা দেখতে ভাল লাগছে, তখন এই দু'জন বড় পর্দার জন্যই থাক।

প্র ছোটদের ছবির মাধ্যমে সৌকর্য নিজের সিনেমার ভাষা খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে করেন?

ভাষা খুঁজে পেয়েছি কিনা জানি না। কিন্তু একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি এখনও মনে করি যে প্রথম ছবি 'পেন্ডুলাম' আমার বেশ কাঁচা একটা কাজ। এখন হয়তো তৈরি করলে ছবিটা অন্যরকম ভাবে তৈরি করতাম। কিন্তু 'রেনবো জেলি' এবং 'পক্ষীরাজের ডিম' তৈরি করার পর এই ফ্যান্টাসির জগৎটা আমাকে খুব টানছে। তাছাড়া দু'রকমের ছবি হয়। একটা একটা ছোটদের, আর একটা ইউনিভার্সাল। ছোটদের ছবিতে বড়দের ভাবানোর মতো অনেক বিষয় রাখা যায় এবং তৈরির ক্ষেত্রে অনেক লাইসেন্স পাওয়া যায়। আমার এই ছবিটা যে ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও ভাবাতে পারছে, পরিচালক হিসেবে এটাই আমার তৃপ্তি। যে আলোটার কথা বলছিলাম, এটা হয়তো আমাকে আরও বড় করে ভাবতে সাহায্য করবে।

মুর্গ চকোরি কাবাব

তিনি দি অ্যাস্টর হোটেল-এর এগজ়িকিউটিভ শেফ। কলকাতার বুকে এই হোটেল বরাবর মুঘলাই কুইজ়িনের জন্য বিখ্যাত। সেই ধারা বজায় রেখে শেফ **আজ়াদ আরিফ** আনন্দলোক-এর পাঠকদের জন্য দিলেন **মুর্গ চকোরি কাবাবের** বিশেষ রেসিপি।





■ পালং শাক বাটা



■ বোনলেস চিকেন লেগ



■ কসুরি মেথি গুঁড়ো



কাবাব হল মধ্যপ্রাচ্যের রান্না থেকে আসা বিভিন্ন রকম রন্ধনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া মাংসের পদ। এই খাবারের বিভিন্ন ধরন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। আমাদের দেশে সাধারণত মুরগির মাংসের কাবাব বেশি জনপ্রিয়। তার মধ্যে আমার সিগনেচার ডিশ হল মুর্গ চকোরি কাবাব। এটি যেমন নরম, তেমনই একটি রসালো ভাব থাকে মাংসের ভিতরে।

উপকরণ: চিকেন বোনলেস লেগ ১ কেজি, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, কসুরি মেথি গুঁড়ো ২০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ৪০ গ্রাম, কাঁচা লঙ্কা বাটা ৩০ গ্রাম, ব্ল্যাক সল্ট ১০ গ্রাম, হোয়াইট সল্ট পরিমাণমতো, গোলমরিচ ২০ গ্রাম, তন্দুরি মশলা ১৫০ গ্রাম, কাবাব মশলা ১০ গ্রাম, এলাচ গুঁড়ো ৩ গ্রাম, লেবুর রস ১৫ মিলি, পালং শাক বাটা ৪০ মিলি, মাখন পরিমাণমতো (গ্রিজ় করার জন্য)।

প্রণালী: চিকেনগুলো ছোট টুকরো করে কাবারের মতো কেটে নিন। কসুরি মেথি, আদা-রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা দিয়ে ম্যারিনেট করুন। কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারেন। বাকি উপকরণ দিয়ে আরেকবার ম্যারিনেট করে নিন চিকেনগুলি। ম্যারিনেটেড চিকেন স্কিউয়ারে গুঁজে দিন। বড় টুকরোগুলি সামনে দেবেন, ছোট টুকরোগুলি পিছনের দিকে। মাঝে মাঝে মাখন দিয়ে গ্রিজ় করে নেবেন টিক্কাগুলি। এরপর তন্দুর করে পরিবেশন করুন।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম

ছবিঘর



১

চারিদিকে সময়টা মোটেও ভাল যাচ্ছে না। বিমান দুর্ঘটনা থেকে যুদ্ধের দামামা, সর্বত্র শুধু খারাপ খবর। তবে তার মধ্যেও কাজের মাধ্যমে নিজেদের মন ভাল রাখার চেষ্টায় সেলেব্রিটিরা। তাঁদের সঙ্গে

আনন্দলোক

২



৩



৪



৫





১

২

৩

৪

৫

৬

৭ এক অনুষ্ঠানে মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত বিদীপ্তা চক্রবর্তী

৮ ভ্যাকেশনে রাজ-শুভশ্রী





ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৭, ৯
অনির্বাণ সাহা: ১, ২, ৪, ৫



৯

১০



১১



৯ 'রবীন্দ্র কাব্য রহস্য'-র প্রিমিয়ারে শ্রাবন্তীর সঙ্গে ঋত্বিক চক্রবর্তী

১০ মুম্বইতে 'ইন দিনো.. মেট্রো' ছবির প্রচারে নীনা গুপ্তকে কেক খাওয়াচ্ছেন অনুপম খের, পিছনে পঙ্কজ ত্রিপাঠি

১১ বিশ্ব যোগ দিবসে মলাইকা অরোরা

১২ বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে অনুষ্ঠানের মাঝে আরতি মুখোপাধ্যায়





■ কাজে ফিরলেন মানসী

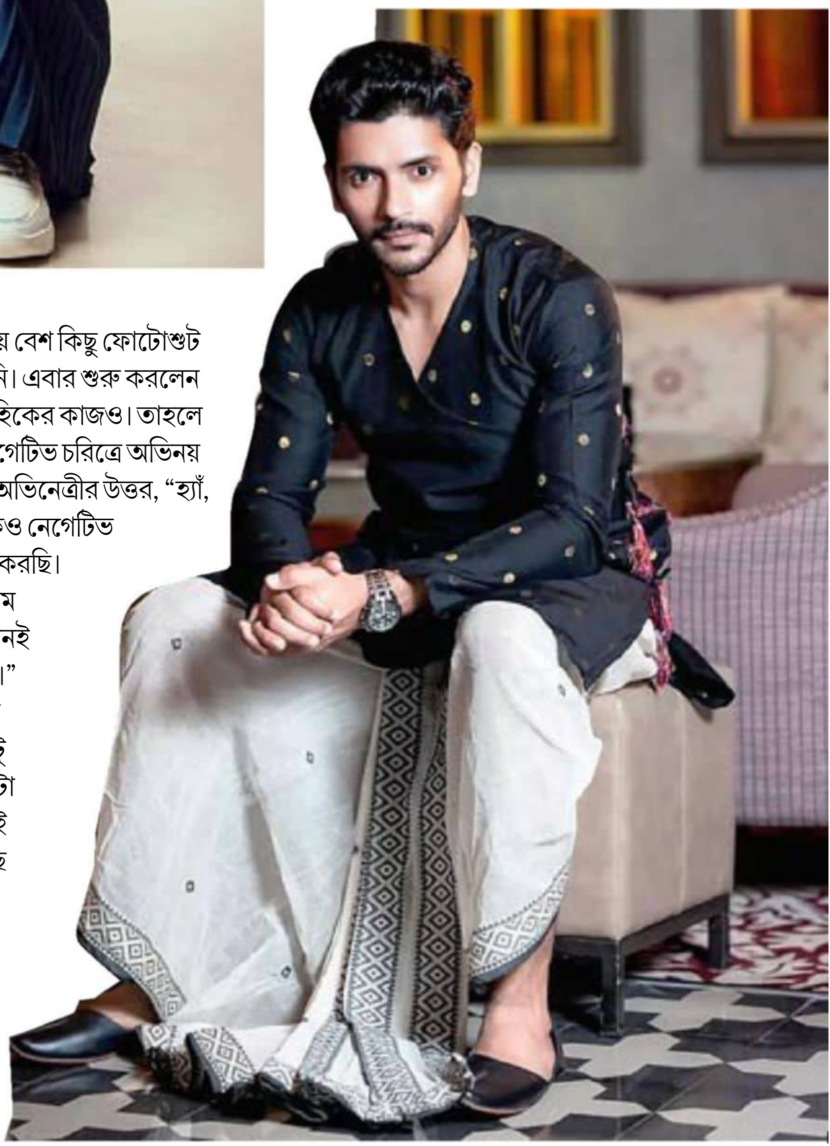
কাজে ফিরলেন

দীর্ঘ বিরতির পর কাজে ফিরলেন অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত। 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন তিনি। শেষবার মানসী অভিনয় করেছেন 'নিম ফুলের মধু' ধারাবাহিকে খলনায়িকার চরিত্রে। দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে ছুটিতে ছিলেন ঠিকই, তবে তা মাত্র তিন মাসের জন্য। মা হওয়ার জন্য নিজের কর্মজীবনে কোনও ব্যাঘাত ঘটুক, তা তিনি কখনওই চাইতেন না। এ বিষয়ে মানসী জানিয়েছিলেন, "আমি চাই, সন্তানরাও আমার কাজ সম্পর্কে জানুক। প্রায় ন'মাস প্রেগন্যান্ট থাকা অবস্থায় শুটিং করেছি। শেষে 'নিম ফুলের মধু'র টিম থেকেই বলেছিল বিরতি নিতে।" তবে ছেলে হওয়ার এক মাসের মধ্যেই একরত্তিকে নিয়ে বেশ কিছু ফোটোশুট করেছিলেন তিনি। এবার শুরু করলেন আগামী ধারাবাহিকের কাজও। তাহলে কি আবারও নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি? অভিনেত্রীর উত্তর, "হ্যাঁ, এই ধারাবাহিকেও নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করছি। কিন্তু চরিত্রের নাম বা বিস্তারিত এখনই বলতে পারব না।" তবে চরিত্রটা যে তাঁর কাছে একটু অন্য ধারার, সেটা স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে সেই লুক।

হিন্দি ধারাবাহিকে ডেবিউ

এক সময় ছোটপর্দা থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তুঙ্গে। অর্জুন চক্রবর্তীর কেরিয়ারের শুরু টেলিভিশন থেকেই। শেষ কয়েক বছরে বড়পর্দা এবং ওয়েব সিরিজের পাশাপাশি বাংলা ধারাবাহিকেও বেশ কিছু কাজ করেছেন তিনি। এবার হিন্দি ধারাবাহিকে ডেবিউ করলেন অর্জুন। ধারাবাহিকের নাম 'নয়নতারা'। মূলত হরর-লভ স্টোরি দেখানো হবে এই ধারাবাহিকে। অর্জুনের চরিত্রের নাম 'সূর্য'। ধারাবাহিকের প্রোমোশনে তিনি নিজেই একথা জানিয়েছিলেন। তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে শ্রুতি বিস্তকে। আপাতত ধারাবাহিকের কাজে মুম্বইতেই রয়েছেন অভিনেতা।

■ অর্জুন চক্রবর্তী





■ সাইনা চট্টোপাধ্যায়

নতুন সুযোগ

ফের নতুন একটি ধারাবাহিকে দেখা যাবে অভিষেক-কন্যা সাইনা চট্টোপাধ্যায়কে। বাবার মতোই অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিকে সুযোগ পাওয়ার পর। কিন্তু সেই ধারাবাহিকে সাইনার অভিনয়ের সময়কাল ছিল খুব কম। পরে জানা যায়, ধারাবাহিকের সেটে একাধিক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। সেই কারণে সাইনা ধারাবাহিক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার নাকি জোড়া প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। দু'টি আলাদা চ্যানেল থেকে দু'টি আলাদা ধারাবাহিকের প্রস্তাব গিয়েছে তাঁর কাছে। কিন্তু সাইনা এখনও ঠিক করেননি কোন প্রস্তাবে রাজি হবেন। এ দিকে কিছু দিন আগে তাঁর জন্মদিনের কেকে লেখা ছিল 'নেটফ্লিক্স'। কেকের সঙ্গে কাজের কোনও যোগ রয়েছে কিনা, তা এখনই জানাতে নারাজ সাইনা।



■ রৌনক দে ভৌমিক, রাহুল বসুর সঙ্গে

বড়পর্দায় যার জন্য

ওয়েব সিরিজ়ের পর এবার বড়পর্দায় ডেবিউ করতে চলেছেন রৌনক দে ভৌমিক। বর্তমানে 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে' ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। আগামী দিনে 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত' ছবিতে রাহুল বোসের ছেলের চরিত্রে দেখা যাবে। এই ছবিতে রৌনকের রাজি হওয়ার অন্যতম কারণই নাকি রাহুল বসু। রৌনকের কথায়, "ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত কিংবা অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতা তো রয়েইছেন। কিন্তু 'অন্তহীন' থেকে রাহুলদা আমার খুবই প্রিয় অভিনেতা। ঋতুপর্ণাদির সঙ্গে আগে কাজ করেছি। অনন্যাদির সঙ্গে 'সুবর্ণলতা' ধারাবাহিকে কাজ করেছি। যদিও তখন ছোট ছিলাম অনেকটা। এখন সকলের সঙ্গে কাজ করে, তাঁদের কাজের ধরন প্রসঙ্গে জানলাম। রাহুলদার কাছে শিখলাম কী করে প্রস্তুতি নিয়ে, গুছিয়ে কাজ করতে হয়।" উল্লেখ্য সায়ন্তন ঘোষালের হাত ধরেই ওয়েব সিরিজ়ে ডেবিউ করেছিলেন তিনি। এবারও তাঁর পরিচালনায় বড়পর্দায় রৌনক।

প্রেমের স্বীকারোক্তি

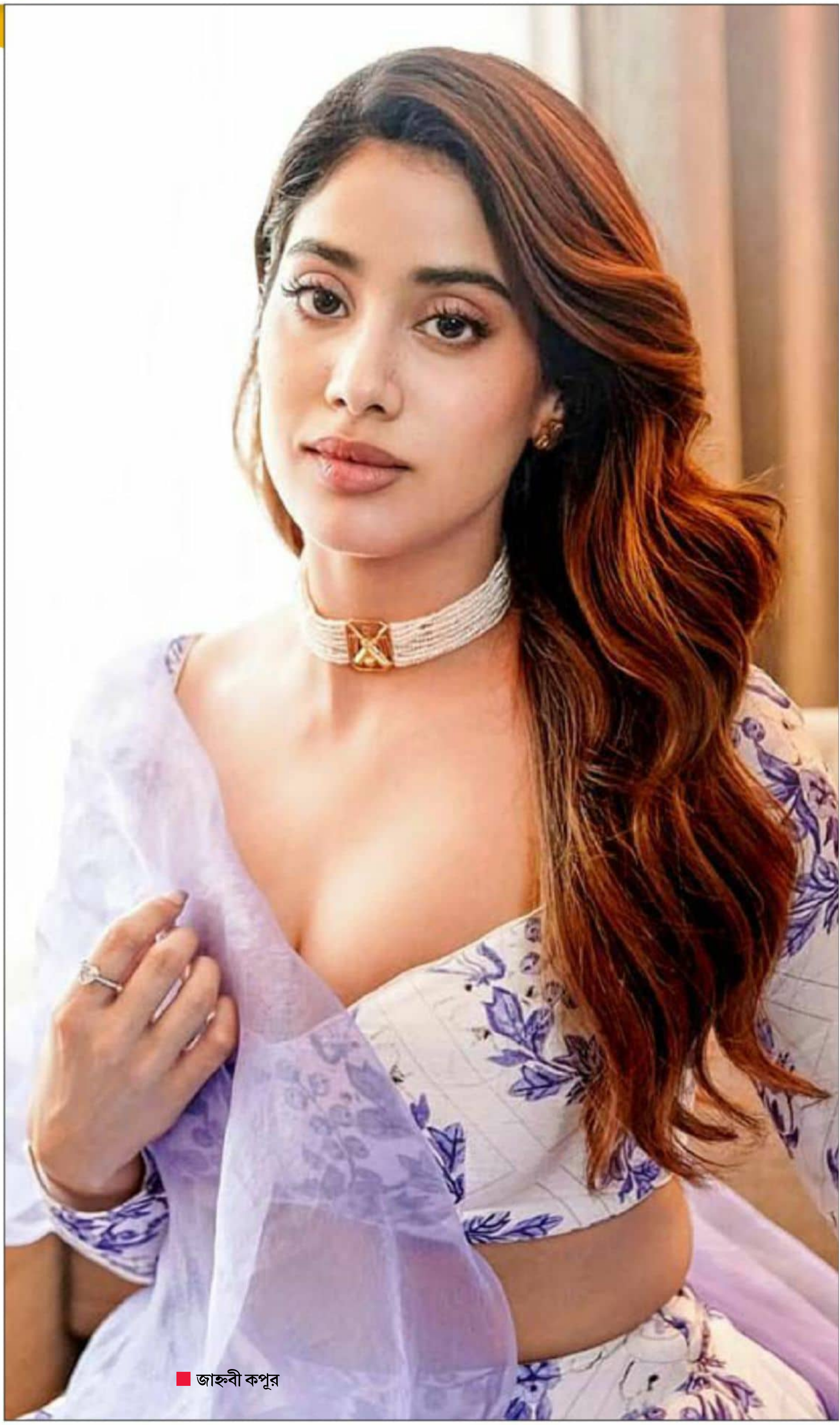
প্রেম করছেন অভিনেত্রী মিশমি দাস। বর্তমানে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝনক' ধারাবাহিকের হাত ধরে, মুম্বইয়ে স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে তাঁর। সেখানে গিয়েই সুখবর দিলেন অভিনেত্রী। প্রকাশ্যে আনলেন প্রেমিকের ছবি। তাঁদের দু'জনের একান্তে কাটানো ছবি এখন ভাইরাল সর্বত্র। মিশমির মনের মানুষের নাম সুজন দাশগুপ্ত। গানের জগতের মানুষ তিনি। কলকাতার ছেলে সুজন এখন কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে থাকেন। সেখানে গিয়েই আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে তাঁদের সম্পর্ক। সুজনই যে তাঁর মনের মানুষ, তা মিশমি নিজেই জানিয়েছেন। আপাতত মুম্বইতেই পাকাপাকিভাবে থাকার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।



■ প্রেমিকের সঙ্গে মিশমি

প্রেমে মশগুল

লন্ডনের রাস্তায় প্রেমিক-যুগল। কথা হচ্ছে জাহ্নবী কপূর ও তাঁর চর্চিত প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়াকে নিয়ে। প্রায়শই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন তাঁরা। এবার লন্ডনের রাস্তায় দেখা মিলল তাঁদের। লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছেন জাহ্নবী-শিখর। শোনা গিয়েছে, সঙ্গে রয়েছেন জাহ্নবীর বোন খুশিও। এর আগেও একাধিকবার ফ্রেমবন্দি হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু একান্তে খুব কম সময়ই ছুটি কাটাতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে সাধারণ পোশাকে লন্ডনের রাস্তায় ঘুরছেন এই জুটি। উল্লেখ্য, শিখরের সঙ্গে জাহ্নবীর সম্পর্ক মেনে নিয়েছেন বনি কপূরও। তবে শুধু একান্তে সময় কাটানো নয়, জাহ্নবী জানিয়েছেন, যে কোনও সময়ে, যে কোনও বিপদে তিনি পাশে পান তাঁর 'শিখু'কে।



জাহ্নবী কপূর

আমির-কথা

‘লাল সিং চড্ডা’র ব্যর্থতাকে কিছুটা হলেও ভোলাতে পারবে আমিরের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘সিতারে জ়মিন পর’। কিন্তু এই ছবি মুক্তির আগেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমির খান। ছবির ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর আমির। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর এই ছবি মুক্তি পাবে না কোনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। প্রথম দিনে এই ছবি একেবারেই আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। তবে দমে না গিয়ে অভিনেতা জানিয়েছেন, ইউটিউবে এই ছবি দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেটাও অর্থের বিনিময়ে। এখন দেখার, আমিরের এই পদক্ষেপ কতটা সার্থকতা পায়।



আমির খান

মন্নতে বিপত্তি

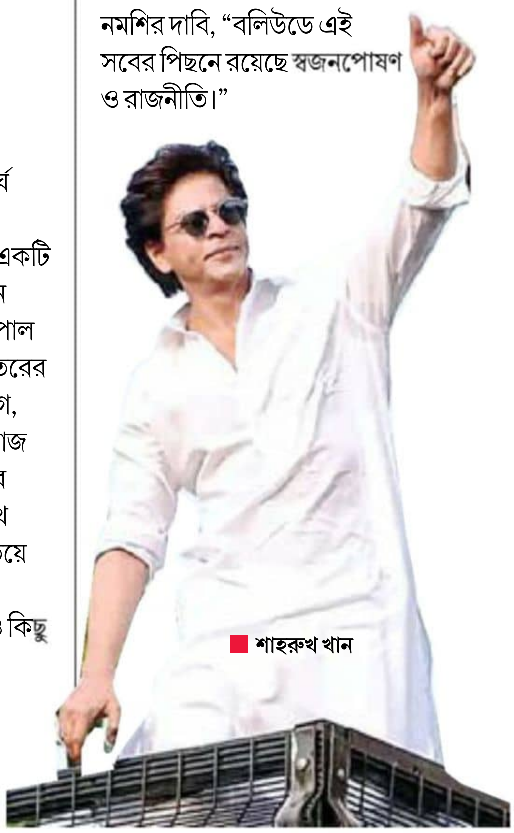
মেরামতির নামে বেআইনি কাজ চলছে শাহরুখের বাড়ি মন্নতে? মন্নতের বিলাসবহুল বাংলো এবং সাততলা প্রাসাদকে নতুন রূপ দিতে চলেছে খান পরিবার। সেই কারণেই শুরু হয়েছে দীর্ঘ মেরামতির কাজ। বর্তমানে পরিবারসহ শাহরুখ রয়েছেন বান্দ্রার পালি হিলের একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে। এরই মধ্যে একদিন মন্নত পরিদর্শনে যায় বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের লোকজন এবং বন দফতরের একটি টিম। এক সমাজকর্মীর অভিযোগ, অনুমতি ছাড়াই অতিরিক্ত সংস্কারের কাজ চলছে মন্নতের ভিতরে। কিন্তু শাহরুখের টিমের পাল্টা দাবি, তাদের কাছে যথাযথ অনুমতিপত্র রয়েছে। সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন শাহরুখে আপ্ত-সহায়ক পূজা দদলানি। শাহরুখের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানা যায়নি।



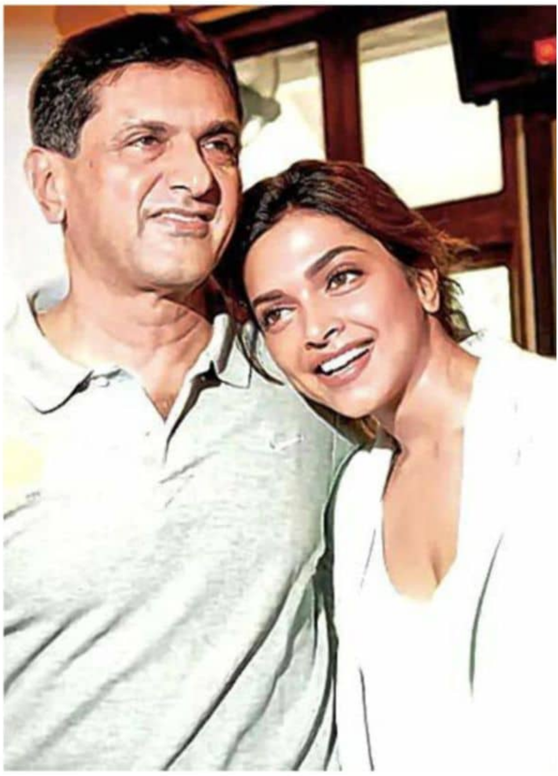
মিঠুন এবং নমশি

বিস্ফোরক মিঠুন-পুত্র

বলিউড হোক বা টলিউড, ফিল্মি দুনিয়ায় জায়গা করে নিতে পারেননি মিঠুন চক্রবর্তীর দুই পুত্র। তবে এবার মিঠুন-পুত্র নমশি হাত লাগিয়েছেন পরিচালনার কাজে। বাবা-মাকে এক ফ্রেমে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। কিন্তু এরই মধ্যে বলিউড-বিরুদ্ধ হয়ে উঠলেন নমশি। তাঁর অভিযোগ, বলিউডে পদবি দেখে কাজ পাওয়া যায়, প্রতিভা দেখে নয়। এছাড়া বলিউডের মানুষদের প্রতারক আখ্যাও দিয়েছেন তিনি। নমশির ব্যাখ্যা, এক সময় তাঁর বাবা একাধিক কম বাজেটের ছবিতে, কম পারিশ্রমিকে কাজ করেছেন। অথচ সেই ছবিগুলো ছিল হিট। কিন্তু মিঠুনের এই কৃতিত্ব নাকি অনেকেই স্বীকার করে না। বাবার প্রসঙ্গ টেনে নমশির দাবি, “বলিউডে এই সবের পিছনে রয়েছে স্বজনপোষণ ও রাজনীতি।”



শাহরুখ খান



বাবা প্রকাশের সঙ্গে দীপিকা

বাবা-মেয়ের সংযোজন

বাবার সঙ্গে জুটিতে নতুন অভিযানে দীপিকা পাড়ুকোন। দীপিকার বাবা প্রকাশ পাড়ুকোন একজন স্বনামধন্য ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। সম্প্রতি তিনি ঠিক করেছেন ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ স্কুল খুলবেন। দেশের ১৮ টি শহরে মোট ৭৫টি প্রশিক্ষণ সেন্টার খোলার পরিকল্পনা করেছেন প্রকাশ। এই কাজে তাঁকে সঙ্গ দেবেন কন্যা দীপিকা। আসলে দু’জনে পরিকল্পনা করেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্কুলের নাম ঠিক করেছেন, ‘দ্য পাড়ুকোন স্কুল অফ ব্যাডমিন্টন’। আপাতত তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন শহরে নিজেরাই ঘুরবেন। এবং ঠিক করবেন, কোথায় কোথায় সেন্টার খোলা যথাযথ।

আমার মনে হয়, থিয়েটার আমার জন্য

প্র আপনার প্রোফাইলে দেখলাম লেখা আছে, স্থপতি ও থিয়েটার অভিনেত্রী। আপনি কি তাহলে আগে নিজেকে স্থপতি ভাবেন, তারপর অভিনেত্রী?

ওহ্ বাবা! এটা খুব আনফেয়ার প্রশ্ন (হাসি)। আসলে, আমি দু'টি পেশাকেই সমান গুরুত্ব ও সময় দিতে চাই। তাই চাই, মানুষ আমাকে দু'টি ভূমিকাতেই মনে রাখুন।

প্র অভিনয়ে এলেন কী করে?

আমার পরিবারে পারফর্মিং আর্টসকে কখনও শখ বা হবি হিসেবে দেখা হত না, জীবনযাপনের অঙ্গ হিসেবে দেখা হত। মা-বাবা কখনও পারফর্মিং আর্টসকে পড়াশোনার চেয়ে কম কিছু বলে মনে হতে দেননি। কলকাতাতেই জন্ম ও বড় হওয়া আমার। ছোটবেলায় ভরতনাট্যম শিখি, ধ্রুপদী সঙ্গীত শিখি, ফাইন আর্টস শিখি। সবকিছু কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশিই চলছিল। যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি। পরিবারে পড়াশোনা ও শিল্পচর্চা দুই-ই করতেন সকলে। বাবা আইআইএম-এর ছাত্র ছিলেন। রবিবার পরিবারের সকলে মিলে বসে ক্লাসিকাল মিউজ়িকের রেকর্ড শুনতাম। গানের কনফারেন্সে যেতাম। শিল্পচর্চা শুধু নয়, থিয়েটার দেখা, গান শুনতে যাওয়া...সবকিছু নিয়মিত করতাম আমরা। একবার আমার ভরতনাট্যম পারফরম্যান্স দেখে একজন পরিচালক জিজ্ঞেস করেন, আমি থিয়েটার করতে চাই কি না। আমি রাজি হই। প্রথম নাটক ছিল বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া', হিন্দিতে। বুঝে যাই, এটাই করতে চাই আমি।

প্র আর স্থাপত্য?

প্রথম নাটকের পর নাগপুরে স্থাপত্য নিয়ে পড়াশোনা করতে যাই। ইন্টার্নশিপ করি আমদাবাদে। স্থপতি হিসেবে মুম্বইয়ের একাধিক নামী ফার্মে চাকরির সুযোগ পাই। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিই কলকাতায় ফেরার। দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতের তুলনায় কলকাতায় আর্কিটেকচারে অত কাজের সুযোগ ছিল না। আমি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড মেডেলিস্ট। আমার অধ্যাপকরাও অবাক হয়েছিলেন কলকাতায় আসতে চাই শুনে। কলকাতায় থাকলে



তাঁর ডিজ়াইন করা দুটো ঘর (উপর ও নীচে)



স্থপতি এবং অভিনেত্রী, একইসঙ্গে দুটো পেশায় সমানভাবে সময় দিচ্ছেন তিনি। 'রামপ্রসাদ কি তেরভি'-তে তাঁর কাজ চোখে পড়ে। এর সঙ্গে থিয়েটার শিল্পী হিসেবেও তাঁর কদর বাড়তে থাকে। সামনেই মুক্তি পাবে তাঁর প্রথম বাংলা ছবি 'ডিয়ার মা।' সবকিছু নিয়ে আলোচনায় **অনুভা ফতেপুরা**। সামনে **আসিফ সালাম**

থিয়েটার করতে পারব, সেই টানেই ফেরা।

প্র থিয়েটার থেকে সিনেমায় কীভাবে এলেন?

৩০ বছর হয়ে গেল থিয়েটারে। মুম্বইয়ের একটি প্রোডাকশন হাউজ়ের হয়ে পৃথ্বী থিয়েটারে পারফর্ম করি। সেখানে সীমা পাহওয়া এসেছিলেন দেখতে। ওঁর একটি ছবির চরিত্রের জন্য উনি আমাকে অ্যাপ্রোচ করেন। 'রামপ্রসাদ কি তেরভি'-তে কাজ করি। আমি কলকাতাতেই থাকি মূলত। কাজের সূত্রে এদিক ওদিক যেতে হয়। আমার নিজস্ব ডিজ়াইন স্টুডিয়ো আছে।

প্র এতগুলো দিক একসঙ্গে ব্যালান্স করা কতটা কঠিন?

মাঝে মাঝে একটু কঠিন মনে হয়। আমি ভাগ্যবান যে, আমার ফার্মে দারুণ টিম আছে। আমার সহকর্মীরা মজা করে বলে, শুটের ফাঁকে ভ্যানিটি ভ্যানে বসেও নাকি আমি অফিস করি (হাসি)! এখন হাইব্রিড মডেলে কাজ করাও সুবিধের।

প্র থিয়েটারের অনেক অভিনেতাই বাণিজ্যিক ছবিকে একটু এড়িয়ে যেতে চান। মঞ্চ আর বাণিজ্যিক ছবির মধ্যে বিভাজন মানেন আপনি?

মঞ্চ আর সিনেমা, দুটো আলাদা মাধ্যম। ফলে, অভিনেতার ক্রাফটও দু'ক্ষেত্রে আলাদা হয়। স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো মঞ্চ হোক বা সিনেমা, অ্যাপ্রোচ একই রকম থাকে। কিন্তু ক্যামেরার সঙ্গে অভিনেতার সম্পর্ক আর মঞ্চের অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক আলাদা। সিনেমায় রিটেকের সুযোগ আছে। মঞ্চে নেই। আমার মনে হয়, থিয়েটার আমার জন্য দারুণ ট্রেনিংয়ের জায়গা। অভিনেতা হিসেবে আমাকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে থিয়েটার।

প্র স্থাপত্য ও অভিনয়ের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পান?

দুটো সত্তার মধ্যে একটা আদান প্রদান তো হয়।

প্র 'ডিয়ার মা'তে অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

টোনিদা ও টিমের সঙ্গে কাজ করা সব সময়ই



দারুণ ট্রেনিংয়ের জায়গা: অনুভা ফতেপুরা



ফোটো: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য

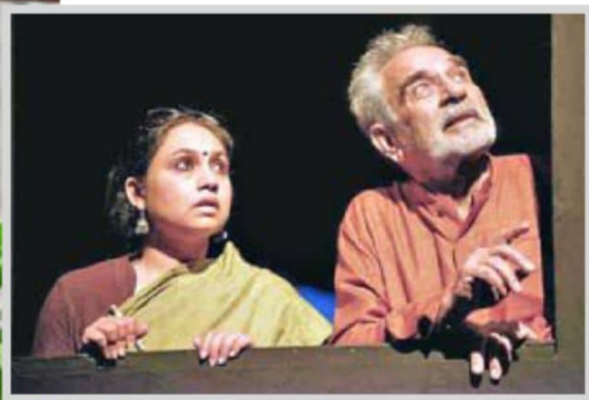
আনন্দের। দ্বিতীয় বার ওঁর সঙ্গে কাজ করছি। ‘লস্ট’-এ ছোট চরিত্র করেছি এর আগে। উনি যে ভাবে স্ক্রিপ্ট বাছেন, যেভাবে অ্যাপ্রোচ করেন, যেভাবে অভিনেতাদের পরিচালনা করেন, আমার ভাল লাগে। হি স্পয়েলস এভরিবডি অন দ্য সেট। আমার চরিত্র একজন গৃহসহায়িকার, যে পরিবারের সদস্যের মতোই।

প্র এরপরে আর কী-কী আসছে?

ধর্মা প্রোডাকশনের সঙ্গে একটি কাজ আসছে। মুম্বইতে আমার কোনও এজেন্ট নেই। কাস্টিং ডিরেক্টরের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় ওখানে। মুম্বইতে এই পদ্ধতিতেই কাজ হয়।

প্র বাংলা ছবি করছেন না?

অনেক আগে দু’তিনটে অফার এসেছিল। কিন্তু তখন ফিল্মের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। থিয়েটার ও আর্কিটেকচার নিয়েই ব্যস্ত



নাটকের মঞ্চে কুলভূষণ খরবান্দার সঙ্গে

ছিলাম। তারপর বাংলায় আর কাজের অফার আসেনি। গত ১০-১৫ বছরে এই ছবিটিই প্রথম বাংলা ছবি, যার অফার পেলাম।

প্র পছন্দের কোনও পরিচালক, যাঁর সঙ্গে কাজ করতে চান?

সুজিত সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চাই। ওঁর সঙ্গে দু’টি বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি।

প্র আর বাংলায়?

পরিচিত পরিচালকদের সঙ্গে তো সকলেই কাজ করতে চান। আমি স্বল্প পরিচিত, নতুনদের সঙ্গেও কাজে আগ্রহী। বছর দুয়েক আগে একটি শর্ট ফিল্ম করেছিলাম, হিন্দিতে। সেই ছবি এখন ফেস্টিভ্যালে ঘুরছে।



২৭ বছরের শাপমুক্তি

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে চোকার্স তকমা মুছে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সৌজন্যে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার। লিখেছেন **সায়ক বসু**

এমন একটি দেশ, যারা ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিল সেই ১৮৮০ সালে। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার পর। তৃতীয় দেশ হিসেবে। কিন্তু রাজনীতি এবং বিদ্বেষের এমনই জের যে, কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারদেরই একঘরে করে রাখা হয়েছিল। সাতের দশকের অ্যাপার্থাইড (কৃষ্ণাঙ্গ বিভাজন) বিপুল মাত্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটের ক্ষতি করেছিল। নির্বাসিত হতেও হয়েছিল। এর জেরে বোর্ডকে একটি নিয়ম করতে হয়। দলে কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটারদের নির্দিষ্ট সংখ্যার 'কোটা' রাখা হয়। কিন্তু এতে যে ক্রিকেট দলের অভ্যন্তরের স্বাভাবিক চলন শুধু ব্যাহত হয়েছে তাই নয়, বর্ণবিদ্বেষের সমস্যা কিছু বছর আগে পর্যন্ত বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। যে কারণে এনগিডির মতো কৃষ্ণাঙ্গ বোলারকেও দলে বিভাজনের সমস্যা নিয়ে মুখ খুলতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মত, ঠিক এই বোঝাপড়ার অভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকা ২৭ বছর কোনও আইসিসি ট্রোফি জিততে পারেনি। বহুবার চোকার্স তকমা নিয়ে তীরে এসে তরী ডুবিয়েছে।

কিন্তু ভাগ্যের কী অপূর্ব খেলা দেখুন, এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারের হাত ধরেই কি না



■ ট্রোফি নিয়ে ছেলের সঙ্গে বাভুমা

ওয়র্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ২৭ বছরের শাপমুক্তি ঘটল দক্ষিণ আফ্রিকার। এবং সেই ক্রিকেটার, টেম্বা বাভুমা, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় শ্লেষের জবাব দিলেন। কম উচ্চতা, গুরু নিতম্ব, কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ককে কম বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে গিয়েছেন। এবং শেষ ১০ টেস্টে ৯টিই জিতে আদায় করে নিয়েছেন সতীর্থদের সমীহ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হ্যামস্ট্রিংয়ের টান নিয়েও যেভাবে টেম্বা এবং তাঁর সতীর্থ মার্করাম অস্ট্রেলিয়ার পেস অ্যাটাকের বিরুদ্ধে লড়াই কে জিতলেন, তাতে শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে বিশ্বের প্রতিটি কোণে। মার্করাম, টেম্বা, কাগিসো রাবাডা,



■ দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্টার্ক, কামিন্স, হেজ়েলউড



■ সেঞ্চুরির পরে মার্করাম, সঙ্গী বাভুমা



■ সতীর্থদের সঙ্গে বাভুমা



■ রাবাডা হলেন জয়ের অন্যতম স্তম্ভ

লুনগি এনগিডিরা যেন ভুলিয়ে দিলেন সমস্ত বিভাজন এবং করলেন বিশ্বজয়। তবে এই জয় সহজ ছিল না। প্রথম ইনিংসে রাবাডার পাঁচ উইকেটের জেরে অস্ট্রেলিয়াকে ২১২ রানে আটকে রাখা গেলেও, দক্ষিণ আফ্রিকা আউট হয়ে যায় ১৩৮ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে এনগিডি ভাল বল করেন। ফলে প্রোটিয়াদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৮২ রানের। সেই অসাধ্যসাধনই চোট নিয়ে করলেন বাভুমা এবং মার্করাম। শেষে যখন জিতে গেছেন, তখন টেম্বা কোনও উচ্ছ্বাস দেখাননি। চেয়ারে বসে শুধু হাততালি দিচ্ছেন। তবে তাঁর চোয়াল বুঝিয়ে দিল, কত সমালোচনার জবাব দিয়েছেন তিনি। এখন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় হিরো হিসেবে উঠে এসেছেন বাভুমা। বিদ্রুপ সরে গিয়ে, তাঁকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে গান। কিন্তু এই জয়ের চেয়েও বাভুমা যাতে প্রাধান্য দিচ্ছেন, তা হল এক বিভাজনহীন দল। তিনি জানিয়েছেন, "এই জয়ের পরে আমাদের কাছে জাতি হিসেবে একটা সুযোগ এসেছে। আমাদের যত বিভাজন আছে, সেগুলোকে মুছে একত্রিত হওয়ার। এবার একসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী হিসেবে আমরা সেলিব্রেট করব।" যদি সত্যিই বাভুমার ঘোষণা সত্যি হয়, তা হলে তা চোকার্স তকমা উঠে যাওয়ার চেয়েও বেশি গর্বের।



■ মিমি চক্রবর্তী

মিমির বার্তা

মিমির আগামী ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'। সেই ছবির শুটিংয়ে বর্তমানে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন অভিনেত্রী। উত্তরবঙ্গেরই মেয়ে তিনি। তাই পাহাড়ের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার বার্তা দিয়েছেন। শুটিংয়ের ফাঁকে ঘুরে দেখছেন আশপাশ। কখনও ডায়েট ভুলে মন দিচ্ছেন নুডুলসে। কখনও বা সময় কাটাচ্ছেন সারমেয়দের সঙ্গে। তবে তার পাশাপাশি পাহাড়ি রাস্তায় যে সব প্লাস্টিক পড়ে রয়েছে, সেগুলোও কুড়িয়ে ফেলছেন। সকলকে অনুরোধ করছেন, এসব নিজের ব্যাগে কিংবা গাড়িতে রাখতে। সদ্য 'রক্তবীজ টু'র শুটিং শেষ করেছেন অভিনেত্রী। এরই মধ্যে আবার একই প্রযোজনা সংস্থা, উইন্ডোজের ছবির কাজ শুরু করলেন তিনি।

বিসর্জনের কাজ শেষ ঋত্বিকের

এখনও পর্যন্ত ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে একসঙ্গে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'ভিঞ্চিদা'-তে। এই প্রজন্মের অন্যতম দুই গুণী অভিনেতাকে একসঙ্গে দেখার ইচ্ছে দর্শকদের মধ্যে প্রবল। সেই কাজটা বেশ কয়েক মাস আগে সম্ভবপর করেছিলেন জয়রাজ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নিয়ে ছবি পরিচালনা করেছিলেন তিনি। সেখানে অভিনয় করেছিলেন অনির্বাণ এবং ঋত্বিক। তারপরে ছবিটির কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। এবার খবর দিলেন ঋত্বিক স্বয়ং। জানালেন, তাঁর ডাবিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে ছবি মুক্তিতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। কিছু প্ল্যান হয়তো আছে পরিচালকের। বাইরের ফেস্টিভ্যালে নিয়ে যাওয়ার।



■ ঋত্বিক চক্রবর্তী



■ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। (নীচে) পার্থ ভৌমিক

কেন্দ্রে করালিবাবু

'আবার প্রলয়' সিরিজ়ের করালিবাবুকে মনে আছে? অনিমেষ দত্তকে যিনি 'হ্যালো স্যর' বলে ডাকছিলেন? সেই করালিবাবুকে কেন্দ্রে রেখেই রাজ চক্রবর্তী প্রলয় সিরিজ়ের স্পিন অফ আনতে চলেছেন। সেখানে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় অনিমেষ দত্ত হিসেবেই থাকবেন, কিন্তু গল্প আবর্তিত হবে করালিবাবুকে ঘিরে। এবং এই চরিত্রে আগের মতোই থাকবেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। রাজের এই গল্প নিয়ে খুব বেশি কিছু জানা না গেলেও, শোনা যাচ্ছে, সুন্দরবন অঞ্চলেই হয়তো ঘুরপাক খাবে গল্পের আখ্যান।



কফিপ্রেমী জয়া

কফির প্রতি বিশেষ ভালবাসা রয়েছে তাঁর। তাই নিজের বাংলাদেশের অফিসের জন্য জয়া আহসান রেখেছেন এক বারিস্তা, যিনি সবরকমের কফি বানাতে পারেন। এমনিতে ব্ল্যাক কফি বা আমেরিকানোর ভক্ত হলেও, জয়ার বিশেষ পছন্দ ইতালিয়ান ‘পিকোলো’। তাঁর কথায়, “পিকোলো কফি অনেকটা এসপ্রেসো শটের মতো দেখতে হলেও, তাতে কিন্তু দুধ থাকে। আমন্ড মিল্ক এবং ফোম দিয়ে বানানো। তবে বাংলাদেশ বা ভারতে কেউ তেমন ভাল পিকোলো বানাতে পারেন না, যেমনটা আমার অফিসে আমি পাই।” পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নানা ধরনের কফি সংগ্রহ করতে ভালবাসেন জয়া আহসান।



জয়া আহসান



■ রেচেল জ়েগলার

ভালবাসায় রেচেল

নেটদুনিয়ার ফ্যানদের মন জয় করে নিলেন ‘স্নো হোয়াইট’ খ্যাত অভিনেত্রী রেচেল জ়েগলার। ইদানিং তিনি অ্যান্ড্রু লয়েড ওয়েবারের মিউজ়িক্যাল ‘এভিটা’-তে অভিনয় করছেন। শো শেষে থিয়েটারের বাইরে তাঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল দর্শক। এবং কিছু লোক তাঁর খুব কাছে চলে আসায় যখন তাঁর দেহরক্ষী তাদের সরিয়ে দেন, তখন তাঁর উদ্দেশে কটুকথা বর্ষিত হয়। দেহরক্ষীর সম্মান রক্ষার্থে দর্শকের কাছে হাতজোড় করে রেচেল বলেন, ‘ড্যানি শুধু নিজের কাজ করছে, ওকে কেউ খারাপ কথা বলবেন না প্লিজ়।’ দেহরক্ষীর সম্মানের জন্য রেচেলের এই ব্যবহার নেটিজ়েনদের মন ছুঁয়ে গেছে। সাপোর্ট স্টাফদের কথা কে-ই বা ভাবে আজকাল!



■ স্কারলেট ইয়োহানসন

ইনস্টা-দ্বার খুলে

ব্র্যাড পিট, জর্জ ক্লুনি, ক্রিস্টান স্টুয়ার্ট, জেক জিলেনহালের মতো স্কারলেট ইয়োহানসনও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে একটু পুরনোপন্থী। তাঁরা ইনস্টাগ্র্যামের অনুপস্থিত। তবে স্কারলেট জড়তা কাটিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন ইনস্টা-তে। নিজের মেকআপ ব্র্যান্ড লঞ্চ করার সময়, তাঁর পার্টনার তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন ব্র্যান্ডের প্রমোশনের জন্য। তবে তাতে রাজি হননি স্কারলেট প্রথমে। নেটদুনিয়ায় আসার আগে তিনি রীতিমতো মনোবিদের কাছে কাউন্সেলিং করিয়েছেন নিজের জড়তা কাটানোর জন্য। নিজের ব্যক্তিজীবনের কতটা সামনে আনবেন, তা নিয়ে তাঁর ভয় ছিল। তবে দর্শকের কাছে ‘নকল’ মানুষটিকে তিনি তুলে ধরতে চান না। এই দ্বিধা কাটানোর জন্যই পেশাদার থেরাপিস্টের সাহায্য নিয়েছিলেন স্কারলেট।



■ রায়ান গসলিং ও ইভা মেন্ডেস

পরিচ্ছন্নতার প্রেমে

ইভা মেন্ডেস এবং রায়ান গসলিং এতবছর ধরে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবন বেশ গোপনেই রেখেছেন। একসঙ্গে ছবিশিকারিদের সামনে ছবি তোলেন না। কোনও অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে একসঙ্গে যান না। তবে সম্প্রতি সেই গোপনীয়তার রীতি ভেঙে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন ইভা। তিনি বলেছেন, তাঁর পরিবারে রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়ম। কিউবান পরিবারগুলোতে সপ্তাহান্তে বাড়ি পরিষ্কার করার রীতি আছে। রায়ান এবং ইভা যখন প্রথম প্রথম ডেট করা শুরু করেন, তখন তাঁর বাড়িতে এসে রায়ানও রান্নাঘর পরিষ্কারে হাত লাগান। রায়ান ও ইভার পরিচ্ছন্নতার প্রতি ভালবাসা দু’জনকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।

দস্যুরূপে সৎ কাজে

জনি ডেপ কেরিয়ারে অনেক ভাল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু ‘পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ন’ সিরিজ়ের ‘জ্যাক স্প্যারো’ হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা তুমুল। বিশেষত কমবয়সিদের মধ্যে। সম্প্রতি তিনি স্পেনে একটি ছবির শুটে রয়েছেন। এবং মাদ্রিদে একটি হাসপাতালে মারণ রোগে আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন হঠাৎই। ছোটদের প্রিয় জলদস্যু জ্যাক স্প্যারোর মতো সেজে তিনি বাচ্চাদের চমকে দিয়েছেন। সারাদিন ধরে অসুস্থ বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের মন জয় করে নিয়েছেন।



■ বাচ্চাদের হাসপাতালে জ্যাক স্প্যারো-রূপে জনি ডেপ



অবশেষে অস্কার

টম ক্রুজ়ের ফ্যানরা তাঁর অস্কার পাওয়া নিয়ে যে আশা রেখেছিলেন, তা বৃথা যায়নি। ‘দি অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস’ ঘোষণা করেছে যে নভেম্বর মাসে টম ক্রুজ়কে অনারারি অস্কার দেওয়া হবে। হলিউড সিনেমায় তাঁর অবদানের জন্য। অনেকটা জীবনকৃতি সম্মানের মতো। টম নিজের কেরিয়ারে চার বার মনোনয়ন পেয়েছেন অস্কারের মূল প্রতিযোগিতায়। সেরা অভিনেতা দু’বার (১৯৯০-এ ‘বর্ন অন দ্য ফোর্থ অফ জুলাই’ এবং ’৯৭-এ ‘জেরি ম্যাগোয়াইয়ার’-এর জন্য), একবার সেরা সহ-অভিনেতা বিভাগে (২০০০ সালে ‘ম্যাগনোলিয়া’র জন্য) এবং সেরা ছবি বিভাগে ‘টপ গান ম্যাভেরিক’-এর জন্য। কিন্তু প্রতিবার অস্কার তাঁর অধরাই থেকে গিয়েছে। এবারের অস্কার অনারারি হলেও, টমের ফ্যানদের মনে অস্কারের মূল প্রতিযোগিতায় প্রিয় অভিনেতার বিজয়ের আশা কিন্তু দীপ্যমান।

টম ক্রুজ়

ি ি









সিতারে জ়মিন পর

পরাজয়ের মধ্যেও জয় রয়েছে

পরিচালনা: আর এস প্রসন্ন
অভিনয়: আমির খান,
জেনেলিয়া ডি সুজ়া প্রমুখ

6/10

‘তারে জ়মিন পর’এর সিকোয়েল নয় এ ছবি। হতে পারে, কিছুটা স্পিরিচুয়াল সিকুয়েল। আগের ছবির মূল বিষয়বস্তু ছিল ডিসলেক্সিয়া। এবারে ডাউন সিনড্রোম ও অটিজ়মের মতো ইন্টেলেকচুয়াল ডিজ়এবিলিটি নিয়ে কাজ করেছেন পরিচালক আর এস প্রসন্ন। তবে ইন্টেলেকচুয়াল ডিজ়এবিলিটি নিয়ে ছবি মানেই যে তা জ্ঞান গর্ভে ঠাসা হবে, সেই ছকের বাঁধা ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছেন নির্মাতারা। পরিচালক এর আগে ‘শুভ মঙ্গল সাবধান’ ছবিতে উদার চিন্তাভাবনাকে বিষয় করে এগিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছবি ছিল মজার ছন্দে বাঁধা। এবারেও অটিজ়ম, ডাউন সিনড্রোম নিয়ে বলতে গিয়ে ছবিজুড়ে নানা মজার কাণ্ডকারখানা, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ দর্শককে বুঁদ করে রাখবে। তবে ‘শুভ মঙ্গল...’এর মতো এই ছবিও রিমেক। স্প্যানিশ ‘কাম্পেয়োনেস’-এর রিমেক হলেও,এই ছবি দেখতে গিয়ে রিমেক ছবির অনুভূতি আসবে না। দিল্লি বাস্কেটবল টিমের সহকারী প্রশিক্ষক গুলশন ওরফে গুল্লু (আমির খান) প্রশিক্ষণ দিতে আসে বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের। তাদের নিয়ে যারপরনাই জেরবার হয়ে যায় সে। গুল্লু মোটেও সংবেদনশীল নয়। ‘তারে জ়মিন পর’-এর রামশঙ্কর নিকুম্ভের একেবারে বিপরীত মেরুর চরিত্র সে। তবে, গল্প নিয়ে মাঝে মাঝে একটু বেশিই সাবধানী মনে হয়েছে পরিচালককে। ‘আপনা আপনা নর্মাল’ই যদি ছবির ট্যাগলাইন হয়, তাহলে স্বাভাবিকত্বের ধারণা নিয়ে অত বাক্যালাপের প্রয়োজন ছিল না বোধহয়। এ ছবির প্রাণ রিয়েল লাইফ অভিনেতারা। বান্টু (বেদান্ত শর্মা), গুড্ডু (গোপীকৃষণ বর্মা), শর্মাজি (ঋষি সাহানি), হরগোবিন্দ (নমন মিশ্র), লোটাস (আয়ুষ ভনশালী), সৎবীর (আরুষ দত্ত), গোলু (সিমরন মঙ্গেশকর), সুনীল (আশিস পেন্দসে)-সহ সকলে মন জয় করে নিয়েছেন। জেনেলিয়া ডি সুজ়াকে আমিরের স্ত্রীর চরিত্রে অনেকদিন পরে দেখে ভাল লাগে। তাঁর চরিত্রে আর একটু গভীরতা থাকলে ভাল হত। আর আমির ছক ভাঙলেও, অন্যতম সেরা অভিনয় তাঁর নয় এটি। সব মিলিয়ে মন ভাল করে দেওয়া, ফিল গুড ছবির মন্দার বাজারে এই ছবি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

পক্ষীরাজের ডিম

বিজ্ঞান ও কল্পনার মিশেল

পরিচালনা: সৌকর্য ঘোষাল
অভিনয়: মহাব্রত বসু, অনুমেঘা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবেশ রায়চৌধুরী, শ্যামল চক্রবর্তী, শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, অনুজয় চট্টোপাধ্যায়

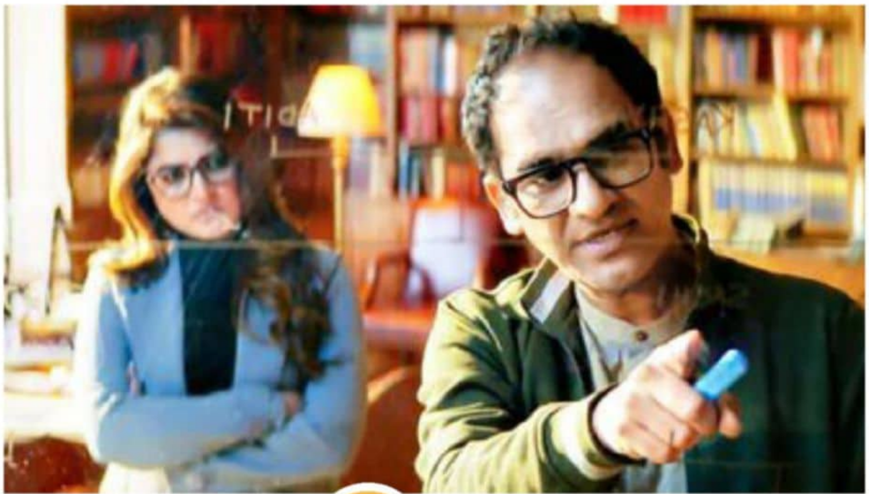
সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ছবিটি তৈরি করেছেন পরিচালক। কিন্তু গোটা ছবি জুড়ে সত্যজিতের কোনও আইকনিক সিনেমার ফ্রেমের রেফারেন্স নেই। সংলাপ নেই। চরিত্র নেই। যেটা আছে, সেটা হল নিপাট, নিটোল একটা গল্প। এবং সত্যজিতের লেখা ছোটদের কল্পবিজ্ঞানের গল্পের বৈঠকি আমেজ। শুধু সত্যজিৎ কেন, ঘোঁতন এবং পপিন্সকে নিয়ে তৈরি এই গল্পে লীলা মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেন। আকাশগঞ্জ নামে একটা গ্রামে আছে একটা ইউএফও মন্দির। সেখানে পক্ষীরাজের ডিমের একটা অংশ পায় ঘোঁতন (মহাব্রত)। সেই ডিমের অদ্ভুত ক্ষমতা। তার সাত রং হাসি-কান্না-রাগ-ভাবনা ও ভাবনাহীন শূন্যতাকে ধরিয়ে দিতে পারে। সেই ডিম নিয়ে ঘোঁতন, পপিন্স আর বটব্যালস্যার কীভাবে দুষ্টু লোকেদের হাত থেকে বাঁচে (বা বাঁচে না), তাই নিয়েই ছবির গল্প। এই কল্পবিজ্ঞানের ছবিটার মজা হচ্ছে, ফ্যান্টাসি কোনও অবাস্তব কষ্ট কল্পনা থেকে আসেনি। প্রত্যেকটি ম্যাজিকের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে তৈরি



6.5/10

হয়েছে কল্পনার রসদ। স্রেফ আখ্যানভঙ্গির জোরে পরিচালক ভিএফএক্সের বিপুল খরচও এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। বুঝতে কোথাও কোনও অসুবিধে হয় না। ছবিটি শুরুর পরে দেখতে একটু খাপছাড়া লাগতে পারে। দৃশ্যগুলো যেন একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না। কিন্তু গল্পের শেষে গিয়ে বোঝা যায় কেন এই খাপছাড়াভাব। এবং শেষের হালকা টুইস্ট মন ভাল করে দেয়। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এই ছবিতে মহাব্রত যে অভিনয়টি করেছেন, তা অনেকদিন মনে থেকে যাবে। কী অনবদ্য সারল্য তাঁর চোখে মুখে! পপিন্স হিসেবে অনুমেঘা বেশ ভাল। অনির্বাণকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে বটব্যালস্যারের যুবক বয়সের গলা ও প্রবীণ বয়সের গলার স্বরে একটু

সঙ্গতি থাকলে ভাল হত। প্রশ্ন জাগে, চিঠি লিখতে লিখতেই যদি সিনিয়র বটব্যালের মৃত্যু হয়, তা হলে সেটি লুকোলেন কে? অনবদ্য লেগেছে শ্যামল চক্রবর্তী, শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী, সুব্রত সেনগুপ্ত ও অনুজয় চট্টোপাধ্যায়কে। তবে এই ছবির অন্যতম নায়ক সংগীত পরিচালক নবারুণ বোস। আবহ সংগীত যে গল্পের গতিকে এত বাড়িয়ে দিতে পারে, দর্শক মনে কল্পনার রেশকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে, এই ছবি না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।



রবীন্দ্র কাব্য রহস্য

6/10

অভিনব বিষয়ের কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ

পরিচালনা: সায়ন্তন ঘোষাল

অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, শ্রাবন্তী, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, সুজন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়

এমন অভিনব থ্রিলার হালে বাংলা সিনেমায় তৈরি হয়নি। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়া এবং তারপরের ১০০ বছর সময়কে নিয়ে, তার সঙ্গে কবির জীবন জুড়ে রহস্যের যে বেড়াজাল লেখক সৌগত বসু বুনেছেন, তাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই। লেখার দিক থেকে এই গল্প বেশ উঁচুদরের। দু'টি সময়ের সমান্তরাল রহস্য একসঙ্গে চলে। আর লেখক চিত্রনাট্যকারের এই ভাবনাকেই পর্দায় এনে ফেলেছেন সায়ন্তন ঘোষাল। স্বল্প বাজেটের কারণে তা অনেক সময় দানা বাঁধেনি, কিন্তু প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। অভীক (ঋত্বিক) এক রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যাপক। সে হঠাৎ একটি চিঠি পায়, যাতে রয়েছে একটি সংকেত। এবং এক কবুলনামা। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত একটি দুষ্প্রাপ্য জিনিসের খোঁজে অভীক যায় লন্ডন এবং সেই সময়তেই শুরু হয় একের পর এক খুন। খুনের সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁর সৃষ্টির? দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের আদৌ কোনও ভূমিকা ছিল কিনা বা তিনি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ছিলেন কিনা, সেইসব ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে ধরে এই থ্রিলার তৈরি হয়েছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে কবির জীবন। এমন লেখা থেকে ছবি তৈরি করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু সায়ন্তন খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে তা দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ভণ্ড রবীন্দ্রভক্ত, সফট ওয়ার, ভ্রান্ত বিশ্লেষণ... বিষয়গুলিকে চিত্রনাট্যে তুলে আনা হয়েছে। ঋত্বিক চক্রবর্তী বরাবরের মতোই ভাল অভিনয় করেছেন। হিয়া হিসেবে শ্রাবন্তীকে দেখতে যেমন সুন্দর লেগেছে, অভিনয়ও খুব ভাল করেছেন। সুজন, বিদীপ্তা, শান্তিলাল যথাযথ। রবীন্দ্রনাথ হিসেবে প্রিয়াংশুও ভাল। তবে স্বল্প পরিসরে বেশ ভাল লেগেছে ঋতব্রতকে। রবীন্দ্রনাথের ইমেজ নষ্ট করার জন্য সমাজ মাধ্যম যে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ছবিতে উঠেছে... কিন্তু যেভাবে রচনার লাইন তুলে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার সঠিক ব্যাখ্যাটিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরকার ছিল। ছবিতে জড়িয়ে থাকা ধাঁধাটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, খুনি যদি প্যাটার্ন মেনেই খুন করে, তা হলে সেটা ধরেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর কাছে পৌঁছতে পারল না কেন? কলকাতাতেই বা হওয়া খুনগুলোর সংযোগ কী? দারুণ লেগেছে দেবজ্যোতি মিশ্রর আবহ এবং রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার।

রাস

6.5/10

ফিরে দেখা সময়

পরিচালনা: তথাগত মুখোপাধ্যায়

অভিনয়: বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, অনসূয়া মজুমদার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, রণজয় বিষ্ণু, পারিজাত চৌধুরী

বাড়ি মানে কী? এক নিশ্বাসে 'রাস' উত্তর দেয় 'নিরাপদ আশ্রয়'। ছবির মতো ভেসে ওঠে পুরনো দিনের ফেলে আসা ছেলেবেলা। একটা লম্বা দালান, লোডশেডিং, ভাইবোনদের খুনসুটি, হ্যারিকেনের আলো, বড়দের আদর, আর... আর যা যা মনে পড়লে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়া যায়, সেই সব কিছু। এই ছবি একান্নবর্তী বাড়িতে বড় হয়ে ওঠা সকলের কাছে স্মৃতিমন্থনের একটা বড় জায়গা। একদিকে শহুরে ঝকঝকে জীবন, অন্যদিকে গ্রামের সহজ সরল স্বার্থহীন দিনযাপন। ঠিক টাইম মেশিনে চোখ রাখার মতো। চিত্রনাট্য আর চরিত্রদের প্রভাব এতটাই প্রবল, ভাল না লাগার মতো জায়গা খুব কম। ছবির শুরুতে পরিবার নিয়ে বিশেষ বর্ণনা নেই ঠিকই, কিন্তু সামান্য একটা গানের দৃশ্যের মাঝে অদ্ভুত ভাবে পরিবারের সকলের পরিচয় দেওয়ার যে মুহূর্ত, তা বড় নিঁখুত। গ্রামের প্রতিটা দৃশ্যে মন ভরবে। ক্যামেরার দক্ষতায় সব দৃশ্যেই নিজস্বতার প্রমাণ দিয়েছে। 'রাস উৎসব'-কে ঘিরে এই



ছবি। তাই রাস পূর্ণিমায় যা যা হয়, আদতে সেই সব কিছুই দেখানো হয়েছে ছবিতে। এবং তা বলপূর্বক নয়, খুব সাবলীল ভাবে। উপভোগ্য দৃশ্য পরিবারের সকলের এক

সঙ্গে কাটানো সব মুহূর্ত। প্রতিটি অভিনেতা ‘রাস’-এর মেরুদণ্ড। বিক্রম ভিন্ন ধারার নায়ক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলছেন। ‘রাস’ তার প্রমাণ। দেবলীনা কুমারও নিজেকে যথাযথ ভাবে মেলে ধরেছেন। অনির্বাণ চক্রবর্তী ও শঙ্কর দেবনাথ যেন ছবির দুই স্তম্ভ। অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় বরাবরই অন্য ধাঁচের। এই ছবিতেও তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিমল গিরির অভিনয় স্বল্প পরিসরে প্রবল ছাপ রাখে। ছোট ছোট চরিত্রে সকলের অভিনয় যথাযথ। রণজয়ের এই ছবিতে পরিসর খুব কম। আর তাঁর চরিত্রের শেষটাও খুবই অবাস্তব। ‘সৌমক’ নামের যে চরিত্রটিকে পর্দায় তুলে ধরার দায়ভার তাঁর ছিল, তাতে তিনি সময়ের জন্য খানিকটা পিছিয়ে পড়েছেন। রণজয়ের নিজেকে আরও বেশি ঘষামাজা করার প্রয়োজন রয়েছে। পারিজাত চেষ্টা করেছেন শহুরে ‘সাঁঝ’-কে আপন দক্ষতায় মেলে ধরতে। তবে সবশেষে খামতি থাকে বেশ কিছু জায়গায়। প্রথমত ছবিতে শব্দের প্রয়োগ নিয়ে আর একটু সাবধান হওয়া যেত। দ্বিতীয়ত, ছবির সময়কাল কমানো যেত বেশ কিছুটা।



চাবিওয়ালা

5.5/10

ভাল, কিন্তু গল্পে নতুনত্ব নেই

পরিচালনা: রাজা ঘোষ
অভিনয়: কৌশিক কর, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, রাহুল বন্দোপাধ্যায়

ধীর গতির, আবেগতাড়িত ছবি বলা যেতে পারে ‘চাবিওয়ালা’কে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ভাল সিনেমাও বলা যেতে পারে। গল্পে প্রতিটি চরিত্রই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা সকলেই জীবনেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আহত। সেই চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কী ভাবে তারা জীবনের মূল ছন্দে ফিরে আসবে, সেটাই ছবির মূল বিষয়বস্তু। গল্প খুব সাধারণ মানের, কিন্তু ভাল অভিনয়ে এগিয়ে যায় এই ছবি। চরিত্রগুলির মধ্যে যে বন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে, তা প্রশংসাযোগ্য। চিত্রনাট্য এবং ক্যামেরার কাজ উভয়ই খুব ভাল। তবে সংলাপ আরও খানিক উন্নত হতে পারত। বিশেষত মুখ্য চরিত্রদের কথোপকথন। আবেগঘন ছবি, তাই তাদের সংলাপে সেই ছাপ থাকার প্রয়োজন ছিল। শেষ দৃশ্যটি মনে থেকে যাওয়ার মতো। খুব বড় মাপের ছবি না হলেও, অনেকাংশে এগিয়ে থাকে এই ছবি।

গৃহপ্রবেশ

ফেলে আসা সময়ের দলিল

পরিচালনা: ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত
অভিনয়: শুভশ্রী, জিতু কমল, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সোহিনী সেনগুপ্ত, রুদ্রনীল ঘোষ

5.5/10

মা-বাবা, ভালবাসার মানুষ হারানো তিতলি (শুভশ্রী) বিয়ে হয়ে আসে উত্তর কলকাতার এক বনেদী বাড়িতে। কিন্তু স্বামী শাওন তাকে ছেড়ে চলে যায় ভিনদেশে। সে তিতলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না, পরিবারের সঙ্গেও না। স্বামী-পরিত্যক্ত তিতলি শ্বশুর-শাশুড়ির আশ্রয়ে হয়ে ওঠে বাড়ির অভিভাবক। সে বিশাল বাড়িতে শুরু করে হোমস্টে। এক ঝোড়ো মহালয়ার দিনে আসে হোমস্টে-র প্রথম অতিথি মেঘদূত (জিতু)। গল্প যে খাতে বয়ে যায়, তা সহজেই অনুমেয়। সেই গল্পে ঋতুপর্ণ ঘোষ বিরাজমান। যেমন ‘হীরের আংটি’, ‘উৎসব’ বনেদী বাড়ির পুজোর আবহে নির্মিত, এমনকি সেসব ছবির ন্যারেটিভও যেভাবে এগিয়ে যায়, সেই ছকেই এগিয়েছেন ইন্দ্রদীপ। ‘মায়ের রূপ অভয়া’, বা ডাক্তারদের প্রতিবাদ মিছিলের উল্লেখ না থাকলে এই ছবিকে নয়ের দশকের ছবি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। চরিত্রগুলোর নামও তো ‘তিতলি’, ‘অপ্রতিম’, ‘শ্রীমতি’! কিন্তু ওই বিশেষ অ্যাসথেটিকস আমদানি করতে গিয়ে কোথাও কোথাও যেন আড়ষ্টতা চলে এসেছে। লম্বা দৃশ্য, সুন্দর গানের সঙ্গে পুরনো বাড়ির দীর্ঘ করিডোর, সুবিশাল ঘরের মধ্যে দিয়ে তিতলি, কখনও মেঘদূতের হেঁটে আসা, অলস সময় কাটানো দেখতে বেশ ভাল লাগে। শুভশ্রীকে দেখতে ভারী স্নিগ্ধ লাগে। তিতলি চরিত্রটি যেন কোথাও ওই বাড়িরই অংশ হয়ে ওঠে। জিতু কমলকে ‘অপরাজিত’র পর তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারেননি পরিচালকরা, যা ইন্দ্রদীপ পেরেছেন। মেঘদূত চরিত্রে জিতু নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় অনায়াস, সাবলীল বাবা। সোহিনী সেনগুপ্ত ঈষৎ উচ্চ তারেই সুর ধরেছেন। রুদ্রনীলকে ভাল লাগে। কিন্তু এই যে এক ‘পুরুষ’ চরিত্রকে এনে

নারীর ফ্যান্টাসিকে বিপথে চালিত করা হল, তা ঋতুপর্ণ দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হতেন না। সমকাম বা রূপান্তরকাম নিয়ে সিনেমা বা সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি, তেমনটা এই সিনেমায় হয় না। ছবিতে অন্তরা-প্রসেন এবং অরমান রাশিদ খানের কণ্ঠে 'সইয়াঁ বিনা' গানটি খুবই সুন্দর, ভাল লাগে নবনির্মিত 'মেঘপিয়ন'-ও। অ্যাসথেটিকসের বেড়াজালে বাঁধা না পড়লে ছবিটি অনেক বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠত।





হাউজ়ফুল ৫এ

অত্যন্ত খারাপ

1.5/10

পরিচালনা: তরুণ মনসুখানি
অভিনয়: অক্ষয়কুমার, রিতেশ দেশমুখ, অভিষেক বচ্চন, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ়, নার্গিস ফকরি, সঞ্জয় দত্ত, নানা পটেকর, জ্যাকি শ্রফ

কমেডি ছবিতে যৌনগন্ধী, কাতুকুতু দিয়ে তৈরি করা হাস্যরস থাকেই। কিন্তু এমন ছিরিছাদহীন গল্পও যে থাকে, তা এই ছবি না দেখা গেলে বিশ্বাস করা সম্ভব হত না। তার উপর নির্মাতারা দু'টি ক্লাইম্যাক্স তৈরি করেছেন। গল্পটি একটি বিলাসবহুল ক্রুজ়ে একজন কোটিপতি ব্যবসায়ীর আকস্মিক মৃত্যুতে ভুল বোঝাবুঝির প্রেক্ষাপটে তৈরি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, দর্শকদের নেহাত নির্বোধ মনে না করলে এমন ছবি তৈরি করা কঠিন। অক্ষয়কুমারের কমিক টাইমিং ভাল, অভিষেক বচ্চনও ভাল অভিনয় করেন। কিন্তু এই ছবিতে তাঁদের কিচ্ছু করার ছিল না। দর্শকদেরও সহ্য করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

বোহেমিয়ান ঘোড়া

হাস্যরসে নিমজ্জিত

7/10

পরিচালনা: অমিতাভ রেজ়া চৌধুরী
অভিনয়: মোশাররফ করিম, সাদিয়া আয়মন, রুনা খান, রোবেনা রেজ়া, রাকিব হোসেন

সংলাপই একটা সিরিজ়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 'হুব্বা' দেখার পর মোশাররফ করিমের যে কোনও কাজই দর্শককে টানবে। এই সিরিজ়েও তিনি যেন অসাধারণ। সিরিজ়ে ট্রাক ড্রাইভারের চরিত্রে মোশাররফ। এখানে তাঁর চরিত্রের আটটা বিয়ে। আসলে সমাজের কথা তুলে ধরাই এই গল্পের মূল লক্ষ্য। এই ছবির স্তম্ভ মোশাররফ নিজেই। তাঁর সহজ অভিনয়ে চরিত্র যথাযথ হয়ে ওঠে বহুগুণে। স্বল্প পরিসরে বাকিরাও খুব ভাল। তবে গল্প বলার ধরন এবং মোশাররফের মুখভঙ্গিমায় আপন মহিমায় এগিয়ে চলে এই সিরিজ়। একটি দৃশ্যের সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যে সামঞ্জস্য রেখে যে নিজস্বতায় গল্প বুনেছেন পরিচালক অমিতাভ, তা প্রশংসাযোগ্য।



স্টারডমের বেলুন

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

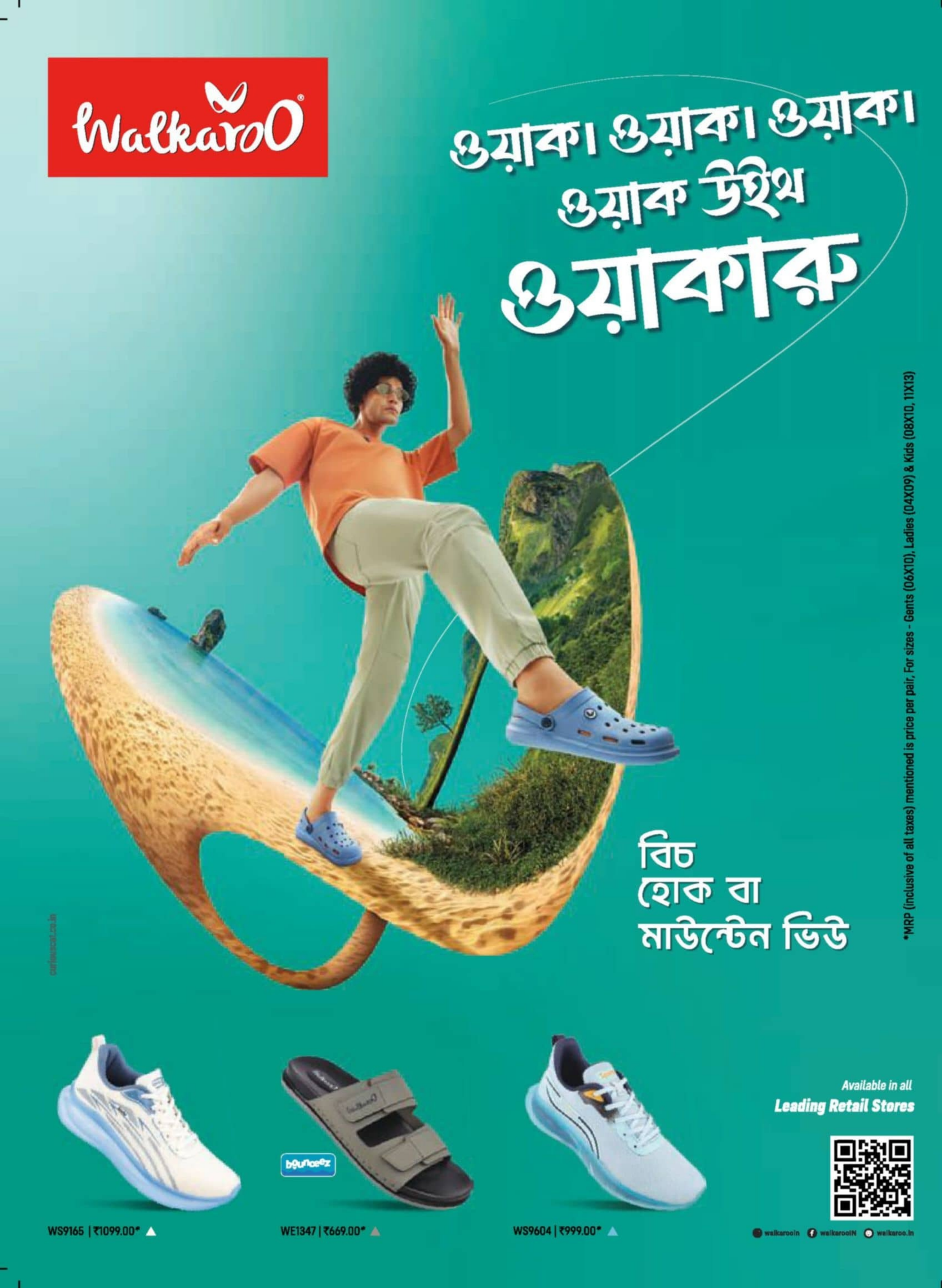
কেমন ভেসে যাচ্ছে দেখেছেন চারিদিক? শহর তিলোত্তমায় এখন গন্ডোলা চড়ে 'দো লফজোঁ কী হ্যায়' গাওয়ার মতো অবস্থা। মানুষজন সব বাড়িতে, সুখী গৃহে সাংসারিক কাজে মত্ত। কিন্তু এর মধ্যেও কিনা কন্যার স্টারডমের অহং তৃপ্ত করতে রাজনীতিবিদ পিতাকে ছুটে কালঘাম বের করতে হচ্ছে। আসলে হয়েছে কী, গুণী দেবী অভিনেত্রীর উৎসবধর্মী বড় ছবি মুক্তি পেয়েছে কিছুদিন আগে। সে বহু পরিশ্রম করেছে ছবির প্রচার করতে। কিন্তু ছবি মুক্তির দিন সকালে হলের অন্ধকারে গিয়ে দেখে, জনশূন্য অডিটোরিয়ামে হাতে গোনা কয়েকটি লোক বসে। দেখেই মনে হচ্ছে, সিনেমা দেখা নয়, বিশ্রাম নেওয়াই তাদের লক্ষ্য। সেসব দেখে কন্যের কি আর মেজাজ ঠিক থাকে! তাকেও তো তারাভরা পার্টিতে গিয়ে নিজের স্টারডমের বেলুন ফোলাতে হয়, না? তাই সে তক্ষুনি ফোন করল তার পিতাকে। আর পিতা যেহেতু স্নেহময়ীর আশীর্বাদধন্য, তাই সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়ে ফেলল স্যাঙাৎ। তারা সিনেমা শুরুর পরেও হইহই করে ঢুকল। আসলে জল পেরিয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। দাদার বদান্যতায় তাদের টিকিট কাটতে হয়নি। কিন্তু তাতে কী, কন্যের অহং তো তৃপ্ত হল। স্টারডমের বেলুনে অহং তৃপ্ত হওয়া আসলে খুবই দরকারি জিনিস। নয়তো কী, শৈলশহর এমনি এমনি রাগে ফুঁসছে? কিছু মাস আগে আমার প্রিয় পত্রিকা আয়োজিত সেরার সেরা অনুষ্ঠানে শৈলশহর ও সুশ্রী একসঙ্গে হাত ধরে হেঁটেছিল। সেরার পুরস্কার নিতে। কিন্তু যেই না সেই প্রিয় পত্রিকাই সুশ্রীকে সাম্রাজ্ঞী আখ্যা দিল শৈল গেল রেগে। ওর বক্তব্য, কী করেছে সুশ্রী যে ওকে সাম্রাজ্ঞী আখ্যা দিতে হবে? তার চেয়ে তো সিনেমায় হিটের অবদান ওরই বেশি! যতই বলা হয়, সবদিক যেভাবে সুশ্রী সামলাচ্ছে... শৈল শোনেই না কথা। আসলে বন্ধুত্ব সব উপর উপর। ভিতরে ওই... কার স্টারডম কত বেশি।

আর এর জেরেই তো অভিনেত্রী দুষ্টু নিজের ছবির প্রিমিয়ারের মাঝপথ থেকে গেল বেরিয়ে। কারণ? সে একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের কোমল পানীয় চেয়েছিল প্রযোজকদের কাছে। কিন্তু সেই সিনেমা হলে সেটা পাওয়া যায় না বলে কিছু করা যায়নি। প্রযোজক সেটাই শুধু বলেছিল দুষ্টুকে। কিন্তু সে শুনলে তো। সে যে বড় নায়িকা। সাধারণ কোমল পানীয় না পাওয়ার অহংও সে ত্যাগ করতে পারল না।





বত্রিশ পাটি দাঁত
গল্প রচনায়
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গল্পপাঠে
অম্বরীশ ভট্টাচার্য
শুনুন আরও আনন্দ-র ‘পডকাস্ট’ বিভাগে।
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative


Walkaroo
ওয়াক। ওয়াক। ওয়াক।
ওয়াক উইথ
ওয়াকারু
বিচ
হোক বা
মাউন্টেন ভিউ
*MRP (inclusive of all taxes) mentioned is price per pair, For sizes - Gents (06X10), Ladies (04X09) & Kids (08X10, 11X13)
WS9165 | ₹1099.00*
bounceez
WE1347 | ₹669.00*
WS9604 | ₹999.00*
Available in all
Leading Retail Stores
walkarooin
walkarooIN
walkaroo.in